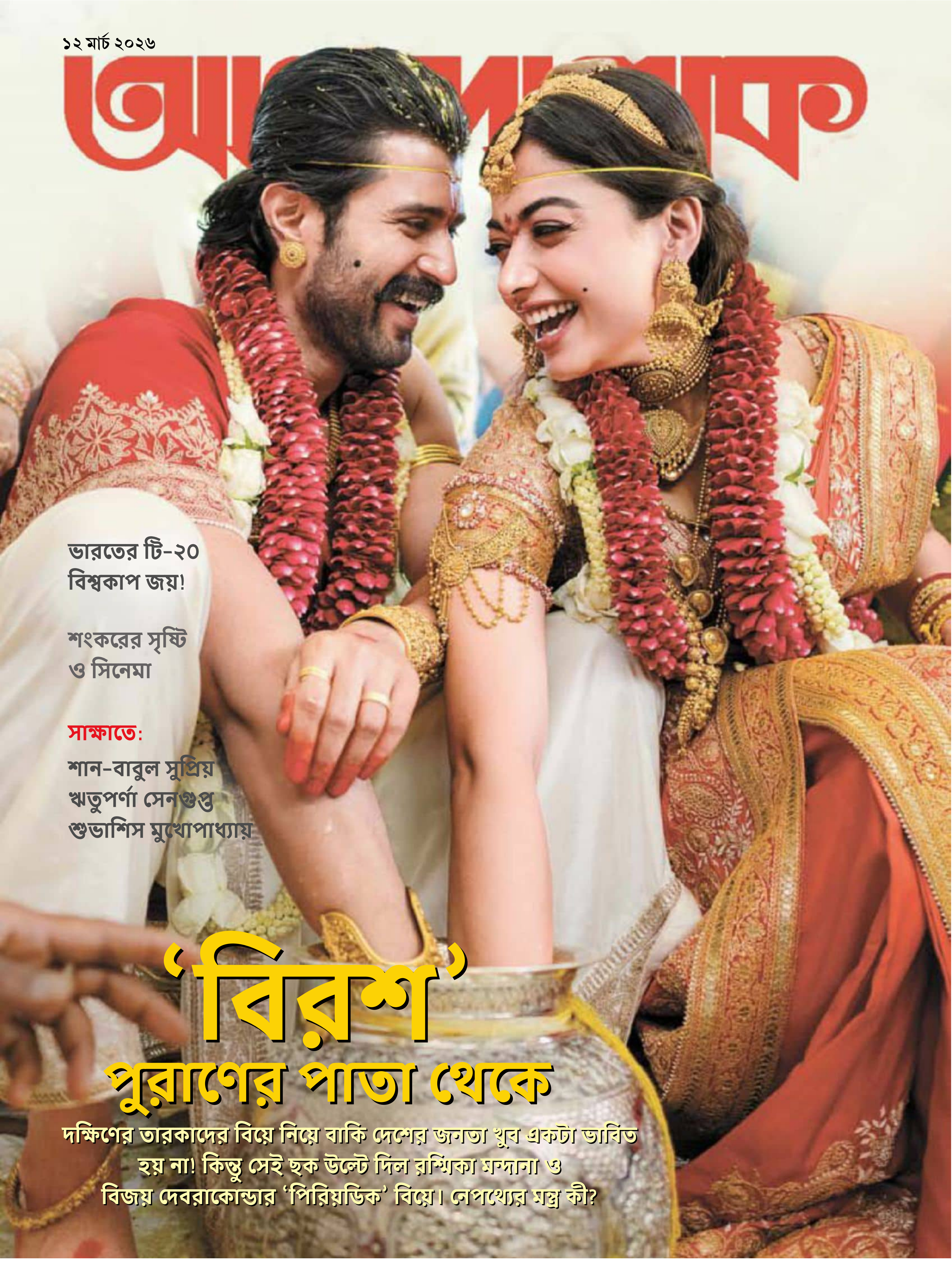


১২ মার্চ ২০২৬
ভারতের টি-২০ বিশ্বকাপ জয়!
শংকরের সৃষ্টি ও সিনেমা
সাক্ষাতে:
শান-বাবুল সুপ্রিয়
ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত
শুভাশিস মুখোপাধ্যায়
‘বিরশ’
পুরাণের পাতা থেকে
দক্ষিণের তারকাদের বিয়ে নিয়ে বাকি দেশের জনতা খুব একটা ভাবিত হয় না! কিন্তু সেই ছক উল্টে দিল রশ্মিকা মন্দানা ও বিজয় দেবরাকোন্ডার ‘পিরিয়ডিক’ বিয়ে। নেপথ্যের মন্ত্র কী?


মীরের কণ্ঠে
ব্যোমকেশ,
দীপের কণ্ঠে
অজিত !
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
‘শৈলরহস্য’
শুনুন ‘আরও আনন্দ’-র
নতুন পডকাস্ট।
ইনস্টল করে সাবস্ক্রিপশন করলেই থাকছে বাঙালি সংস্কৃতির বিশাল সম্ভার।
QR কোডটি স্ক্যান করে
অ্যাপ ডাউনলোড করুন
AARO ANANDA available on
GET IT ON Google Play
Download on the App Store
https://www.facebook.com/aaroananda
ওয়েবসাইট aaroananda.com
আরও আনন্দ
যা কিছু বাঙালির
An ABP Initiative
sosideas

আনন্দলোক কোথায় কী

৫২ বর্ষ ৪ সংখ্যা ১২ মার্চ ২০২৬

কভার ড্রাইভ









প্রচ্ছদ: রশ্মিকা মন্দানা এবং বিজয় দেবরাকোন্ডা

সম্পাদক: কৌশিক পাল

এবিপি প্রা: লিমিটেডের পক্ষে জ়াহরা বসরাই কর্তৃক ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রা: লিমিটেড, সিপি-৪, সেক্টর V, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯১ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য ৩৫ টাকা

Rs. 35.00/-

Edited by Kausik Pal and printed and published fortnightly by Zahra Basrai on behalf of ABP Pvt. Ltd. 6, Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700001. Printed at Ananda offset Pvt. Ltd., CP-4, Sector V Salt Lake City, Kolkata- 700091

Export of this magazine to U.S.A is through our authorised agent only.

Year 52, Issue 4th

RNI Regd No. 27039/74



টলিউড কাণ্ড

সোশ্যাল মিডিয়া সরগরম মিমি চক্রবর্তীর কাণ্ডে। মাঝে সোহম চক্রবর্তীর নামেও অভিযোগ এসেছিল। কিন্তু বিস্তারিত তথ্য জানলাম 'আনন্দলোক' থেকেই। তবে অনেক ক্ষেত্রেই পরবর্তী আপডেট পাওয়া যায় না। আশা রাখব, আনন্দলোক ভবিষ্যতেও এ বিষয়ে নতুন তথ্য প্রকাশ্যে আনবে।

দীপায়ন বসু, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

কোথায় দাঁড়িয়ে?

'ডন থ্রি' নিয়ে যে তর্জা শুরু হয়েছে, তা নিয়ে প্রতিবেদন লেখাই উচিত। আর্থিক মামলার দিকটা আর একটু স্পষ্ট করলে ভাল হত। সত্যিই কি 'ডন' ফ্র্যাঞ্চাইজ়ির ভবিষ্যৎ অন্ধকার? প্রশ্ন এখনও থেকে যাচ্ছে।

মোহিনী চক্রবর্তী, কলকাতা

সোজাসাপটা তাপসী

তাপসী পন্নু বরাবরের প্রিয় অভিনেত্রী। ওঁকে পছন্দ করি, কারণ উনি স্পষ্ট বক্তা। এই সাক্ষাৎকারে এটা আরও একবার প্রমানিত হল। নিজের কেরিয়ার নিয়ে অকপটে কথা বলতে খুব কম অভিনেত্রীই পারেন। তাপসী তাঁর মধ্যে অন্যতম।

শ্রেয়া মজুমদার, বিরাটি



■ তাপসী পন্নু

এই পত্রিকায় যাঁরা লিখেছেন বা যাঁদের নিয়ে লেখা বেরিয়েছে, তাঁদের উদ্দেশে জানানো হচ্ছে, পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে সেই সব লেখা বা সম্পূর্ণ পৃষ্ঠার ছবি কোনও সোশ্যাল মিডিয়ায় তুলে দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

নিজের পুরো ঠিকানাসহ অনধিক ১০০ শব্দে চিঠি পাঠান। সেরা পত্র-প্রেরক পাবেন আকর্ষণীয় পুরস্কার। ঠিকানা: আনন্দলোক, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০১ মতামত জানাতে পারেন ই-মেলেও।
anandalok@abp.in

সময় সাপেক্ষ

বলিউডের নতুন প্রজন্মকে নিয়ে জানার আগ্রহ ছিল। আনন্দলোকের প্রচ্ছকাহিনি পড়ে তাঁদের সম্পর্কে বেশ কিছুটা ধারণা জন্মাল। কিছু তথ্য জানতাম, কিছু নতুন জানলাম। আরও বিশদে জানার ইচ্ছে রয়েছে। তবে ইন্ডাস্ট্রিতে সঠিক জায়গা পেতে এই সব তারকার যে আরও অনেক সময় লাগবে, সেকথা বলা বাহুল্য।

তমাল মিশ্র, হাওড়া



চমক ছিল

রণজয় বিষ্ণু এবং শ্যামৌপ্তি মুদলির বিয়ের প্রতিবেদনটি পড়ে মন ভরে গেল। ছবিগুলো মনোগ্রাহী। তাঁদের বিয়ে নিয়ে অনেক খবর পড়েছি ঠিকই, ভিডিয়োও দেখেছি। এরকম গুছিয়ে বর্ণনা কোথাও পাইনি। আনন্দলোক এরকম ভাবেই আরও তারকার বিশেষ মুহূর্তগুলো ফ্রেমবন্দি করুক।

সমীক্ষা রায়, যাদবপুর



■ রণজয় বিষ্ণু এবং শ্যামৌপ্তি মুদলি

আনন্দলোক

প্রেস অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন অফ পিরিয়ডিক্যালস (পিআরপি) অ্যাক্ট, ২০২৩ এর ফর্ম-IV-এর শর্তানুসারে প্রদত্ত বিবরণ।
১) প্রকাশস্থান: ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১।
২) প্রকাশকাল: পাক্ষিক।
৩) মুদ্রক: এবিপি (প্রা:) লিমিটেডের পক্ষে জাহরা বসরাই, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১।
৪) প্রকাশক: জাহরা বসরাই, ভারতীয় নাগরিক, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১।
৫) সম্পাদক: কৌশিক পাল, ভারতীয় নাগরিক, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১।
৬) যে সকল ব্যক্তি এই সংবাদপত্রের মালিক এবং যাঁরা মোট মূলধনের এক শতাংশের অধিক অংশীদার বা শেয়ার গ্রহীতা, তাদের নাম ও ঠিকানা:
(ক) মালিক: এবিপি (প্রা:) লিমিটেড, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১।
(খ) মোট মূলধনের এক শতাংশেরও অধিক শেয়ার গ্রহীতা: এ সরকার, এ সরকার, এ সরকার, আর সরকার এবং এবিপি হোল্ডিংস (প্রা:) লিমিটেড, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১।
আমি জাহরা বসরাই, এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

১ মার্চ ২০২৬

জাহরা বসরাই
প্রকাশক



■ প্রিন্সেস অ্যান

অ্যানের নামে

তিনি একজন দক্ষ ঘোড়সওয়ার। ১৯৭১ সালে ইউরোপীয় ইভেন্টিং চ্যাম্পিয়নশিপে ব্যক্তিগত স্বর্ণ পদক জিতেছিলেন এবং ১৯৭৬ সালে মন্ট্রিয়েলে অনুষ্ঠিত অলিম্পিক্সে গ্রেট ব্রিটেনের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। তিনিই প্রথম ব্রিটিশ রাজপরিবারের সদস্য যিনি এই কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। এবার সেই প্রিন্সেস অ্যানকে অনন্য সম্মান দিল বার্ষিক চেল্টেনহ্যাম ফেস্টিভ্যালের হান্টার্স চেজ় প্রতিযোগিতা। এবার থেকে প্রিন্সেস অ্যানের নামকরণে এই প্রতিযোগিতার নাম রাখা হবে। চারদিনের এই প্রতিযোগিতার নাম পরিবর্তনের ঘোষণা কিছুদিন আগেই করা হয়েছে।

কেটের নিয়ম

ফের একবার নিজের সম্মান বজায় রেখেও, সাধারণ মানুষের মন জিতে নিলেন কেট মিডলটন। কিছুদিন আগে স্বামী প্রিন্স উইলিয়ামের সঙ্গে ওয়েলস সফরে গিয়েছিলেন কেট। সেখানে প্রিন্সেসের অটোগ্রাফ নিতে আসেন এক অত্যুৎসাহী। কেট সবিনয়ে জানান, যে তিনি রাজকীয় নিয়ম অনুযায়ী যেখানে সেখানে সই করতে পারেন না। তবে তিনি সেই ব্যক্তিকে নিরাশ করবেন না। বরং তাঁর সঙ্গে হ্যান্ডশেক করবেন। কেটের এই আচরণে উপস্থিত সকলে আরও বেশি খুশি হয়েছে।



■ কেট মিডলটন





‘বিরশ’ পুরাণের পাতা থেকে

সেলেব বিয়ে তো কম হয় না। দক্ষিণের তারকাদের বিয়ে নিয়ে বাকি দেশের জনতা খুব একটা ভাবিতও হয় না। কিন্তু অনেক ছকের মতো সেই ছকও উল্টে দিল **রশ্মিকা মন্দানা** ও **বিজয় দেবরাকোন্ডা**র ‘পিরিয়ডিক’ বিয়ে। দক্ষিণের তারকা-বিয়ে নিয়ে এমন উন্মাদনা, এই প্রথম। নেপথ্যের মন্ত্র কী? ডি-কোডিংয়ে **অংশুমিত্রা দত্ত**

রশ্মিকা মন্দানা এবং বিজয় দেবরাকোন্ডার বিবাহ অনুষ্ঠান একটা স্টেটমেন্ট। স্টেটমেন্ট, যা কেবল বৈভব প্রদর্শনে সার্থক হয় না। তার আসল সার্থকতা ঐতিহ্য, পিতৃপুরুষের তৈরি রীতি-নীতি পালনের মধ্যে। কেন? আজকাল তো সবই মোটামুটি সামাজিক মাধ্যমের মাপকাঠি দিয়ে পরিমাপ করা হয়, সেদিক থেকেও #Virosh এগিয়ে। ইনস্টাগ্রামে কোনও ভারতীয় অ্যাকাউন্ট থেকে পোস্ট করা ‘মোস্ট লাইক্‌ড’ পোস্ট এতদিন ছিল বিরাট কোহলির ২০২৪-এর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের পোস্ট। ২২.৬ মিলিয়ন লাইক পেয়ে রেকর্ড গড়েছিল সেই পোস্ট। ৪৮ ঘণ্টায় তাকে ছাপিয়ে যায় রশ্মিকার পোস্ট করা বিয়ের প্রথম ছবির ক্যারুসল। ২৬ ফেব্রুয়ারির বিয়ের পোস্ট ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ২৫ মিলিয়ন লাইক পেল (এখন তা বেড়েছে আরও কয়েক মিলিয়ন)। এমনকি বিজয় দেবরাকোন্ডার করা পোস্টও বিরাট কোহলির রেকর্ড প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছে (বিজয়ের পোস্টের লাইক এখনও পর্যন্ত ২১.৭ মিলিয়ন)। তারই কারণ বিশ্লেষণের সময় ঐতিহ্যের বিষয়টা মাথায় এল। কারণ তাঁদের ছবি প্রকাশ্যে আসার পর নেটিজ়েনদের মধ্যেও বিজয়-রশ্মিকাকে আধুনিক ‘রাম-সীতা’ বলে অভিহিত করা হচ্ছে!

সাজের শেষকথা

সাধারণত সেলেব্রিটি বিয়ের ছবি আমরা যেমন দেখি, তাকে অনেকটাই ভেঙে দিয়েছিলেন বিরাট কোহলি এবং অনুষ্কা শর্মা। আইভরি এবং প্যাস্টেল শেডসে বিয়ের সাজ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তারপর অধিকাংশ সেলেব হেঁটেছেন তাঁদের

পথেই। ইতালি হয়ে ওঠে সেলেব বিয়ের ডেস্টিনেশন। বিদেশের কোনও বিলাসবহুল কাসলে কঠিন সুরক্ষাবলয়ে বিয়ে। ওই আইভরি, বেজ, পিঙ্ক থেকে সরে এসে একেবারে উজ্জ্বল লাল-কমলা সাবেক সাজে ধরা দিয়েছেন বিজয় ও রশ্মিকা। পোশাকের ক্ষেত্রেও বিখ্যাত সব্যসাচী নয়, তাঁরা বেছেছেন অনামিকা খন্নাকে। রশ্মিকার রাস্ট-অরেঞ্জ সিল্ক শাড়ির পাড় গাঢ় লাল এবং সোনালি। অ্যান্টিক গোল্ড মোটিফ এবং জিওমেট্রিক টেম্পল ডিজ়াইন সারা শাড়ি জুড়ে। বিজয় অফ-হোয়াইট ধুতির উপর পরেছেন নিজের হায়দরাবাদি টেক্সটাইল ট্র্যাডিশনের সিঁদুর-রঙা ‘অঙ্গবস্ত্রম’। তাতে পরম্পরা এবং স্থাপত্যের প্রতীক হিসেবে জঙ্গল এবং টেম্পলের মোটিফ করা। এমি পটেলের স্টাইলিংয়ে তিনি একেবারে সাবেক-রূপে আসেন, বিশেষত গয়নার ক্ষেত্রে। এই প্রথম বোধহয় বউয়ের চেয়ে বরের গয়না এবং সাজ নিয়ে চর্চা হচ্ছে বেশি! বিজয়ের গলার হার, কানের দুল,

হারম, ঝুমকা, চম্পাসরালু, ভাশিকম, বালা, বাজুবন্দ, কোমরবন্ধনী, নূপুর, নাকছাবি, হাতফুল এবং জাডা বিল্লা... রশ্মিকা কিছুই বাদ দেননি।

বাজুবন্দ, ব্রেসলেট, অ্যাঙ্কলেট, ধুতির উপর সোনার ‘ওড্ডিয়ানম’ বেল্ট নজর কেড়েছে সকলের। তেলুগু পরম্পরার দু’টি ভারী হার, কাসু মালা এবং হারম পরেন বিজয়। তাঁর নজরকাড়া ব্রেসলেটে নকশি কাজের সঙ্গে হাতি এবং ঘোড়ার ডিজ়াইন খোদাই করা, শৌর্য এবং বুদ্ধির প্রতীক হিসেবে। রশ্মিকাও গয়নায় নিজেকে মুড়ে মণ্ডপে আসেন, যেমনটা আমরা দক্ষিণী বিয়েতে দেখে আসি।

‘কোডাভা’ রীতি মেনে বিয়ে

রশ্মিকা কর্ণাটকের কুর্গ অঞ্চলের কোডাভা জাতির মেয়ে। সেই রীতি মেনেই বিজয়ের সঙ্গে চার-হাত এক হয় রশ্মিকার। অন্যান্য সম্প্রদায়ের বিয়ের মতো, এই বিয়ে কোনও ব্রাহ্মণের হাতে সম্পন্ন হয় না। বরং পরিবারের বড়রা



রাস্ট অরেঞ্জ সিল্ক শাড়িতে রশ্মিকা



■ বিজয়ের গয়না ও আলতা কেড়েছে নজর

মিলে বিয়ে দেন। কোডাভা বিয়েতে যেমন লাল বা কমলা রঙের শাড়ি পিছনের দিকে প্লিট করে পরা হয়, তেমনই পরেন রশ্মিকা। হারম, ঝুমকা, চম্পাসরালু (কানের টানা), ভাশিকম (মাথাপট্টি), বালা, বাজুবন্দ, কোমরবন্ধনী, নূপুর, নাকছাবি, হাতফুল এবং দক্ষিণী হেয়ার অ্যাকসেসরি 'জাডা বিল্লা'... রশ্মিকা কিছুই বাদ দেননি। হ্যাঁ, বিজয়ের হাতের ডিজ়াইনার ছুরিকাও কিন্তু কোডাভা বিয়েতে পাত্রের হাতে রাখার নিয়ম। বিজয় সেটাও মেনেছেন।

আলতা-গয়নায় বেড়েছে পৌরুষ

রশ্মিকার হাতের মেহেন্দির পাশে তাক লাগিয়ে দিয়েছে বিজয়ের হাতের লাল আলতা। জেন্ডার স্টিরিয়োটাইপ ভেঙে দিয়েছেন বিজয়। গয়না পরা, হাতে-পায়ে আলতা লাগানো... সাধারণত উত্তর ভারতের উগ্র-পুরুষতন্ত্রে যা-যা 'মেয়েলি' বলে গণ্য করা হয়, সে-সব উড়িয়ে দিয়েছেন বিজয়। বুঝিয়েছেন, তথাকথিত 'মেয়েলি সাজ' বলে কিছু হয় না। আলতা বা গয়না পরে বিজয়ের পৌরুষ কিছু কমেনি, বরং বেড়েছে। বিরাট এবং

গয়না পরা, হাত-পায়ে আলতা লাগানো... সাধারণত উত্তর ভারতের উগ্র-পুরুষতন্ত্রে যা-যা 'মেয়েলি' বলে গণ্য করা হয়, সে-সব উড়িয়ে দিয়েছেন বিজয়।

অনুষ্কার বিয়ের আন্তরিকতা যেমন ২০১৭-তে চোখের কোলে জল এনে দিয়েছিল, বিজয়-রশ্মিকার বিয়েও চোখ ভেজায়। কিন্তু ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান দেখে। সেখানে মালাবদলের সময় রশ্মিকার চোখের আনন্দাশ্রু স্পষ্ট। বিজয়ের পুরু গোঁফের নীচের চওড়া হাসিও। যেন স্বপ্নপূরণ হয়েছে দু'টি মানুষের। রিসেপশনেও রশ্মিকার মাইসোর সিল্ক শাড়ি, বিজয়ের সিল্ক বেষ্টি মনে করিয়ে দেয়, এটি দক্ষিণী বিয়ে। কোনওদিক থেকেই তাঁরা শেরওয়ানি, লেহঙ্গার আশ্রয় নেবেন না।
'সঙ্গীত' অনুষ্ঠানটি দক্ষিণী বিয়ের অঙ্গ নয়। কিন্তু এটা ভুললেও চলবে না যে, রশ্মিকা ও বিজয় সিনেমার তারকা! দক্ষিণ ছাড়াও তাঁদের মধ্যে কমার্শিয়াল সিনেমা এবং

খানিকটা বলিউডের প্রভাব তো থাকবেই। ফাল্গুনী ও শেন পিককের অনসম্বলে সেজেছিলেন বিজয়-রশ্মিকা, সঙ্গীতের সন্ধের জন্য। সিলভার এবং ডিপ ব্লু স্যাফায়ার নক্ষত্রপুঞ্জের ডিজ়াইনার লেহঙ্গা পরেছিলেন রশ্মিকা। মিডনাইট ব্লু ড্যাগন মোটিফ করা ভেলভেট জ্যাকেট এবং পাউডার ব্লু কুর্তার সঙ্গে বিজয়ের গলার পান্নার লকেট জ্বলজ্বল করছিল। বিয়ের ভেনু, উদয়পুরের মেমেন্টোস একায়া হোটেল। সঙ্গীতও হয় সেখানেই, বিয়ের আগের রাতে। বিরাট স্টেজে নাচেন নায়ক-নায়িকা এবং তাঁদের পরিবার-পরিজন। রশ্মিকা লেখেন তাঁর পোস্টে, কীভাবে ভোর চারটে অবধি তাঁরা উদ্‌যাপন করেছেন। বিজয়ের ভাই আনন্দ দেবরাকোন্ডাও অভিনেতা। তাঁর এবং

সঙ্গীতে বিজয় নয়, রশ্মিকা হাঁটুতে ভর দিয়ে বসে বিজয়ের আঙুলে আংটি পরান। শোনা যায়, 'গীত গোবিন্দম' ছবির পর রশ্মিকাই নাকি বিজয়কে প্রপোজ় করেছিলেন...

বৌদি রশ্মিকার নাচের ছবি মুহূর্তে ভাইরাল হয়ে যায়। তবে বিজয় নয়, রশ্মিকা হাঁটুতে ভর দিয়ে বসে বিজয়ের আঙুলে আংটি পরান। শোনা যায়, 'গীত গোবিন্দম' ছবির পর রশ্মিকাই নাকি বিজয়কে প্রপোজ় করেছিলেন। সেই মুহূর্তেরই হয়তো পুনর্নির্মাণ করলেন সঙ্গীতে।

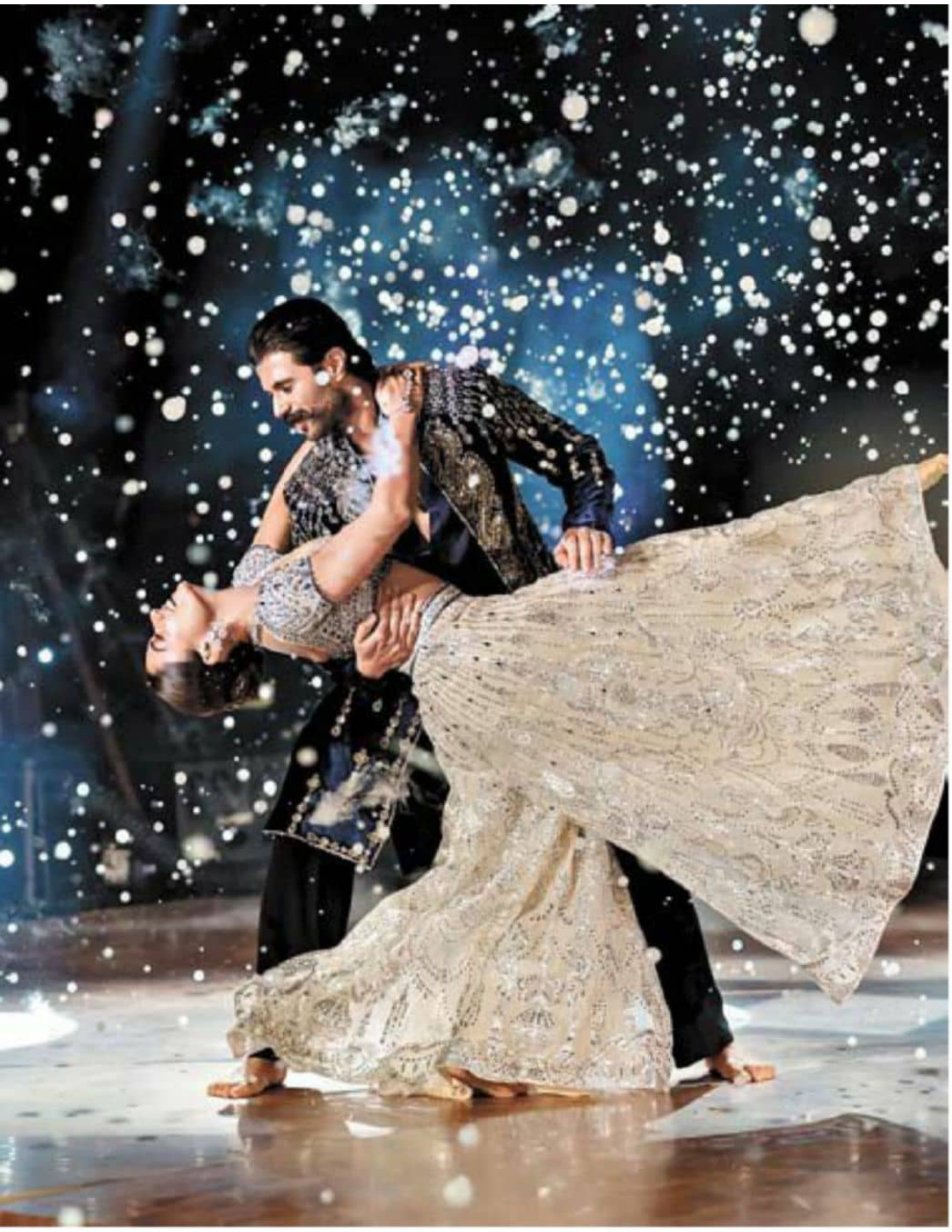
টুইস্টবিহীন প্রেমের গল্প

কন্নড় অভিনেত্রী রশ্মিকা বাগদত্তা ছিল আর এক কন্নড় অভিনেতা রক্ষিত শেট্টির। প্রকাশ্যেই ছিল তাঁদের সম্পর্ক, ধুমধাম করে তাঁদের বাগদানও হয়। কিন্তু তারপরই অজ্ঞাত কারণে রশ্মিকা এবং রক্ষিতের সম্পর্ক ভেঙে যায়। ২০১৭-র ঘটনা। তার অনতিবিলম্বে বিজয় দেবরাকোন্ডার সঙ্গে রশ্মিকার দেখা। 'গীত গোবিন্দম'-এর সেটে। সিনেমার সাফল্য নিয়ে তো কিছু বলার নেই। কিন্তু সিনেমার শুটিং চলাকালীন রশ্মিকা স্বাভাবিক ভাবেই ভেঙে যাওয়া সম্পর্ক নিয়ে অস্বস্তিতে ছিলেন, খানিক ডিপ্রেশনেও। শোনা যায়,



■ সঙ্গীতে বিজয় ও রশ্মিকার নাচ যেন সিনেমার দৃশ্যের মতোই। (নীচে) দুই পরিবারের সঙ্গে সঙ্গীত অনুষ্ঠানে 'বিরশ'





■ সঙ্গীতের পোশাকে ছিল বলিউডের ছোঁয়া

২০২৫-এর অক্টোবরে হায়দরাবাদের বাড়িতেই বিজয় এবং রশ্মিকা চুপিসাড়ে বাগদান সারেন। আগের সম্পর্কের ভুল থেকে রশ্মিকা বুঝেছিলেন, বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত এই সম্পর্ককে সামনে এনে লাভ নেই। বিয়ের আগে...

বিজয় নাকি রশ্মিকাকে সেই অবসাদের চৌকাঠ পার করিয়ে আলোয় নিয়ে আসেন। রশ্মিকা তখন খুব টালমাটাল অবস্থায়, তাই বিজয় রশ্মিকাকে প্রেমের প্রস্তাব দেওয়ার সাহস পাননি। এগিয়ে আসেন রশ্মিকাই। সেই থেকে একে-অপরের সঙ্গী ‘বিরশ’ (বিজয় এবং রশ্মিকার নামের অদ্যাক্ষর দিয়ে এই হ্যাশট্যাগ তৈরি করেছেন তাঁদের ভক্তরা)। বিজয় এবং রশ্মিকা যথেষ্ট আগলে রেখেছিলেন এই সম্পর্ককে। লোকচক্ষুর আড়ালে। একটা ‘গীত গোবিন্দম’ বা একটা ‘ডিয়ার কমরেড’ বাদে একসঙ্গে বড় পর্দায় আসেননি প্রেমের খবর ছড়ানোর পর থেকে। সচেতনভাবেই। কখনও রশ্মিকার ভ্রমণের ছবির লোকেশন এবং একই লোকেশনে বিজয়ের ছবি দেখে দর্শক দু’য়ে-দু’য়ে চার করেছেন। ‘অ্যানিম্যাল’ ছবির প্রচারে যখন রণবীর এবং রশ্মিকা ব্যস্ত, তখন একটি চ্যাট শো-তে প্রথম একধাপ এগিয়ে সামনে আসে তাঁদের সম্পর্ক। আবারও, এটা কিন্তু ‘বলিউড’-এর প্রভাব। রণবীর কপূর রশ্মিকাকে দিয়ে ফোন করান ফোনের স্পিড ডায়ালে থাকা প্রথম ব্যক্তিকে। প্রায় জোর করেই। রশ্মিকা ফোন করায় অপর প্রান্ত থেকে যে মানুষটির গলা আসে, তা বিজয়ের। দর্শক উল্লাসে ফেটে পড়ে! রশ্মিকা একবার শুধু জানিয়ে দেন, ‘তুমি লাউডস্পিকারে আছো।’ এটুকুতেই দর্শক যা বোঝার বুঝে যায়। ২০২৫-এর অক্টোবরে হায়দরাবাদের বাড়িতেই বিজয় এবং রশ্মিকা চুপিসাড়ে বাগদান সারেন। আগের সম্পর্কের ভুল থেকে রশ্মিকা বুঝেছিলেন, বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত এই সম্পর্ককে সামনে এনে লাভ নেই। বিয়ের আগে, নিজেদের ব্যক্তিগত



■ সঙ্গীতে সিনেমার মতো মুহূর্ত





■ উদয়পুরে বিয়ের মণ্ডপ



■ ফুল এবং ব্রাসের জিনিসে সাজানো মণ্ডপ

সম্পর্ককে ব্র্যান্ড তৈরিতে ব্যবহার করেননি এই দু'জন। বলিউড এবং বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে যা আকছার দেখা যায়। কিন্তু তার পিছনেও কি কোনও স্ট্র্যাটেজি নেই?

আনন্দানুষ্ঠান, নাকি স্ট্র্যাটেজি?

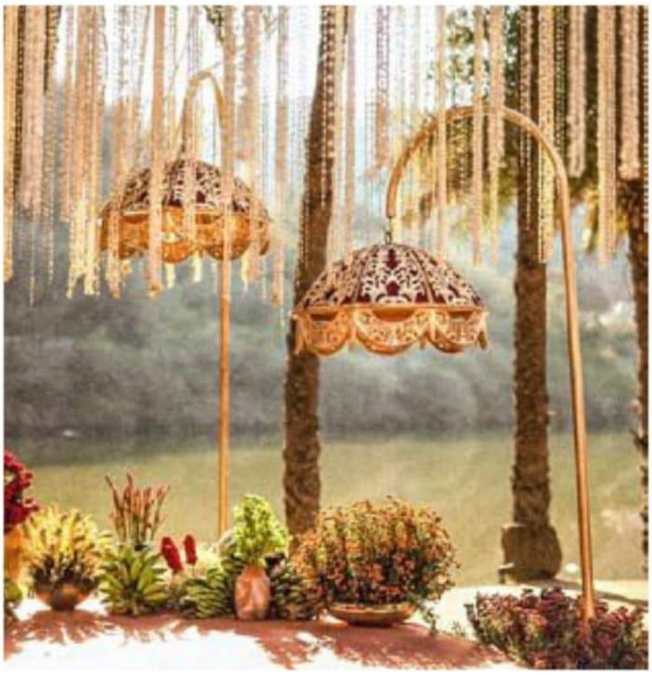
২৬ ফেব্রুয়ারি 'বিরশ'-এর বিয়ের ছবি বেরোনোর ঠিক দু'দিন পর, ২৮ ফেব্রুয়ারি বিজয় এবং রশ্মিকার পরবর্তী তেলুগু ছবি 'রণবালি'র পোস্টার এবং গানের ঝলক মুক্তি পেয়েছে। 'ডিয়ার কমরেড' মুক্তি পেয়েছিল ২০১৯-এ। তারপর এটাই তাঁদের তৃতীয় ছবি। এই ছবির বিষয়, ১৮৫০ সালের পর থেকে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে 'রণবালি'র (বিজয়) লড়াই। জয়াম্মা, রণবালির স্ত্রীর ভূমিকায় রশ্মিকা। পাঠক যদি ভাল করে দেখেন, ছবির পোস্টারেও বিজয়ের আদুর গা, কোমরে বেষ্টি জড়ানো। অর্থাৎ একটি পিরিয়ড ড্রামার সাজ নায়ক-নায়িকার। বিরশের বিয়ের প্রথম ছবি বেরোনোর পর আলোচনা কী উঠেছিল? ঠিক যেন ফেলে আসা সময়ের বা পুরাণের পাতা থেকে

> ২৬ ফেব্রুয়ারি 'বিরশ'-এর বিয়ের ছবি বেরোনোর ঠিক দু'দিন পর, বিজয় এবং রশ্মিকার পরবর্তী তেলুগু ছবি 'রণবালি'র পোস্টার এবং গানের ঝলক মুক্তি পেয়েছে।

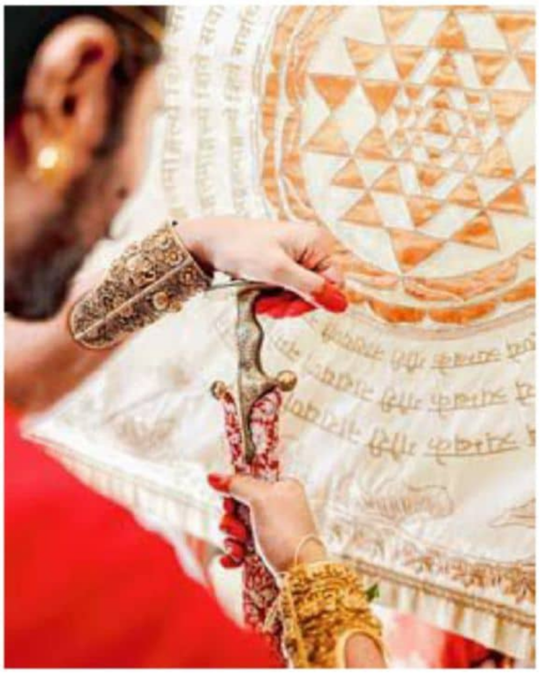


■ থাম্মানপেটের সত্যনারায়ণ পুজোয় বিজয় ও রশ্মিকা





■ এমন 'ছত্রী' ডিজ়াইন দক্ষিণী বিয়েতে দেখা যায়



■ বিজয়ের হাতে কোডাভা বিয়ের ছুরিকা



■ বিজয়ের গ্রামের বাড়িতে রশ্মিকার গৃহপ্রবেশ

বিয়ের ছবি বেরোনোর পরই মুক্তি পেল একটি বিখ্যাত এথনিক ব্রাইডালওয়্যার কোম্পানির বিজ্ঞাপন, হিন্দি ভাষায়। এটা কি বিরশের স্ট্র্যাটেজি ছিল?

উঠে আসা নব-দম্পতি। কোথাও কি স্ট্র্যাটেজির গন্ধ পাচ্ছেন পাঠক? কোথাও গিয়ে কি 'রণবালি'র পোস্টার বিজয় ও রশ্মিকার বর্তমান গগনচুম্বী জনপ্রিয়তা এবং ব্র্যান্ড ভ্যালুর প্রতীক নয়? বিরশ-এর বিয়ের ছবি বেরোনোর পরই মুক্তি পেল একটি বিখ্যাত এথনিক ব্রাইডালওয়্যার কোম্পানির বিজ্ঞাপন, হিন্দি ভাষায়। এই কোম্পানির বিজ্ঞাপন বিরাট-অনুষ্কা, রণবীর-আলিয়াও করেছিলেন। সাধারণত যে অফস্ক্রিন জুটির বাজারদর তুঙ্গে এবং বিয়ে সামনেই, তাঁদের নিয়ে বিজ্ঞাপন করে এই কোম্পানি। বাকিদের ক্ষেত্রে যে বিজ্ঞাপন বিয়ের আগে বাজারে এসেছে, একমাত্র বিজয়-রশ্মিকার ক্ষেত্রে বিয়ের পরই মুক্তি পেয়েছে তা। তা হলে কোথাও একটা স্ট্র্যাটেজি তো ছিলই। কিন্তু তা হয়তো অন্যরকম। বাজারদরকে শীর্ষে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বিয়ের চেয়ে ভাল আর কী হতে পারে? বিশেষত ভারতবর্ষের মতো দেশে, যেখানে বিয়েকে সম্পর্কের



পালকিতে চড়ে মণ্ডপে আসেন রশ্মিকা



বিয়ের পর রশ্মিকা এবং বিজয় জানান, তাঁরা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মন্দিরে ‘অন্নদানম’ অর্থাৎ অন্নদান করবেন। এবং কিছু শহরে ট্রাকভর্তি মিষ্টি পাঠাবেন সাধারণ মানুষের জন্য। ফ্যানদের নিজের হাতে খাবারও বেড়ে দেন রশ্মিকা

পরিণতির পরাকাষ্ঠা হিসেবে দেখা হয়। আসলে ছকভাঙার ছকই বুঝি কষেছিলেন ‘বিরশ’।

ছকভাঙার বিয়ে

ছক অবশ্য অনেকদিক থেকে ভেঙেছে এই যুগল। শুরু করি সামাজিক মাধ্যমের বিষয়টা দিয়েই। তারকা যুগলদের ক্ষেত্রে সাধারণত একটি বয়ান কোনও এক তারকা সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেন, তারপর অন্যজনকে ‘কোল্যাব’ করে নেন। স্বাভাবিকভাবেই তার লেখা এক হবেই, পোস্ট যখন একটিই। বিজয় এবং রশ্মিকা দু’টি আলাদা পোস্ট লেখেন ছবির ক্যাপশনে। লম্বা পোস্ট, পৃথক ছবির ক্যারুসল এবং তা অত্যন্ত ব্যক্তিগত। রশ্মিকা যেমন লিখেছিলেন, বিজয় তাঁর বেস্ট ফ্রেন্ড, তাঁর ক্ষতের প্রলেপ। বিজয় লিখেছিলেন, কীভাবে তিনি রশ্মিকাকে প্রথম ‘মিস’ করা শুরু করেন। কীভাবে রশ্মিকা তাঁর জিম, আহারের সঙ্গী হলে তাঁর ‘একটু বেশি ভাল লাগে’। এটাই তো স্বাভাবিক। দুটো মানুষের পরস্পরের প্রতি ভালবাসার কারণ, তার বর্ণনা পৃথকই হওয়ার কথা। যান্ত্রিক কোল্যাব পাঠিয়ে দুই শরীর এক প্রাণের বিষয় প্রতিষ্ঠা করার কী দরকার! ‘লাইক’ ভাগ হয়ে যাওয়ার তোয়াক্কা করেননি বিরশ। বরং ব্যক্তিগত ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে আলাদা এবং ব্যক্তিগত পোস্ট লিখেছেন।

এবার সামাজিক মাধ্যম থেকে সরে, সামাজিক কর্মে আসি। বিয়ের পর রশ্মিকা এবং বিজয় জানান, তাঁরা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মন্দিরে ‘অন্নদানম’ অর্থাৎ অন্নদান করবেন। এবং কিছু শহরে ট্রাকভর্তি মিষ্টি পাঠাবেন সাধারণ মানুষের জন্য। কারণ এই সাধারণ মানুষ, দর্শক তাঁদের পাশে থেকেছেন, তাঁদের তারকা বানিয়েছেন। ফলে জীবনের সবচেয়ে আনন্দের ঘটনা সেই দর্শকের সঙ্গে তাঁরা ভাগ করে নিতে চান। বেঙ্গালুরুর শিবোহম মন্দির ও রাধাকৃষ্ণ মন্দির,



■ কোডাভা বিয়েতে থাকে না কোনও পুরোহিত

বৃন্দাবনের শ্রীশ্রী কৃষ্ণ বলরাম মন্দির, অসমের রুক্মিণী মন্দির, আহমেদাবাদের ইসকন মন্দির, কুর্গের পাড়ি ইগ্গুথাপ্পা মন্দির, ছত্তীসগঢ়ের রাধা রাসবিহারী মন্দির, জয়পুরের গোবিন্দদেব মন্দির, মাইসোরের চামুণ্ডেশ্বরী মন্দির, কোয়েম্বাত্তুরের থিরুকোইল মন্দির, তেলেঙ্গানার সাই বাবা, লক্ষ্মীভেঙ্কটেশ্বর স্বামী ও হরেকৃষ্ণ হেরিটেজ মন্দির, অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুমালা, কণকমহালক্ষ্মী ও কণকদুর্গা মন্দিরে 'অন্নদানম' করিয়েছেন রশ্মিকা-বিজয়। তেলেঙ্গানা (হায়দরাবাদ, মেহবুবনগর, করিমনগর), দিল্লি, চণ্ডীগড়, উত্তরপ্রদেশ (নয়ডা, গাজ়িয়াবাদ), গুজরাত (আহমেদাবাদ), মধ্যপ্রদেশ (ভোপাল), মহারাষ্ট্র (মুম্বই), রাজস্থান (জয়পুর), অন্ধ্রপ্রদেশ (বিশাখাপত্তনম, বিজয়ওয়াড়া, পুট্টাপার্থি), কেরল (কোচি), কর্ণাটক (মাইসোর, কুর্গ, বেঙ্গালুরু), তামিলনাড়ু (কোয়েম্বাত্তুর, চেন্নাই),

গ্রামের একটি জলসাতে যান নবদম্পতি। সেখানে গ্রামের মানুষের সঙ্গে স্ত্রী রশ্মিকার পরিচয় করান বিজয়। রশ্মিকা সেখানে তারকা নন, গ্রামের বৌমা।



■ সঙ্গে বিজয়ের ভাই আনন্দ





■ হায়দরাবাদের অনুষ্ঠানে বিজয়-রশ্মিকার সঙ্গে শ্রীলীলা ও তাঁর মা



■ বিশেষ দিনে বিজয়ের মা, বাবা এবং ভাইয়ের সঙ্গে রশ্মিকা

পুদুচেরি এবং বিহারের মানুষের জন্য ট্রাকভর্তি মিষ্টির বাক্স পৌঁছে যায় বিজয়-রশ্মিকার তরফ থেকে। এই যে সাধারণ মানুষকে নিজেদের বিয়ের সঙ্গে যুক্ত করা, তাঁদের সঙ্গে বিয়ের আনন্দ ভাগ করে নেওয়া, এমনটা আগে কোনও তারকা করেননি। করলেও এমন বিপুল আকারে, রীতিমতো ঘোষণা করে তো নয়ই। পুণ্যকর্ম হয়তো অনেকেই করেছেন, চুপচাপ। তবে তার পরিমাপ এবং প্রচার এমন বৃহদাকার নেয়নি কোনওদিন।
অনেকভাবেই মানুষকে নিজেদের বিয়ের সঙ্গে যুক্ত করেছে 'বিরশ'। যেমন, বিজয়ের গ্রামে

যাওয়া। তেলেঙ্গানার নগরকুর্নুল জেলার থুম্মানপেট গ্রামের ছেলে বিজয়। সেখানে একটি ফার্ম হাউজ়ও তৈরি করেছেন তিনি। বিয়ের পরই রশ্মিকাকে নিয়ে নিজের গ্রামে যান বিজয়। নতুন বাড়িতে সত্যনারায়ণ পুজো করেন নবদম্পতি। অফহোয়াইট-রেডের সাবেক কম্বিনেশনে, মাথায় ফুলের মালা দিয়ে সেজে পুজোয় বসেছিলেন নববধূ রশ্মিকা। তবে পুজো বা পরিবার, ঠাকুরমা-ঠাকুর্দার আশীর্বাদ নেওয়ার পাশাপাশি গ্রামের মানুষদের একটি জলসাতেও যান নবদম্পতি। সেখানে গ্রামের মানুষের সঙ্গে স্ত্রী রশ্মিকার পরিচয় করান বিজয়। রশ্মিকা সেখানে তারকা নন, গ্রামের বৌমা। এখানেও সাধারণ সাজ, প্রসাধনহীন মুখের জন্য বাহবা পান রশ্মিকা। রশ্মিকা যেমন সাধারণভাবে গ্রামে নিজের হাতে খাবার পরিবেশন করেছেন বিজয়-রশ্মিকা! সেখানেও সাধারণ সুতির শাড়ি পরে রশ্মিকার খাবার পরিবেশনের ছবি প্রশংসার ঝড় তুলেছে। শুধু তা-ই নয়, ফ্যানদের সঙ্গে তাঁরা খেতেও বসেছেন। ফ্যানদের আবদার মিটিয়ে বিজয়ের মুখে নিজের হাতে গরাস তুলে দিয়েছেন রশ্মিকা। তাতেই ঘরে হাততালি, সিটি পড়েছে সিনেমা হলের মতো! সান্ধ্যকালীন মূল অনুষ্ঠানের আগে মিডিয়ার সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটান নবদম্পতি। এমনিতে তারকারা জানেন, 'বিরশ'। সম্পূর্ণ পৃথক একটি অনুষ্ঠানে ডেকেছেন মিডিয়ার বন্ধুদের। মিট অ্যান্ড গ্রিটের আয়োজন করেছেন, তাঁদের খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করেছেন। বিজয় এখানে তেলুগু মিডিয়ার কাছে আবদার রেখেছেন, "রশ্মিকা তেলেঙ্গানার নতুন বৌমা। তোমরা ওর খেয়াল রেখো।" এবার তারকা যখন নিজের রাজ্যের মিডিয়ার জন্য এমন আয়োজন করে স্ত্রীর খেয়াল রাখার কথা বলেন, তখন মিডিয়া কি আর মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে?

> বিয়ে উপলক্ষে তেলেঙ্গানার আচমপেট অঞ্চলের ৪৪টি সরকারি স্কুলে নবম ও দশম শ্রেণির দুঃস্থ অথচ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর জন্য স্কলারশিপের ঘোষণা করেছেন বিজয় দেবরাকোন্ডা। এমন নজির সেলেব-বিয়েতে নেই



বিজয় রশ্মিকার রিসেপশনে উপস্থিত করণ জোহর, অল্লু অর্জুন, এবং মৃণাল ঠাকুর (বাঁ দিক থেকে)

ঘুরে বেরিয়েছেন, বিজয় সাধারণ পাজামা-পাঞ্জাবি পরে বৌকে নিয়ে গ্রামের মানুষের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করিয়েছেন, এসব নিয়ে চর্চা তুঙ্গে। পুরোটাই পজ়িটিভ ক্যাম্পেন।

মিট অ্যান্ড গ্রিট

রিসেপশনের সকালে ফ্যানদের সঙ্গে একটি মিট অ্যান্ড গ্রিটের আয়োজন করা হয় 'বিরশ'-এর পক্ষ থেকে। সেই ফ্যান মিটে ফ্যানদের আবদার মিটিয়ে তাঁদের সঙ্গে ছবি তোলা তো ছোট বিষয়, ফ্যানদের মিডিয়া ছাড়া তাঁদের চলবে না। কিন্তু জনপ্রিয়তার তুঙ্গে থাকা সেলেবরা সাধারণত মিডিয়ার গুরুত্ব ভুলে যান। বা নিজেদের স্টারডমে ভর করে একটু বেশিই ওড়েন। আবার জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়লে দ্বারস্থ হতে হয় মিডিয়ার। সাধারণত মিডিয়ার জন্য শুধু ফোটোজ়োন তৈরি করেন সেলেবরা। সেখানে তাঁদের জন্য পোজ় দেন, ছবি তোলেন। তবে তা হয় রিসেপশনের দিনই। ভেনুর গেটের কাছে। তবে এখানেও ভিন্ন স্ট্যাটেজি নিয়েছেন

ঘোষণা স্কলারশিপের

রশ্মিকার বিষয়ে জানা যায়, কর্ণাটকের বিভিন্ন জায়গায় প্রতি শনিবার তিনি চুপচাপ অন্নদান করেন এবং তা অনেকবছর ধরেই। রশ্মিকার নানা সমাজকল্যাণমূলক কাজ এবং ভক্তদের সঙ্গে তাঁর উষ্ণ ব্যবহার তাঁর জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ বলে মনে করা হয়। বিজয়ও সেই পথই নিয়েছেন। বিয়ে উপলক্ষে তেলেঙ্গানার আচমপেট অঞ্চলের ৪৪টি সরকারি স্কুলে নবম ও দশম শ্রেণির

একনজরে বিয়ের খুঁটিনাটি

- **বিয়ের ভেনু** উদয়পুরের একায়া প্যালেসে
- **রিসেপশনের ভেনু** হায়দরাবাদের তাজ কৃষ্ণ
- **বিয়ের পোশাক** তৈরি করেন অনামিকা খন্না, সঙ্গীতের পোশাকের ডিজ়াইনার ফাল্গুনী ও শেন পিকক
- **বিয়ের ছবি** তোলে 'দ্য হাউজ় অন দ্য ক্লাউডস', যে সংস্থা আগে আলিয়া-রণবীর, অদিতি রাও হায়দরি-সিদ্ধার্থের বিয়ের ছবি তুলেছে
- **ওয়েডিং প্ল্যানার** টিম 'আর ভি আর ইভেন্টস'-এর তরফ থেকে জানা যায়, বিয়ের থিম ছিল 'পিরিয়ডিক ইরা', যা ভারতীয় ঐতিহ্যের বাহক। টোরাকোটার কাজ ছিল ভেনু ডেকরেশনের বড় অঙ্গ। বড় বড় ইনস্টলেশনের পরিবর্তে ছোট ছোট সাবেক উপাদান দিয়ে ভেনু সাজানো হয়েছিল। বিজয়ের মা চেয়েছিলেন 'অড্ডুতেরা' (যে কাপড় দিয়ে কোডাভা বিয়েতে পাত্র ও পাত্রীর মাঝে একটি পর্দা তৈরি করা হয় শুরুতে)-তে মন্ত্র লেখা থাকবে। মূলত ব্রাসের জিনিস এবং ফুল ব্যবহার করা হয়েছিল সাজসজ্জায়
- বিজয় ও রশ্মিকার **বিয়ের আংটি** বিখ্যাত টিফানি কোম্পানি থেকে এসেছে। তাঁদের সিগনেচার সিক্সটিন স্টোন টিফানি আংটির প্রত্যেকটি দাম ১৫ লক্ষ টাকা
- **বিয়ের আনুমানিক খরচ** প্রায় ১২ কোটি টাকা





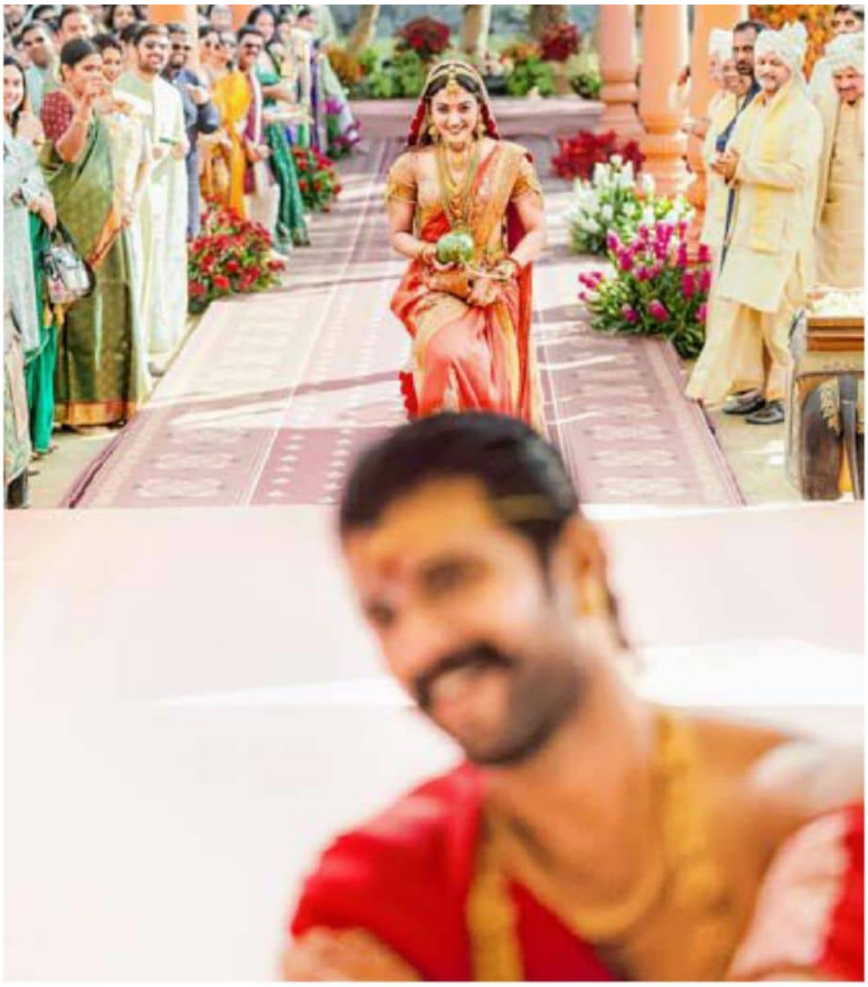
রবি তেজা (উপরে) এবং কৃতি শ্যানন (নিচে)

দুঃস্থ অথচ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর জন্য তিনি স্কলারশিপের ঘোষণা করেছেন। নিজের গ্রাম থুম্মানপেটের জনসভায় গিয়ে প্রথম এই স্কলারশিপের ঘোষণা করেন বিজয়। এই স্কলারশিপের আয়োজন করবে বিজয়ের চ্যারিটেবল সংস্থা।
ফলে বুঝতেই পারছেন, কত দিকে কত প্ল্যান করা ছিল 'বিরশ'-এর। তাঁদের অন্দরমহলে প্রবেশের স্ট্র্যাটেজি, তাঁদের কাছের মানুষ হয়ে ওঠার স্ট্র্যাটেজি।

অবশেষে রিসেপশন

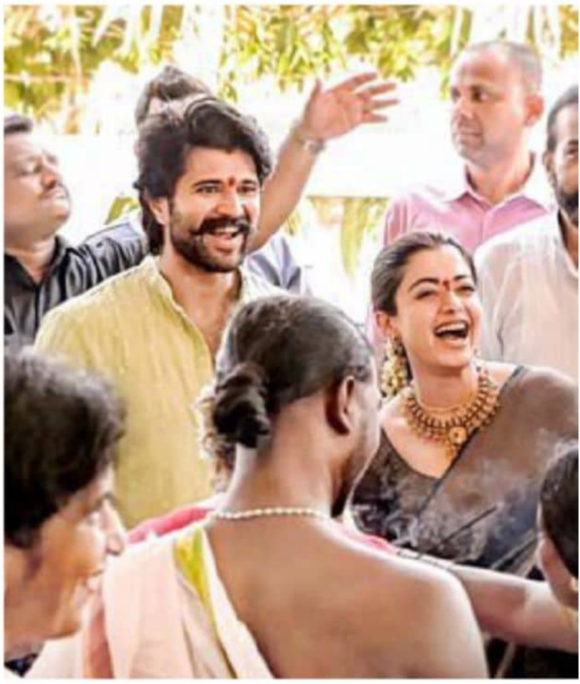
হায়দরাবাদের বনজারা হিলসের তাজ কৃষ্ণ হোটেলে ৪ মার্চ যে রিসেপশনের আয়োজন ছিল, তাতে তারকার উপস্থিতি কম ছিল না। আক্কিনেনি পরিবার, অল্লু অর্জুন, মহেশবাবুর পরিবার... বড় নামের কমতি ছিল না। সেই সঙ্গে রশ্মিকার বলিউডের বন্ধুরা (করণ জোহর, মৃণাল ঠাকুর, কৃতি স্যানন, হোমি আদাজানিয়া)। তবে এই তারকাখচিত রিসেপশন নিয়ে চর্চা হচ্ছে না। বরং বিজয় ও রশ্মিকা সাধারণ মানুষের মধ্যে কীভাবে মিশে গিয়েছেন, সমাজের জন্য কী কী করেছেন, তা-ই চর্চার বিষয়। প্রাথমিকভাবে যে চর্চা





■ বিয়ের মণ্ডপে দু'জনের প্রবেশ ও সেখান থেকে প্রস্থান





■ মিষ্টি বিতরণে 'বিরশ'

তারকাখচিত রিসেপশন নিয়ে চর্চা হচ্ছে না। বিজয় ও রশ্মিকা সাধারণ মানুষের মধ্যে কীভাবে মিশে গিয়েছেন, সমাজের জন্য কী কী করেছেন, তা-ই চর্চার বিষয়

সীমাবদ্ধ ছিল বিজয়-রশ্মিকার বিয়ের সাজেই।

পাঠককে একটু মনে করাই, বিজয় ও রশ্মিকার বিয়ের অনুষ্ঠান যখন চলছে, তখন মুম্বইতে সচিন তেন্ডুলকরের পুত্রের প্রি-ওয়েডিং অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল অম্বানী পরিবার। সেখানেও বসেছিল চাঁদের হাট। রিসেপশনের পরের দিন অর্জুন তেন্ডুলকরের বিয়েতে গোটা বলিউড, ক্রিকেট দুনিয়ার তারকারা উপস্থিত ছিলেন। আমির ও শাহরুখের উপস্থিতিও সেই বিয়েকে ফোকাসে আনতে পারেনি। বিয়ের এতদিন কেটে যাওয়ার পরও 'বিরশ ওয়েডিং'-ই আলোচনার কেন্দ্রে। দক্ষিণের এভাবে ফ্রন্টফুটে এসে খেলার উত্তাপ বলিউড আবারও টের পেল। ঐতিহ্য, পরম্পরা ও আন্তরিকতার প্রেক্ষাপটে বইয়ের পাতা থেকে উঠে আসা একটি বিয়ে গোটা দেশকে আবেগে ভাসাল। যা হয়তো মনে থাকবে পরবর্তী কয়েক দশক।



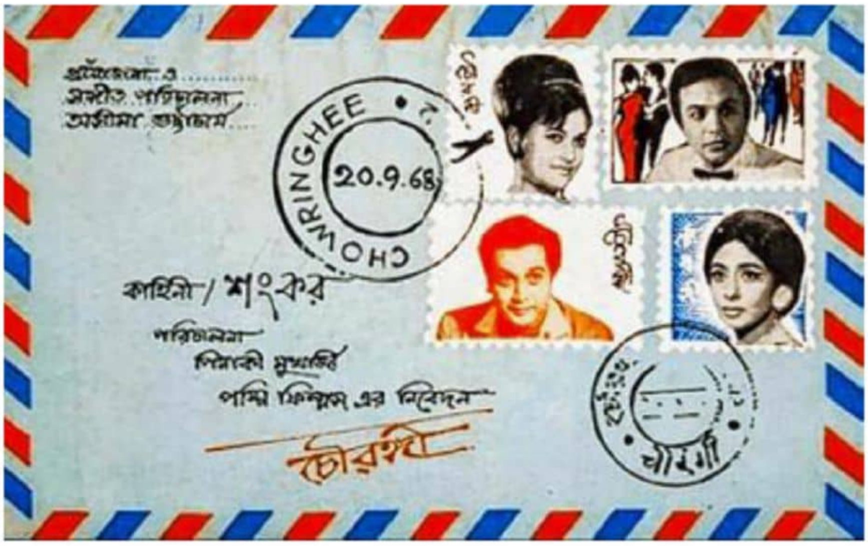
সিনেমায় শংকর

তাঁর সৃষ্টি থেকে তৈরি হয়েছে বেশ কিছু সিনেমা। শংকরের লেখা পরিচালকদের কাছে ছিল সিনেম্যাটিক। লিখেছেন **সায়ক বসু**

মধ্যবিত্ত পরিবারে বেড়ে উঠেছিলেন তিনি। সে ভাবে কোনও দিন কোনও বড় হোটেলে যাননি। কিন্তু লিখতে যেদিন থেকে শুরু করেছিলেন, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন, বইয়ের পাতায় লিখবেন কলকাতার হোটেলের গল্প। সেখানের জীবন ও মানুষের উত্থান পতন। তবে শহুরে হোটেলের অন্দরে ঢুঁ না দিয়ে, সেই পৃথিবীর গল্প বোনা তো সহজ নয়। তাই নতুন কিছু লেখার তাগিদে সমস্ত ব্যবস্থা করে নিয়েছিলেন মণিশংকর মুখোপাধ্যায়। ব্যারিস্টার বারওয়েলের অফিসে চাকরি করতেন



■ ‘চৌরঙ্গী’র একটি দৃশ্যে উত্তমকুমার ও শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়। (নীচে) পোস্টার



সেই সময়। পাশাপাশি করতেন লেখালিখি। সেই সময় তিনি চষে ফেলেছিলেন কলকাতার সিংহভাগ হোটেল, বার। আর নিজের মুখে স্বীকার করেছিলেন, “সাবেকি ওয়েলেসলি প্লেসটা খুব সুন্দর ছিল। রাজভবনের সিংহদুয়ার থেকে হাঁটা দূরত্বে একটা ঝকঝকে হোটেল ছিল। নাম স্পেনসেস। আমার বস ব্যারিস্টার নোয়েল ফ্রেডরিক বারওয়েল সাহেব এখানেই থাকতেন। সেই সুবাদে আমাকেও এই হোটেলে নিয়মিত যাতায়াত করতে হত। অনেক সময় দেরি হয়ে গেলে হাওড়ায় (নিজের বাসস্থান) ফিরতে পারিনি। থেকে যেতে হয়েছে। তখন তো বয়সটা কম ছিল, তাই হোটেলের অনেকের সঙ্গে ভাব হয়ে গেছিল।” কেন, এই লেখাটা দিয়ে শুরু করলাম? কারণ ৯২ বছর বয়সে শংকরের চলে যাওয়ার পরে আবার জনমানসে ফিরে ফিরে আসছে তাঁর সৃষ্টি থেকে বানানো সিনেমা-সিরিয়ালের কথা।

আর সেই সূত্রেই পিনাকী ভূষণ মুখোপাধ্যায়ের শাহজাহান হোটেলের প্রেক্ষাপটে তৈরি ‘চৌরঙ্গী’ সিনেমাটি। বলতে বাধা নেই, স্রষ্টার সৃষ্টি থেকে যত সিনেমা তৈরি হয়েছে, সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছে ‘চৌরঙ্গী’ ছবিটি। সেটি যতটা না ছবিটির মানের কারণে, তার চেয়ে অনেক বেশি উত্তমকুমারের ‘স্যাটা বোস’ চরিত্রটির চিত্রণের জন্য। ১৯৬১ সাল থেকে ‘দেশ’ পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল ‘চৌরঙ্গী’ উপন্যাসটি। ১৯৬২ সালের জুন মাসে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ। শংকরের বিয়ের ঠিক আগের দিন। সেখান থেকে ১৯৬৮ সালে যখন ‘চৌরঙ্গী’ সিনেমাটি মুক্তি পায়, তারপর থেকে সিনেমার গল্প হিসেবে শংকরের লেখাও জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করে। কারণ সমসময়ের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের কোলাজ, মানুষের মনন ও তার জটিলতা শংকরের লেখায় যেভাবে উঠে এসেছিল, তা বেশ সিনেম্যাটিক মনে হয়েছিল পরিচালকদের। শংকর এই প্রতিবেদকের সঙ্গে একটি আলাপচারিতায় বলেছিলেন, “আমি যেভাবে মানুষ দেখেছিলাম, যেরকম দেখেছিলাম তাদের আচার আচরণ, তাকেই তো তুলে এনেছিলাম লেখায়। সেগুলি হয়তো পাঠকের পাশাপাশি পরিচালকদেরও আকর্ষণ করত। কারণ আমার স্যাটা বোস সত্যিই ছিলেন। যে হোটেলটিতে আমার বস থাকতেন, সেখানে সত্যিই ওরকম একজন ছিলেন।” তবে উত্তমের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন শংকর। উজ্জ্বলা সিনেমায় ছিল



■ ‘সীমাবদ্ধ’ ছবিতে শর্মিলা ঠাকুর ও বরুণ চন্দ



■ ‘সীমাবদ্ধ’ ছবিতে শট বোঝাচ্ছেন সত্যজিৎ রায়



■ ছবির নাম ‘এক যে ছিল দেশ’। অভিনয়ে দীপঙ্কর ও সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়

‘চৌরঙ্গী’ ছবির প্রিমিয়ার। ছবি শেষ হতেই নাকি উত্তম তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, ‘কেমন দেখলেন? ঠিক মতো ফোটাতে পেরেছি?’ সাহিত্যিক সে দিন তৃপ্ত কণ্ঠে বলেছিলেন, ‘আপনার অভিনয় আমার লেখাকেও ছাপিয়ে গিয়েছে। আপনার হাতে পড়ে আমার ‘স্যাটা বোস’ জীবন্ত!’

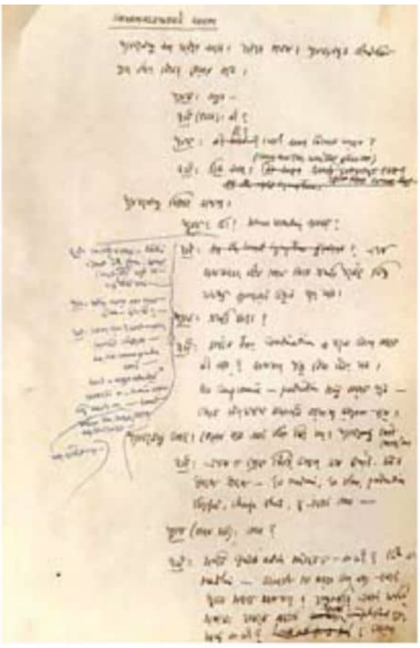
জীবন্ত চরিত্র ও সত্যি ঘটনাবলীই যে শংকরের লেখাকে এগিয়ে দিয়েছে অনেকটা। ‘চৌরঙ্গী’র সাফল্যের পর ১৯৭১ সালে মুক্তি পায় সত্যজিতের পরিচালনায় ‘সীমাবদ্ধ’। শংকরের তিনটি উপন্যাস ‘সীমাবদ্ধ’, ‘জন-অরণ্য’ এবং ‘আশা-আকাঙ্ক্ষা’ নিয়ে প্রকাশিত হয় ট্রিলজি ‘স্বর্গ মর্ত পাতাল’। সত্তর-আশির দশকে যাঁরা বড় হয়েছেন, তাঁরা দেখেছেন এই বইয়ের একের পর এক সংস্করণ কী ভাবে নিঃশেষিত হয়েছে।

কর্পোরেট জগতে মানুষের অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকে জন্ম নেওয়া উৎকণ্ঠা এবং মানবিক সম্পর্কের শিথিলতার দিকগুলো প্রকট হয়েছিল লেখায়। সঙ্গে ছিল, বেকার সমস্যা এবং আন্দোলনে জর্জরিত বিক্ষুব্ধ কলকাতার গল্প। আক্ষরিক অর্থেই তো স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে শিল্পবিপ্লব ও বাঙালির সঙ্কট ছুঁয়েছিলেন শংকর। ‘সীমাবদ্ধ’র নায়ক শ্যামলেন্দু ছিলেন সেই সময়ের প্রতিভূ। আর সত্যজিৎও সাহিত্যিকের সেই ভাবনাকে এড়িয়ে যাননি ছবিতে। যদিও শংকর বারবার বলেছিলেন, সত্যজিতের স্পর্শে তাঁর লেখা আরও বেশি করে কালজয়ী হয়ে উঠেছে। তাই হয়তো ১৯৭৫ সালে সত্যজিতের হাতে নিজের ‘জন অরণ্য’ তুলে দেন লেখক। সত্যজিতের ইচ্ছেকে মান্যতা দিয়েছিলেন তিনি। উৎপল দত্ত, প্রদীপ মুখোপাধ্যায়, অপর্ণা সেন, লিলি চক্রবর্তীর অভিনয়ে শহরের সংকট দেখানো হয়েছিল ছবিতে। ১৯৭৭ সালে শংকরের লেখা ফের পর্দায় স্থান পায়। তপন সিংহের পরিচালনায় মুক্তি পেয়েছিল ‘এক যে ছিল দেশ’। ছবিতে ছিলেন দীপঙ্কর দে, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়। তবে তাঁদের আগলে রেখেছিলেন ছায়া দেবী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, অনিল চট্টোপাধ্যায়ের মতো অভিনেতারা। ছবিটি বেশ জনপ্রিয়তা পায়। এবং তার রেশ এতটাই সুদূরপ্রসারী ছিল যে, বাংলা পেরিয়ে শংকরের সৃষ্টি পাড়ি দিয়েছিল বলিউডেও। ১৯৮৬-তে পরিচালক বাসু চট্টোপাধ্যায় শংকরের লেখা ‘মান সম্মান’ উপন্যাসটিকে নিয়ে

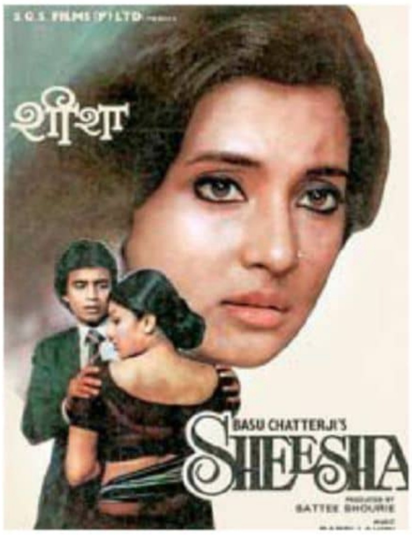


■ ‘জন অরণ্য’ ছবিতে প্রদীপ মুখোপাধ্যায় ও রবি ঘোষ

বানিয়েছিলেন হিন্দি ছবি 'সিসা'। ছবিতে জুটি বেঁধেছিলেন মিঠুন চক্রবর্তী-মুনমুন সেন। কর্পোরেট দুনিয়ার অন্ধকার দিকের গল্প উঠে এসেছিল ছবিতে। বড় পর্দার পাশাপাশি ধারাবাহিকেও শংকরের হাতেখড়ি হয়েছে। শংকরের উপন্যাস 'নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরি' নিয়ে তৈরি ধারাবাহিকে কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। চলচ্চিত্র তৈরিতে সুললিত গদ্যের আকর্ষণ আগে যা ছিল, এখনও তাই আছে। তবে জীবিত অবস্থাতেই উপন্যাস অবলম্বনে হওয়া সিনেমার জোরে শংকর যে ভাবে জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন, তা সচরাচর সব লেখকের ভাগ্যে জোটে না। তার একটা কারণ হয়তো শংকর সব ধরনের মানুষের কথা ভাবতেন এবং যে সময়টাকে বাংলা



'সীমাবদ্ধ' ছবির স্ক্রিপ্ট



'সীসা' ছবিতে মিঠুন চক্রবর্তী ও মুনমুন সেন



সত্যজিতের সঙ্গে শুটিংয়ে সুহাসিনী মুলে। ছবির নাম 'জন অরণ্য'



'সম্রাট ও সুন্দরী' ছিল শংকরের প্রিয় গল্প



'শাহজাহান রিজেন্সি' ছবিতে আবীর ও পরমব্রত

সিনেমার অন্ধকারময় যুগ বলা হয়, মানে সেই আটের দশকের বাংলা ছবি নিয়েও কোনও ছুঁতমার্গ ছিল না লেখকের। তাই তো ১৯৮৭ সালে বিমল রায়ের (জুনিয়র) পরিচালনায় শংকরের উপন্যাসের নামানুসারে তৈরি হয় ছবি 'সম্রাট ও সুন্দরী'। এখানেও তারকার ঝাঁক। মুখ্য ভূমিকায় প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, দেবশ্রী রায়। ধনীর সন্তানের প্রেম দরিদ্র কন্যার সঙ্গে। তাঁদের সম্পর্কের টানাপড়েন এই ছবির মূল আকর্ষণ। এই লেখা থেকে নাটকও হয়েছিল। 'চৌরঙ্গী' নাটকে যেমন বড়পর্দার অভিনেতারাই অভিনয় করেছিলেন। তেমন 'সম্রাট ও সুন্দরী'ও সারকারিনা থিয়েটারে রমরমিয়ে চলেছিল। অভিনয় করেছিলেন সুপ্রিয়া দেবী, রবি ঘোষ প্রমুখ। শংকরের লেখা নিয়ে বাংলা সিনেমা সর্বশেষ সৃষ্টি সম্ভবত ২০১৯ সালে সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের 'শাহজাহান রিজেন্সি'। ফের 'চৌরঙ্গী'কে বড়পর্দায় নতুন করে নিয়ে এসেছিলেন পরিচালক। সেটি অবশ্য লেখার চেয়েও বেশি 'চৌরঙ্গী' ছবিটিকে দেওয়া একটি ট্রিবিউট। কিন্তু শংকরের সৃষ্টি তো সেটা... তাই লেখক রয়ে গেলেন উজ্জ্বল হয়ে। ৯২ বছর বয়সে পরপারে পাড়ি দিয়েছেন কিংবদন্তি কথাসাহিত্যিক শংকর। বাংলাদেশের যশোরে জন্ম নেওয়া এই সাহিত্যিকের কালজয়ী সৃষ্টিগুলো প্রজন্মের পর প্রজন্ম পাঠককে মুগ্ধ করেছে। তাঁর লেখায় উঠে এসেছে সাধারণ মানুষের জীবনসংগ্রামের কথা। কিন্তু সেসব কাহিনি হয়তো অমরত্ব পেয়েছে কিছু সিনেমার কারণেই। সিনেমা দেখার পর লেখার প্রতি আগ্রহ বেড়েছে অনেক পাঠকের। 'চৌরঙ্গী' উপন্যাসে শংকর লিখেছিলেন, 'পৃথিবীর এই সরাইখানায় আমরা সবাই কিছুক্ষণের জন্য আশ্রয় নিয়েছি। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ ব্রেকফাস্ট খেয়েই বিদায় নেবে, কয়েকজন লাঞ্চ শেষ হওয়া মাত্রই বেরিয়ে পড়বে।' তিনিও বেরিয়ে পড়লেন নতুন জীবনের সন্ধানে। কিন্তু রেখে গেলেন এমন কিছু সৃষ্টি, যা তাঁর আধুনিকতাকে নতুন করে চেনাল। পৃথিবীর সরাইখানায় তাঁর আশ্রয় পেল দীর্ঘস্থায়ী রেশ।

দোল, বিয়ে বাড়ি, ছবির মহরত... পুরো প্যাকড আপ সিজ়ন যাকে বলে আর কী। আর সেলেব্রিটিদের এই রোজনামচার সাক্ষী আনন্দলোক



১



২



৩





৪

৫







১ রংয়ের খেলায় মাতলেন যশ-নুসরত জাহান

২ বাড়ির সামনে রং খেলে বিক্রম চট্টোপাধ্যায়ের স্মাইলিং পোজ়

৩ উত্তরবঙ্গে 'বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা'র শুট করতে গিয়ে দোল উৎসবে মাতলেন রুক্মিণী মৈত্র ও দেব

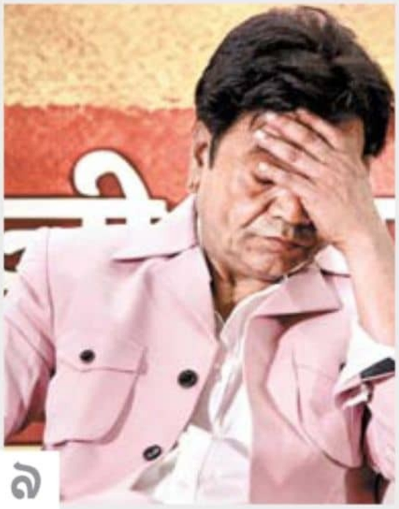
৪ নিজেদের কমপ্লেক্সে একসঙ্গে হোলি খেললেন ঐন্দ্রিলা-অঙ্কুশ

৫ রং খেলার মাঝে ফোটোগ্রাফারদের জন্য পোজ় দিতে ভুললেন না সুস্মিতা-সাহেব

৬ শান্তিনিকেতনে দোল উৎসবে মাতোয়ারা শোভন ও সোহিনী সরকার

৭ স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে আবীর চট্টোপাধ্যায়ের রঙিন দিন

৮ অভিষেক বসু ও শার্লি মোদকের রং খেলা



৯

১০



৯ কারাগার থেকে মুক্ত হওয়ার পর প্রেস মিটে রাজপাল যাদব

১০ বাংলা ছবি ‘কর্পূর’-এর ট্রেলার লঞ্চে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত



১১

১২





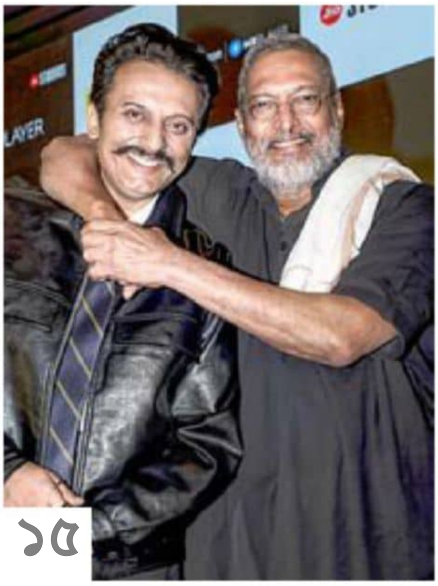
১১ নতুন ছবি 'অভিমান'-এর মহরতে শুভশ্রী, সৌরভ দাস এবং প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়

১২ একটি অনুষ্ঠানের পর দুই বোন সুদীপ্তা ও বিদীপ্তার সঙ্গে চঞ্চল চৌধুরী

১৩ ওয়েবসিরিজ় 'জ্যাজ সিটি'র প্রচারের মাঝে সৌরসেনী মৈত্র ও অরিফিন শুভ

১৪ কলকাতায় ইডেন গার্ডেনসে ম্যাচ চলাকালীন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে সৃজিত মুখোপাধ্যায়



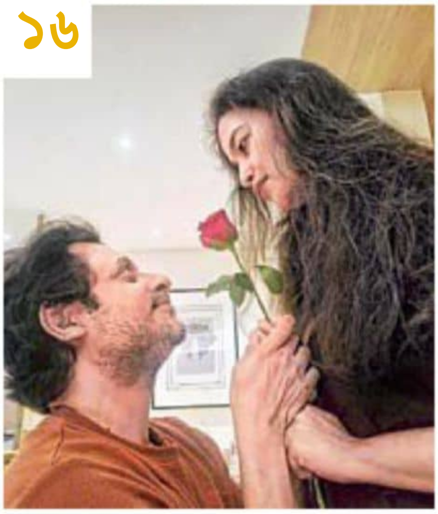


১৫



১৭

১৬

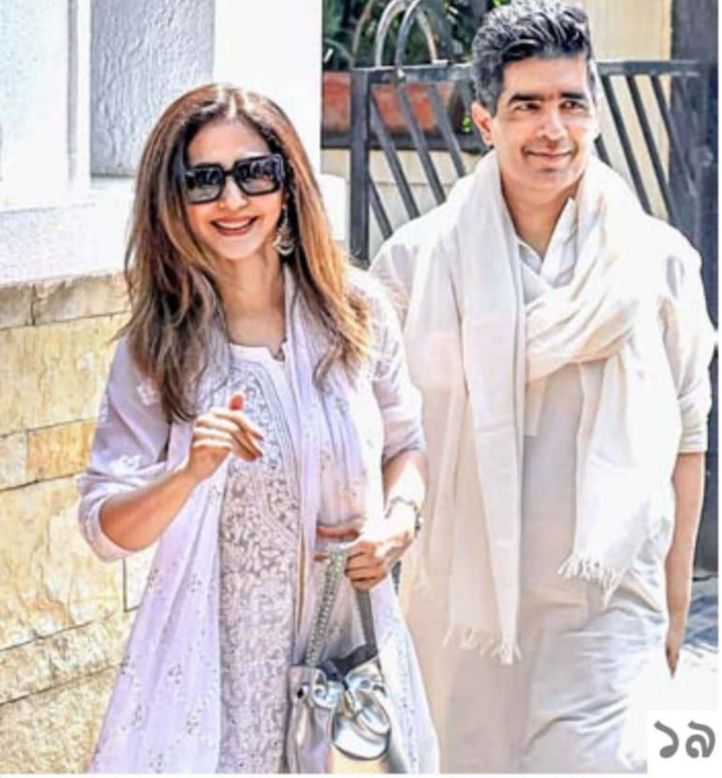


১৮



১৫ মুম্বইতে নতুন ছবি 'সংকল্প'র ট্রেলার লঞ্চে মহম্মদ জীশান আয়ুবের সঙ্গে নানা পটেকর

১৬ দশম বিবাহ বার্ষিকীতে স্ত্রীর সঙ্গে শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়







১৭ মুম্বইতে একটি গেমিং লিগের উদ্বোধনে অভিষেক বচ্চন ও রণবীর কপূর

১৮ একটি অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে ফোটোগ্রাফারদের জন্য পোজ় দিলেন রকুল প্রীত সিংহ ও জ্যাকি ভগনানি

১৯ ঘরোয়া আড্ডা থেকে বের হওয়ার মুখে উর্মিলা মাতোন্ডকর ও মণীশ মলহোত্র

২০ সচিন তেন্ডুলকরের ছেলের বিয়েতে স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে উপস্থিত শাহরুখ খান

২১ মুম্বইতে একটি অনুষ্ঠানে অনন্যা পাণ্ডে

ছবিগুলো তুলেছেন
অনির্বাণ সাহা: ১০, ১১, ১৩



দেড়গুণ বিনোদন

'মৃগয়া'র চেয়ে দেড়গুণ বেশি বিনোদনের অঙ্গীকার নিয়ে আসছে **'মৃগয়া ১.৫'**। সেই ছবির শুটিং দেখে এলেন **অংশুমিত্রা দত্ত**

পার্ক স্ট্রিটের ৪ নং মিডলটন রোডে অবস্থিত বিখ্যাত বার্কমায়ার হস্টেলটি এককালে রেভারেন্ড জন অ্যান্ডারসন গ্রাহামকে উপহার স্বরূপ দিয়েছিলেন স্যর আর্কিবল্ড বার্কমায়ার। হস্টেলে যখন পৌঁছলাম, তখন দেখলাম জনা কয়েক পুলিশ কনস্টেবল বাইরে খাওয়া-দাওয়া করছেন। তাঁরা আসলে কলকাতা পুলিশের উর্দিধারী জুনিয়র আর্টিস্ট। কারণ এই হস্টেলেই শুটিং হচ্ছে 'মৃগয়া ১.৫'-এর। অন্দরে প্রবেশের আগেই দেখি রাস্তায় শট নেওয়া হচ্ছে এক দৃশ্যের। পরিচালক অভিরূপ ঘোষ এবং চিত্রগ্রাহক শুভদীপ নস্করের সঙ্গে মনোযোগ দিয়ে শুটিং পর্যবেক্ষণ করছেন মানিকতলা থানার ওসি দেবাশিস দত্ত। 'মৃগয়া'র মতো ১.৫ সংস্করণের গল্পও তাঁরই লেখা। বা বলা ভাল, কলকাতা পুলিশে কর্মরত থাকায় তাঁর অভিজ্ঞতার সঞ্চয় এই গল্প। দেবাশিস এবং অভিরূপ বললেন, রাস্তায় যে দৃশ্যের শুটিং দেখলাম, তার বিবরণ যেন পাঠককে না দিই। কারণ... 'স্পয়লার'! থ্রিলারে স্পয়লার দিয়ে দিলে তো প্রেক্ষাগৃহে দেখার মজাই নষ্ট। মনে-মনে ভাবলাম, যাক, আমি অন্তত জানলাম এই টুইস্ট।

লাঞ্চ ব্রেকে দেবাশিস বললেন, "নারী নির্যাতনের একটা কেসের তদন্ত করতে

গিয়ে যে রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তা নিয়েই ছবির গল্প। যদি আপনার 'মৃগয়া' ভাল লেগে থাকে, তা হলে বলব, 'মৃগয়া ১.৫' আরও বেশি ভাল লাগবে। কারণ এই কেসের জটিলতাও অনেক বেশি, দর্শককে সিটে বসিয়ে রাখবে।" দেবাশিস মানেন, সিনেমায় পুলিশকে সঠিকভাবে দেখানো হয় না। এই সিনেমার প্রক্রিয়ার সঙ্গে তিনি যুক্ত রয়েছেন বলে পুলিশি তদন্তের ব্যাপারে সাহায্য করতে পারছেন। "দেখুন, অনেক ছবিতে পুলিশকে বোকা বোকা দেখানো হয়। ভুল ভাল জিনিস। কিন্তু আজকের দর্শক অনেক চালাক। তাদের হাতে রিমোট, এক হাতে নেটফ্লিক্স, অন্য হাতে প্রাইম... ফলে ডেপুটি কমিশনারকে সাব ইনস্পেক্টরের ব্যাজ পরিয়ে দেখানো হলে মানুষ ঠিক ধরে ফেলবেন। সেদিক থেকে এই ছবির রিসার্চ, পুলিশের পোশাক, বডি ল্যাঙ্গোয়েজ, ফরেনসিক, কেমিক্যাল পরীক্ষার মতো বিষয়ে নজর দেওয়া হচ্ছে।" দেবাশিস নিজেও স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি তৈরি করেছেন, ফলে



রিহার্সালে কৌশানী ও ঋত্বিক



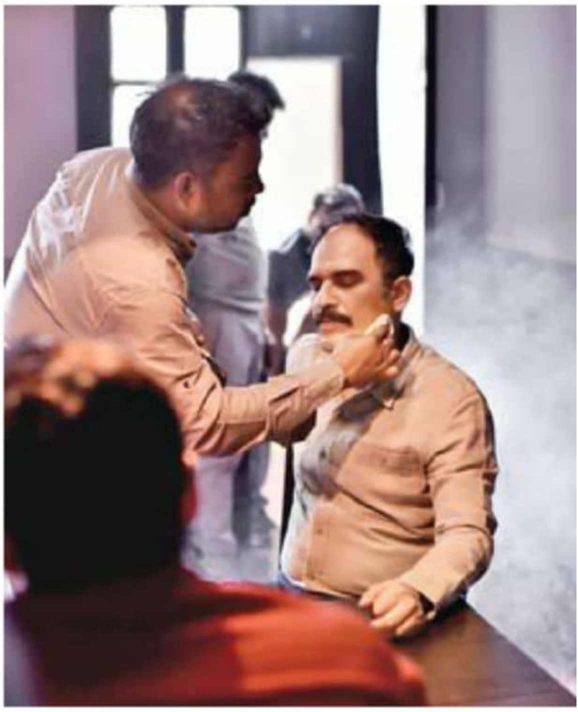
তৈরি হচ্ছেন কৌশানী শটের আগে

সিনেম্যাটিক লিবার্টি বিষয়ে সচেতন। পুলিশি তদন্ত বিষয়ক প্রিয় সিরিজ় 'দিল্লি ক্রাইম' এবং 'দাহাড়'। তবে 'সিংঘম' বা 'দবং' দেখতে গেলে বিশেষ আশা রাখেন না তিনি।

ছবিতে নির্যাতিতার ভূমিকায় অনন্যা ভট্টাচার্য (যিনি 'মৃগয়া'-তে অভিনয় করেছিলেন)। তিনি শুটিংয়ের পোশাক বা লুক সামনে আনবেন না বলে মেকআপ তুলে, নিজের জামা পরে ভ্যান থেকে বেরিয়ে এসে ছবি তুললেন।

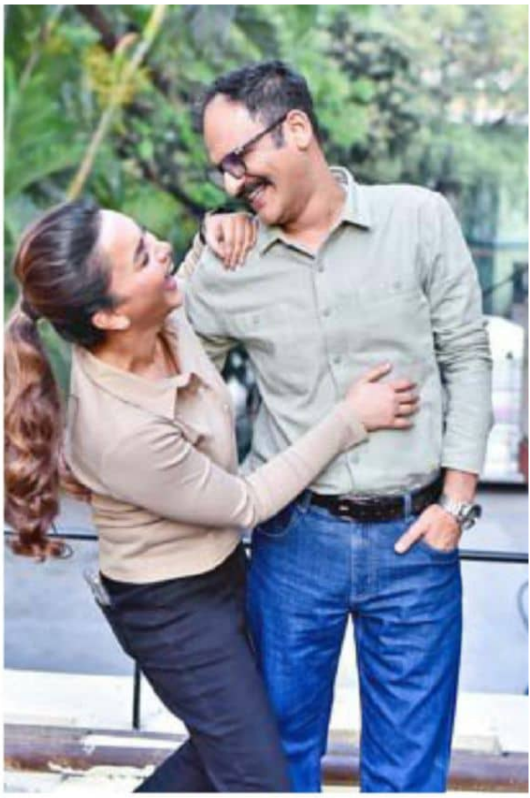
তদন্তকারীর দলে শোভাবাজার থানার ওসি দেবাঞ্জন দত্ত (ঋত্বিক চক্রবর্তী), এস আই জয়িতা সেন (কৌশানী মুখোপাধ্যায়) এবং এস আই পরিতোষ সাহা (অর্পণ ঘোষাল)। সিনিয়ার অফিসারের ভূমিকায় মীর। যদিও মীরের দেখা সেদিনের শুটে পাওয়া গেল না। কৌশানী দুপুরে পৌঁছে চটপট তৈরি হয়ে লোকেশনে। তৈরি হতে হতে বললেন, "আমার তো অ্যাকশন করতে দারুণ লাগে। নিজেই অভিরূপকে বলছি, আচ্ছা, এখানে একটা ফাইট হলে কেমন হয়? অ্যাকশন করতে কোনও ভয় নেই আমার। এমনিতেই আমি ওয়েট ট্রেনিং করি, ফিটনেস ট্রেনিং করি। মানুষটাও ডাকাবুকো। তবে একটু সচেতন থাকতে হচ্ছে, যাতে চোট না লাগে, বিশেষত মুখে। কারণ এই শুট শেষ হলে আমি 'বহুরূপী: দ্য গোল্ডেন ডাকু'র শুটে যাব।"

ঋত্বিক প্রথমেই বলেছিলেন, শট চলাকালীন



চলছে ঋত্বিকের মেকআপ

কোনও কথা বলবেন না। মনঃসংযোগ তাতে নষ্ট হয়। কৌশানী এবং অর্পণের সঙ্গে রিহার্সাল করতে শুরু করলেন। দৃশ্যটি জেরার। ঋত্বিক, কৌশানী এবং অর্পণ জেরা করছেন এক অভিযুক্ত বা সাক্ষীকে। কখনও কৌশানী, কখনও ঋত্বিক খেলছেন ফ্রন্ট ফুটে। পরিচালক অভিরূপ শট নেওয়া শেষ করে বললেন, "দেখুন, সিকোয়েল বানানোর প্ল্যান প্রথম থেকে ছিল না। 'মৃগয়া' যখন দর্শকদের ভাল লাগল, তখন বুঝলাম ছবিটার মধ্যে কমার্শিয়ার মশলা রয়েছে। আসলে কমার্শিয়াল ছবি বলতেই ধরে নেওয়া হয় কিছু অভিনেতার কথা। ঋত্বিক অ্যাকশন করছে, নাচছে, এগুলো কেউ ভাবে না। এই গল্পটা আসলে দেবাঞ্জনের চরিত্রের পিছনের গল্প বলে। 'মৃগয়া'-তে যে চারজন পুলিশ অফিসারের চরিত্র ছিল, তাদের



কৌশানী ও ঋত্বিকের রোম্যান্টিক পোজ়



শটের মাঝে অর্পণ, কৌশানী ও ঋত্বিক

'মৃগয়া'-তে যে চারজন পুলিশ অফিসারের চরিত্র ছিল, তাদের প্রত্যেকের ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে এমন স্পিন-অফ বানানো যায়। কারণ গল্প তো বাস্তব!





আড্ডায় অনন্যা এবং ওসি দেবাশিষ দত্ত। (ডানদিকে) সিন পড়ছেন অভিরূপ, শুনছেন ঋত্বিক

প্রত্যেকের ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে এমন স্পিন-অফ বানানো যায়। কারণ গল্প যখন বাস্তব, তখন এই গল্প তো আরও পাওয়া যাবে। মার্ভেলের ছবির ক্ষেত্রে যেমন এক-একজন সুপারহিরোর সোলো ছবি হয়েছে, তারপর অ্যাভেঞ্জার রূপে তারা এসেছে। 'মৃগয়া' ফ্র্যাঞ্চাইজ়ের ক্ষেত্রে উল্টো হচ্ছে। ফলে একে রিভার্স সিকোয়েল বলা চলে।" তবে অভিরূপও স্বীকার করলেন, ফ্র্যাঞ্চাইজ়ের দ্বিতীয় ছবি দর্শককে দেড়গুণ বিনোদন দেবে। শট দেওয়ার পর একসঙ্গে আনন্দলোকের জন্য ছবি তুললেন কৌশানী এবং ঋত্বিক। ঋত্বিক বললেন, "আমরা কিন্তু পুলিশ এবং কলিগ। রোম্যান্টিক পোজ় এখানে চলবে না।" কিন্তু কৌশানী তার মাঝেই কাঁধে হাত দিয়ে ছবি তুলে দেখালেন, রোম্যান্টিক জুটি হিসেবেও কিন্তু তাঁরা বেশ মানানসই।

ছবি: অনির্বাণ সাহা

রাগি চকোলেট কেক: সমান্থা রুথ প্রভু

দক্ষিণী তারকা **সমান্থা রুথ প্রভু** এগিয়ে নিজের স্টাইল স্টেটমেন্টের জন্য। ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে চর্চার বাইরে, তাঁর সৌন্দর্যে মুগ্ধ ভক্তরা। সেই জেল্লা ধরে রাখতে, স্বাদ ও স্বাস্থ্য এই দুইয়ের মেল বন্ধনে তৈরি হয় সমান্থার ডায়েট চার্ট।





রাগির আটা



দুধ



গুড়

স্বাদ ও স্বাস্থ্য এই দুইয়ের মেল বন্ধন করতে এগিয়ে অভিনেত্রী সমান্থা রুথ প্রভু। স্বাস্থ্য সচেতন সমান্থার পছন্দের খাবার চকোলেট কেক। কিন্তু কড়া ডায়েটে থাকলে, সে সব তো ত্যাগ করতেই হবে। তাই তাঁর জন্য চকোলেট কেক প্রস্তুত করা হয় ময়দার বদলে রাগির আটা এবং চিনির বদলে গুড় দিয়ে। যা খেতে হয় সুস্বাদু আর পুষ্টিগুণে ভরপুর। দেখে নেওয়া যাক সেই রেসিপি।



সমান্থা রুথ প্রভু

উপকরণ: রাগির আটা ৩ কাপ, কোকো পাউডার ১ কাপ, গুড় ১ কাপ, দই ২ কাপ, বেকিং পাউডার ২ চামচ, বেকিং সোডা ২ চামচ, মাখন ৩ চামচ, দুধ প্রয়োজন মতো, ভ্যানিলা এসেন্স ১ চামচ।

প্রণালী: প্রথমে একটি কেক টিন নিয়ে প্রায় ১৮০ ডিগ্রিতে প্রি-হিট করতে হবে। এবং ওই টিনে ভাল করে মাখন দিয়ে, সামান্য কোকো পাউডার ছড়িয়ে দিতে হবে। অপর দিকে একটি পাত্রে দুধ, গুড় আর ভ্যানিলা এসেন্স নিয়ে ভাল করে ফেটিয়ে নিতে হবে। একটি ছাঁকনিতে রাগির আটা, কোকো পাউডার, বেকিং পাউডার, বেকিং সোডা দিয়ে ভাল করে ছেঁকে নিতে হবে। দেখতে হবে ওই শুকনো মিশ্রণে যেন কোনও বড় দানা না থাকে। এরপর ওই শুকনো মিশ্রণে আগে থেকে প্রস্তুত করে রাখা দুধ ও গুড়ের মিশ্রণটি দিয়ে ঘন ব্যাটার তৈরি করে নিতে হবে। কেক টিনে ওই ব্যাটারটি দিয়ে ৩০ মিনিট মতো বেক করলেই প্রস্তুত রাগি চকোলেট কেক। স্বাদ বাড়ানোর জন্য সবশেষে কেকের উপরে দেওয়া যেতে পারে গলানো ডার্ক চকোলেট।

অন্যরকম



মাতৃত্বকালীন ফ্যাশনকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছেন **সোনম কপূর**। সেই ফ্যাশনই তুলে ধরল আনন্দলোক

সিনেমা থেকে দূরে থাকলেও ফ্যাশন থেকে দূরে নেই সোনম কপূর। দ্বিতীয়বার মাতৃত্বকালীন ফ্যাশনে তিনি 'ফ্যাশনিস্তা' হওয়ার প্রমাণ দিয়েছেন। প্রথম কিছু মাস সোনম তেমন ফোকাসে আনেননি নিজের বেবি বাম্প। কিন্তু সময় যত এগিয়েছে, স্পষ্ট হয়েছে গর্ভধারণের চিহ্ন, সোনম খোলামেলাভাবে তাকে স্বাগত জানিয়েছেন। প্রথমদিকে তিনি এসকাডার পিংক স্কার্ট এবং ব্লেজ়ারের সেটে সামনে এসেছেন। তো পরের দিকে অমি অগরওয়াল লেবেলের কেপ-স্টাইল ডিপ নেক ড্রেপে নজর কেড়েছেন। বিয়েবাড়িতে গোল্ড ড্রেসের উপর কাট-পিস লং শ্রাগ পরে তৈরি করেছেন বোহো লুক, ডিজ়াইনার ছিলেন ময়ূর গিরহোত্র। ধ্রুব কপূরের সাদা

মায়ের সাজ







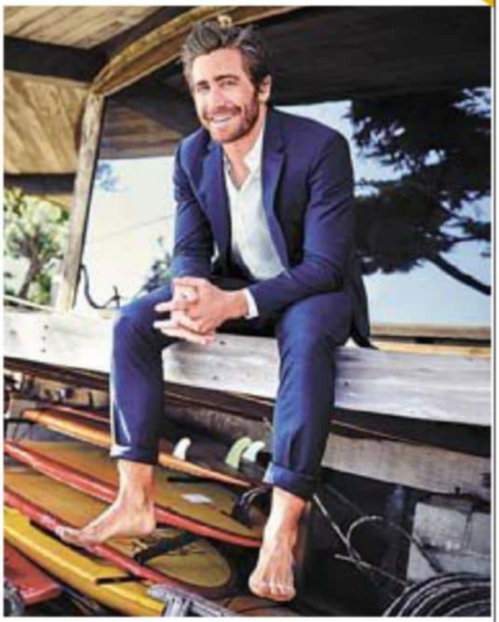


লুজ় ফিট স্কার্ট এবং বাটনড শার্ট অনসম্বলের নীচের বোতাম রেখেছেন খোলা, যাতে উদর থাকে অনাবৃত। সময় এগোনোর সঙ্গে-সঙ্গে হিল্‌স ছেড়ে পরেছেন ফ্ল্যাটস, কোলাপুরি চপ্পল, মোজরি জুতো। কখনও শিয়ার ব্রাউন বডিকনের সঙ্গে লেদার জ্যাকেট এবং ফ্ল্যাট বুটস পরেছেন, কখনও আশা গৌতম লেবেলের গোলাপি ও পেস্তায় বালুচরি কাজের শাড়ি পরেছেন, কখনও পরেছেন আবু জানি-সন্দীপ খোসলার ডিজ়াইনে কালো জরি পাড় সিগনেচার শাড়ি। তবে সবচেয়ে নজর কাড়ে রাহুল মিশ্রর ডিজ়াইন করা ব্লেজ়ার ও লং স্কার্টের কম্বিনেশন, যেখানে অনাবৃত বেবি বাম্পের উপর সরু ওয়েস্ট চেন হয়ে উঠেছে মধ্যমণি।

সোনমের স্টাইলিংয়ের কৃতিত্ব বোন রিয়া কপূরের। কিন্তু ম্যাটারনিটি লুককে কীভাবে আকর্ষক করে তুলতে হয়, সোনম কিন্তু তা দেখিয়ে দিয়েছেন।







■ জেক জিলেনহাল। (নীচে) ম্যাগি জিলেনহাল

দিদির পরিচালনায়

‘ব্রাইড অফ ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন’-এর পুনর্কল্পিত রূপ পর্দায় নিয়ে এলেন ম্যাগি জিলেনহাল। এই ছবিতে ক্রিশ্চান বেল এবং জেসি বাকলির সঙ্গে হলিউড ম্যাটিনি আইডল রনি রিডের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন জেক জিলেনহাল। ম্যাগি সম্পর্কে জেকের দিদি হলেও, এই প্রথম দিদির পরিচালনায় অভিনয় করলেন জেক। এই বিষয়ে তাঁর বক্তব্য, “এই প্রথম কেন! ছোটবেলা থেকে ম্যাগি সব বিষয়ে আমাকে ডিরেকশন দিয়েছে। ওর পরিচালনাতেই জীবন কেটেছে। হ্যাঁ, পেশার দিক থেকে এই প্রথম। দিদির কথা না শুনে কেউ শান্তিতে থাকতে পারে?” ইয়ার্কি পাশে সরিয়ে তিনি পরিচালক হিসেবে ম্যাগির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

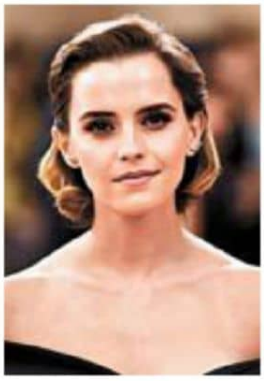




■ গীতা গান্দভিড়

অস্কারের ভারত-যোগ

এ’বছরও অস্কারের সঙ্গে জুড়ল ভারতের নাম। ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন পরিচালক গীতা গান্দভিড় জোড়া মনোনয়ন পেয়েছেন, তা-ও আবার দু’টি ভিন্ন ছবির জন্য। বেস্ট ডকুমেন্টরি ফিচারের দৌড়ে তাঁর ‘দ্য পারফেক্ট নেবার’ এবং ‘দ্য ডেভিল ইজ় বিজ়ি’ রয়েছে বেস্ট ডকুমেন্টরি শর্টের প্রতিযোগিতায়। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী গীতার জন্ম বস্টনে। কিন্তু তাঁর বাবা ছয়ের দশকে আমেরিকায় ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে যান এবং চাকরি শুরু করেন। তাঁর মা-ও ভারতীয় এবং ’৬৫ সালে আমেরিকায় বসবাস শুরু করেন। গীতার ভাই অশ্বিনও চিত্রনির্মাতা। নিজের তথ্যচিত্র বানানোর আগে গীতা নন-ফিকশন ছবিতে সম্পাদনার কাজ করতেন।



■ এমা ওয়াটসন

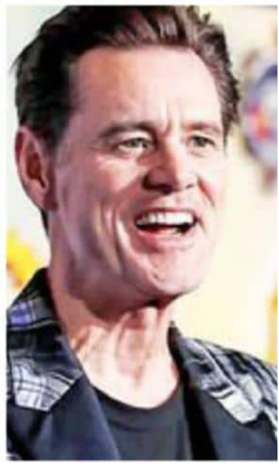
নতুন প্রেম

নতুন প্রেম খুঁজে পেয়েছেন এমা ওয়াটসন। মেক্সিকোর ধনীতম পরিবারগুলির অন্যতম ব্যবসায়ী পরিবারের উত্তরসূরি গনজ়ালো হিভিয়া বেলারেস বর্তমানে এমার সঙ্গী। মেক্সিকোতে ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন এমা এবং সেখানকার ছবিশিকারিদের ক্যামেরাবন্দি হয়েছেন হিভিয়ার সঙ্গে। কখনও রেস্তরাঁয় খেতে গিয়ে, কখনও মেক্সিকো বিমানবন্দরে চুম্বনে লিপ্ত হয়ে। হিভিয়া এর আগে মেক্সিকান গায়িকা-অভিনেত্রী বেলিন্দার সঙ্গী ছিলেন। শোনা যাচ্ছে, ২০২৫-এর শেষের দিক থেকে সম্পর্কে রয়েছেন এমা এবং হিভিয়া। এমা সিনেমা ছাড়লেও পাপারাৎজ়ি কিন্তু তাঁর পিছু ছাড়ে না।

কোথায় জিম

সম্প্রতি প্যারিসে একটি পুরস্কার নিতে গেছিলেন জিম ক্যারি। কিন্তু তাঁকে চিনতে পারেননি কেউ! কারণ তাঁর চেহারা আমূল বদলে গিয়েছে। অধিকাংশ অভিনেতার মতো তিনিও ছুরিকাঁচির মাধ্যমে মুখাবয়ব, বলিরেখা সরানোর কাজ করেছেন। কিন্তু কণ্ঠস্বরও ঠিক আগের মতো নেই! নেটদুনিয়ায় শুরু হয়েছে ষড়যন্ত্র তত্ত্ব যে, জিমের ক্লোন এসেছিল কি পুরস্কার নিতে? যে জিমকে দর্শক দেখল, তার সঙ্গে আগের জিমের কণ্ঠস্বর, চেহারা মেলানো যাচ্ছে না! আবার কসমেটিক সার্জনদের বক্তব্য, হরমোন ট্রিটমেন্টের কারণে অনেকসময় বদলে যেতেই পারে মানুষের কণ্ঠস্বর।





■ জিম ক্যারি এখন (বাঁ দিকের ছবি)। ডানদিকে পুরনো জিম



এ আই-কে প্রণাম

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে প্রণাম জানাতেই হয়। সম্প্রতি জ়েন্ডায়ার এক স্টাইলিস্ট নাকি বাজারে খবর ছড়ান যে টম হল্যান্ড ও জ়েন্ডায়ার বাগদান হয়ে গিয়েছে। তারপর ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়ে যুগলের বিয়ের ছবি! ইটালির একটি প্রাসাদে গোপনে বিয়ে সেরেছেন তাঁরা, এমন খবর ছড়ায়। তারপর দেখা যায়, বিয়ের ওই সমস্ত ছবি এক ভক্ত এ আই দিয়ে তৈরি করেছেন! জ়েন্ডায়া বা টম মুখ না খুললেও জ়েন্ডায়ার মা এটাকে গুজব বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর কথায়, ওঁরা বিয়ে করলে প্রিয় দর্শককে নিশ্চয়ই জানাবেন। এবার ইনসেটের ছবি দেখে পাঠক বিচার করুন, এই ছবিকে নকল বলে বোঝা যাচ্ছে কিনা।

■ টম হল্যান্ড ও জ়েন্ডায়া। ইনসেটে তাঁদের বিয়ের সেই ছবি



ফোটো: অভিজ্ঞান রায়

বাবুলের বাড়িতে দু'জনে

দুই ইয়ারি গল্প

তাঁদের বন্ধুত্ব অনেকদিনের, একসঙ্গে একাধিক কাজ করেছেন। সম্প্রতি **শানের** কম্পোজ়িশনে একটি সিঙ্গল গাইলেন **বাবুল সুপ্রিয়**। সব নিয়ে আড্ডায় দু'জনে, সামনে **আসিফ সালাম**

প্রেমের দিনে আপনারা একসঙ্গে নতুন গান আনলেন। এই কোলাবরেশনের আইডিয়াটা কোথা থেকে এল?

বাবুল: ও (শান) চিরকালই খুব ভাল কম্পোজ় করত। নন ফিল্ম অ্যালবাম যেগুলো করেছে, প্রতিটাই বড় হিট। সেগুলো বেশিরভাগই কিন্তু শানের নিজের কম্পোজ়িশন। বেশ কয়েক বছর আগে আমার একটি অ্যালবাম বেরিয়েছিল। সুর আমার, কিন্তু সেই অ্যালবামের কথা কেউ লিখতে পারছিল না। শানকে লিখতে বলি। ও দারুণ লেখে। আমার পরিকল্পনা আছে সেই গানটি আবার বড় করে রি-রিলিজ় করার, গানটির নাম ছিল 'চন্দ্রমুখী।' এই গানটার জন্য অনেক দিন ধরেই আমাদের মধ্যে কথা হচ্ছিল। শান তখন ওর কম্পোজ় করা দু'টো গান শোনায়। দুটোই দারুণ, আমার কাছে অপশন থাকলে দুটোই গেয়ে দিতাম! তারপর আমরা একটা গান বাছাই করি এবং ওটা গাই। গানের নাম, 'আখিয়াঁ'। কম্পোজ়িশন শানের, গায়ক আমি। আমরা ঠিক করি ওই গানটাই প্রেমের মরসুমের জন্য সেরা গান। আমার মনে হয়, যতজন মানুষ তাঁদের ভালবাসার সঙ্গে থাকতে পারেন, তার চেয়ে বেশি মানুষের মন ভাঙে। যাঁদের হৃদয় ভেঙেছে, তাঁদের জন্যই এই গান।

শান: এই ভাবনা নিয়েই গান শুরু। ডিসেম্বর-জানুয়ারির কাছাকাছি চলে আসার পর মনে হল, ভ্যালেন্টাইনস ডে এসেই যাবে, তাই ব্রোকেন হার্টদের জন্য এই গান। বাবুলদা মুম্বই আসে অন্য একটা প্রজেক্টের জন্য। বিকেলে চট করে গেয়ে দেয় গানটা। গান গাওয়ার মাঝে আমরা একসঙ্গে পিকলবল খেলতে চলে যাই!

বাবুল: হ্যাঁ, গানটা রেকর্ডিংয়ের মাঝপথে আমরা একটা ব্রেক নিয়ে বান্দ্রা কমপ্লেক্সে শানের দুই ছেলে এবং ওর স্ত্রীকে নিয়ে পিকলবল খেলায় মেতে উঠি। তারপর ডিনার করে ফিরে এসে, গানের বাকিটা রেকর্ড করেছিলাম। আসলে শানের সঙ্গে আমার একটা দারুণ বন্ডিং রয়েছে।

ভ্যালেন্টাইনস ডে ও তার আগে করওয়া চৌথের দিন শান কলকাতায় দুটো বড় শো করলেন। আপনার স্ত্রী মুম্বইতে একা, উনি অভিযোগ করছেন না?

শান: (হাসি) ঘটনাচক্রে ভালবাসার দু'দিনই আমার শো-গুলো হয়। তবে ওয়র্ক কমিটমেন্টের জায়গাটা আমার স্ত্রী বোঝে। এবার ওর আসার কথা ছিল আমার সঙ্গে। কিন্তু এ দিনই আবার আমার ছেলের শো ছিল মুম্বইতে। স্ত্রী বলে, 'প্রতিবারই তুমি আমাকে নিয়ে স্টেজে দু'তিনটে একই ডায়লগ বলো। ওটা শোনার জন্য আমি কলকাতায় যাব না।

বরং ছেলের শো দেখব।' আর ছেলে সত্যিই ফুল-টুল নিয়ে দারুণ আয়োজন করেছিল মায়ের জন্য। ছেলে স্টেজে বলে, 'আমাদের জীবনের প্রথম ভ্যালেন্টাইন কে? মা-ই তো।' বলে ফুল নিয়ে গিয়ে 'ম্যায় কভি বতলাতা নেহি' লাইভ গায়। ওর মা কেঁদে ফেলেছিল। রিল-টিলও অনেক হয়েছে দেখলাম। স্ত্রী বলল, 'এসব কি তুমি করতে পারতে?'

বাবুল: আমার ভ্যালেন্টাইনস ডে-টা কীভাবে হয়েছে একটু বলি। ১৩ তারিখ রাতে আমি ও আমার স্ত্রী মিলে ড্রাইভে বেরিয়েছিলাম। অনেকটা লং ড্রাইভ ছিল। এবার গাড়িতে থাকলে তো ভ্যালেন্টাইনস ডে ওভাবে পালন করা যায় না। রাস্তায় দেখলাম একজন মহিলা চিনেবাদাম বেচছেন। তার সামনে মোমবাতি রাখা। স্ত্রীকে গাড়ি থেকে নামিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে, মোমবাতিটাকে মাঝখানে রাখলাম। দুটো বাদাম দিলাম, বললাম, 'এটা ভাঙলে হিরের আংটি বেরবে!'

শান: এটাকে রোম্যান্টিক বলবেন না কিপটে বলবেন ভাবুন!

বাবুল: অবশ্যই রোম্যান্টিক। বিয়ের সাত বছর হয়ে গিয়েছে, এখন আবার নেকলেস কী! তার উপর সোনার এত দাম... এখন সোনা কেনার সামর্থ্য আমার নেই। (শানকে উদ্দেশ্য করে) আর আমাকে কিপটে বলছ, তুমি তোমার স্ত্রীর জন্য কলকাতা থেকে কী নিয়ে যাচ্ছ?

শান: আরে বাবুলদার চেয়ে তো আমি বেশি কিপটে! স্ত্রীকে বলেছি কলকাতায় এমন কিছু একস্ট্রা পাওয়া যায় না, যা মুম্বইতে নেই। তাই বেকার লাগেজের ওজন বাড়িয়ে কী লাভ! কলকাতায় একটাই জিনিস আছে যেটা মুম্বইতে পাই না, তা হল সুস্বাদু মটন বিরিয়ানি। এটা তো আর স্ত্রীর জন্য নিয়ে যেতে পারব না, কিন্তু বাবুলদার বাড়িতে আজ জমিয়ে বিরিয়ানি খাওয়ার আবদার করেছি।

বাবুল: বিরিয়ানি ইজ় রেডি ব্রাদার, ইন্টারভিউ শেষ হলেই খাব।

আপনারা সমসাময়িক শিল্পী, তবুও আপনাদের মধ্যে এত বন্ধুত্ব। এদিকে এখনকার প্রজন্মের সঙ্গীতশিল্পীদের মধ্যে কত রকমের রেষারেষি দেখা যায়।

বাবুল: শানের বাবা মানস মুখোপাধ্যায় বিখ্যাত শিল্পী ছিলেন। শানের মা-ও দারুণ গাইতেন, স্টুডিয়োতেও আসতেন। আমি সেই সময় কলকাতায় ব্যাঙ্কের চাকরি ছেড়ে দিয়ে প্রায় পালিয়ে মুম্বই চলে গিয়েছিলাম। প্রত্যেক পনেরো দিন অন্তর বাবা-মা মুম্বইতে যেতেন, আমাকে টেনেহিঁচড়ে কলকাতায় ফিরিয়ে আনার জন্য! মুম্বইতে একবার নাদিম-শ্রাবণের সঙ্গে দেখা করতে সানি স্টুডিয়োতে যাই। মা-ও সঙ্গে গিয়েছিলেন। স্টুডিয়োর নীচে শানের মা-ও বসেছিলেন। ব্যস, বাঙালি-বাঙালিতে আলাপ হয়ে যায় আর আমাদের দু'জনের মা ভাল বন্ধু হয়ে ওঠেন। সেটা ১৯৯৪ সালের কথা। শান আর ওর বোন সাগরিকা তখন চুটিয়ে গাইছে। আমি তখনও চান্স পাইনি। সানি স্টুডিয়োর সেই ঘটনার কয়েকদিন পর একটা গানের সুযোগ পাই। আমার তখন একটা লজঝড়ে লাল মারুতি ভ্যান ছিল। আমি লোখান্ডওয়ালা ব্রিজের ওখান দিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ দেখি উল্টোদিক থেকে শান ওর মা আর বোনকে নিয়ে গাড়িতে ফিরছে। ওই ব্রিজের কাছেই গাড়ি দাঁড় করিয়ে,পাশে একটা ছোট চায়ের দোকানে বসে শান আর ওর বোনকে আমার রেকর্ড করা প্রথম গানটা গেয়ে শোনাই। শান শুনেই বলেছিল, 'ভাই তু হিট হ্যায়!' পরবর্তীকালে অনেকের অনেক প্রশংসা পেয়েছি, কিন্তু সেদিন শানের কথাগুলো ভীষণভাবে মনে দাগ কেটেছিল। আসলে পেশাদর জগৎটা আলাদা, ওখানে অনেকের সঙ্গে ওঠা-বসা করতে হয়। কিন্তু ব্যক্তিগতজীবনে শুধু হাতে গোনা পাঁচজন বন্ধু থাকলেই চলে। সেই বন্ধু, যাদের সঙ্গে যখন খুশি কথা বলা যায়। শান আমার জীবনে এমন একজন বন্ধু যার সঙ্গে আমি পরিবার নিয়েও কথা বলি, রাজনীতি নিয়েও কথা বলি আবার আমাদের কাজ নিয়েও কথা বলি।

শান: বাবুলদা তো পুরোটা বলেই দিল। আমি শুধু এইটুকু বলব, কাজ কাজের জায়গায়, বন্ধুত্ব বন্ধুত্বের জায়গায়।

মিউজ়িক ইন্ডাস্ট্রি এখন অনেকটাই বদলেছে। সময়ের সঙ্গে কাজের জায়গায় কতটা বদল এনেছেন?

বাবুল: আমি তো অনেকদিন কাজ করিনি। মিউজ়িক ইন্ডাস্ট্রিতে সদ্য সেকেন্ড এন্ট্রি নিয়েছি। আসলে এর আগে নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে আমার গান গাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা ছিল। একজন শিল্পীর উপর এরকম নিষেধাজ্ঞা থাকা উচিত নয়, কিন্তু ছিল। এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে গান গাওয়ার ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন। তাই আমি মন ভাল করে কাজটা করতে পারি।

শান: নিজের হাতে যতটা আছে, সেই অনুযায়ী বদলাতেই হবে। তবে হ্যাঁ, এটা মেনে নিতে



■ সারেগামাপা-র মঞ্চে বাকি বিচারকদের সঙ্গে শান। (নীচে) মনোনয়ন জমা দিতে এসে বাকিদের পাশে শান



হবে যে আগে আমি যত বেশি সুযোগ পেতাম এখন আর তা পাই না। আগে একটা সময় ছিল যখন মুম্বইতে একটা গান রেকর্ড করে বেরিয়েই আর একটা স্টুডিয়োতে ছুটতে হত। লাঞ্চেরও সময় পেতাম না। এখন সেই তুলনায় অনেক কম সুযোগ পাই। নতুন ধরনের শিল্পীরা উঠে এসেছেন। কিন্তু আমি খুব পজ়িটিভ মানুষ। সুযোগ যখন কমতে থাকল তখন মনে হল, নিজের লেবেল শুরু করি। সিনেমাতে প্লে-ব্যাক করার সুযোগ না পাই, গান তো গাইতে পারব। আমার কাছে মাইকের সামনে গাওয়াই সবচেয়ে তৃপ্তির। এখন আমি নিজেই গান কম্পোজ় করি, কখনও নিজে গাই কখনও বা আবার বাবুলদার মতো বন্ধুদের দিয়ে গাওয়াই। কখনও এটা ভাবা উচিত নয় যে, একটা রাস্তা বন্ধ হয়েছে মানে সব শেষ।



■ মুম্বইতে দুই ছেলে ও স্ত্রীকে নিয়ে শানের ফ্যামিলি ডিনার



■ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পা ছুঁয়ে প্রণাম বাবুলের

বাবুল: এই যে মিউচুয়াল ফান্ড, স্টক মার্কেটের এত বিজ্ঞাপন দেখি আমরা, তার শেষে একটি লাইন আসে—স্টে ইনভেস্টেড। এই যে শান সাহস করে বলল ওর হাতে কাজ কমে গিয়েছে, এটা বড় কথা। অনেক সমকালীন গায়ক স্বীকার করতে চান না যে তাঁদের সময় ফুরিয়ে এসেছে। বরং তাঁরা ঘুরিয়ে বলেন, তাঁরা গান বাছার ক্ষেত্রে খুব সিলেক্টিভ হয়ে গিয়েছেন! এটা ভুল কথা। গাইবার আগে আপনি জানেন না কোন গানটা হিট হবে, কোনটা ফ্লপ হবে। 'হম তুম' গাওয়ার পর আমি কেরিয়ারের সবচেয়ে খারাপ সময় দেখেছি। শানের স্ত্রী আমাকে বলেছিল, দাদা এরপর সব গান তুমিই পাবে। কিন্তু সে সময় এমন কিছু গায়ক এল, যে রোম্যান্টিক গানের জঁরটাই পুরো ধামাচাপা পড়ে গেল। সেই সব গায়করা এক অদ্ভুত স্টাইলে গান গাওয়া শুরু করল আর পাবলিকও তাতে মেতে উঠল। দেখুন, কাজ করেই কাজ পাওয়া যায়। লোকের বাড়ি গিয়ে পার্টি করে বা চা-মিষ্টি খাইয়ে কাজ পাওয়া যায় না। আমি বা শান কেউ-ই সেটা কখনও করিনি। আমার মনে আছে, রেডিয়োতে আর্টিস্ট অফ দ্য মান্থ হয়েছি, সব জায়গায় ইন্টারভিউ দিচ্ছি। তারপর হঠাৎই এক গায়কের আবির্ভাবে আমার সব গান চলে যায়। তখন সেই গায়কের গানই ছেয়ে যায় নাইটক্লাব থেকে পুজোর মন্ডপে। রিচার্ড ব্র্যানসনের বইতে একটা লাইন ছিল, ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড নিউ ওয়েজ় অফ সাকসেস। এটা আমি টেবিলে পেস্ট করে রেখেছিলাম। এখন ওই কাগজটা তুলে ডায়েরিতে লাগাই। ওই সময়ে যখন গান পাচ্ছি না, আমি দুটো ছবির স্ক্রিপ্ট লিখি। অভিনয়ও করেছিলাম।

শান: দ্য সং চুজ়েজ় দ্য সিঙ্গার। দ্য সিঙ্গার ডাজ় নট চুজ় দ্য সং।

বাবুল: হ্যাঁ, তবে যদি অশ্লীল লিরিক্স হয়, তাহলে সেই গান আমি গাই না। না হলে গান গাওয়ার ব্যাপারে আমার কোনও শর্ত নেই।

এখনকার গান নিয়ে অনেকেরই বক্তব্য যে, গানের কথা বা সুর মনে থাকে না! প্রযুক্তি যত এগোচ্ছে, মেলডি ততই কমছে। আপনাদের কী মনে হয়?

শান: গান এখন অনেকরকমের হচ্ছে। আগেও হত। আগেকার কিছু গানকে বাছাই করে আমরা বলি বাহ্‌, কী ভাল গান হত! এখনও তাই হচ্ছে। ১০-১৫ বছর পর হয়তো বাছাই করা গানগুলিই ক্লাসিক হয়ে যাবে! হ্যাঁ, এখন সাউন্ড খুব গুরুত্বপূর্ণ। শ্রোতাদের চরিত্রও বদলেছে। ১২-২০ বছর বয়সি শ্রোতার সংখ্যা বেশি। তারা সোশ্যাল মিডিয়ায় গান শুনছে। চাকরি করতে শুরু করলে আর অত একনিষ্ঠ শ্রোতা হচ্ছেন না তাঁরা। ওদের মাইন্ডসেট আলাদা। ১৫ বছরের ছেলে বা মেয়েকে কত গভীর গান বানিয়ে শোনাবেন? ওদের যা ভাল লাগে, তাই হিট হয়।

বাবুল: গায়ক যে অপরিহার্য, এই বিষয়টি ২০০৪-'০৫ থেকেই কমতে শুরু করেছে। আমি যখন আমেরিকায় শো করতে যাই, কুড়ি দিন মতো সানফ্রান্সিসকো, লস অ্যাঞ্জেলসে কাটাই। ড্রাইভ করি, ওখানে স্টুডিয়োগুলো ঘুরি। আমরা শিখেছি, 'সুরই ঈশ্বর'। কিন্তু যত প্রযুক্তি, বিজ্ঞান বাড়ছে, ঈশ্বর দূরে চলে



■ স্টেজে ভক্তদের সঙ্গে সেলফি বাবুলের।

যাচ্ছেন। বিজ্ঞানে যতদূর পৌঁছোতে পারবেন, ততটা ডিফাইনড। আর এনিথিং দ্যাট ইজ় নট ডিফাইনড ইজ় গড। আগে যাঁরা সুরে গাইতে পারতেন না, তাঁদের গান হত না। এখন আর তা হয় না। এখন এতজন হিট গায়ক আছেন, যাঁরা আদতে গায়কই নন! আগে একটা গান ভাল লাগলে অপেক্ষা করতে হত, রেডিয়োতে কবে বাজবে। টিভিতে কবে দেখতে পাব। এখন যে গান যখন শুনতে চাইছেন, তখনই শুনতে পারবেন। ইটস অন লুপ। লুপে শুনলে সেই গানের শেলফ লাইফ আছে। একটা সময়ের পর গানের নির্দিষ্ট মেয়াদ ফুরিয়ে যাবে। মস্তিষ্ক এভাবেই কাজ করে। অরিজিৎ সিংহের 'বিদা করো' এত ভাল লেগে গেল যে রোজ রাতে শুনতাম। পাঁচদিন পর আর ইচ্ছে করত না শুনতে!

বলিউডে নাকি নির্দিষ্ট লবির সদস্য না হলে কাজ পাওয়া যায় না। কতটা সত্যি?

শান: কখনও কোনও প্রডাকশন হাউজ় বা একজন কম্পোজ়ারের লবির কথা মনে হয়নি। আমি সকলের সঙ্গেই কাজ করেছি। আমার মনে হয় না, এটা সত্যি।

বাবুল: সত্যিটা হল, লবি আছে। এখন তার সঙ্গে নেপোটিজ়মকে রিলেট করা হচ্ছে। অম্বানি বা আদানির ছেলে যদি বাবার সাম্রাজ্যে বসতে পারে, তাহলে কারও বাবা-মা ভাল শিল্পী হলে, সে-ই বা হবে না কেন! আর রক্তেও থাকে খানিকটা। যে কারণে আমি ব্লাড ডোনেট করি না। সবাই বলে, আমার নাকি রক্তে সুর আছে। তাই রক্ত দিই না! এটা মজা করেই বলি। যা-ই হোক, নেপোটিজ়মের দৌলতে তাঁদের অধিকার আছে লঞ্চড হওয়ার। কিন্তু যাঁরা ভাল, তাঁরা সারভাইভ করেন। তাঁরা সুযোগ বেশি পান। গানের ক্ষেত্রে কিছু মিউজিক ডিরেক্টরের কিছু প্রিয় শিল্পী থাকেন। আমার নেপোটিজ়ম নিয়ে কোনও দুঃখ নেই, তবে যেটা নিয়ে খারাপ লাগা আছে তা হল, আমার কেরিয়ারে কিছু গান যার জন্য আমি কোনও পুরস্কার পাইনি। যেমন আমার 'ফেরারি মন' সেরা গীতিকারের জন্য জাতীয় পুরস্কার পেল, অথচ আমি আর শান্তনু মৈত্র কিছু পেলাম না। আবার 'হম তুম'-এর জন্য অলকা ইয়াগনিক আর প্রসূন জোশি বম্বের সবচেয়ে বড় পুরস্কার পেল কিন্তু আমি আর যতীন-ললিত কিছু পেলাম না। অলকা পেল আমি পেলাম না, কিন্তু গানটা ডুয়েট!

শান: 'হম তুম'-এ বাবুলদার গানটা আমি অনেকবার গাওয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্তু অত মসৃণ করে কী করে ও গেয়েছিল জানি না।

বাবুল: এই গানটা রাত দুটোর সময় রেকর্ড করেছিলাম। গান শেষ হওয়ার পর স্টুডিয়োর সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামার সময় যতীনজি আমায় প্রচণ্ড বকেন। বলেন,'এত ভাল গান এরকম খারাপ গাইলে কেন!' আই ওয়াজ় শ্যাটারড। সেদিন হেঁটে বাড়ি ফিরেছিলাম, চোখে জল। এতদিন গাইছি, কয়েকটা হিটও এসেছে। কখনও এরকম বকুনি খাইনি! পরের দিন সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ ল্যান্ডলাইনে ফোন এল। যতীনজি বললেন, 'কাল তোকে খুব বকেছি। কিন্তু তুই খুব ভাল গেয়েছিস। হয়তো আমার মুড খারাপ ছিল বলে বলেছিলাম।' উনি বলেছিলেন, এই গানটা আমার কেরিয়ারের অন্যতম সেরা গান হবে। দিস ইজ় হাও ফানি দ্য আর্ট অফ সিঙ্গিং ইজ়। আসলে, সব মানুষেরই গাইতে ইচ্ছে করে। এখন তো বাথরুম সিঙ্গারদের নিয়েও প্রতিযোগিতা হয়! মানুষের গাইতে ইচ্ছে হয় বলেই অটো-টিউন, মেলো-ডাইন এসেছে।

এখন স্টেজ পারফরম্যান্সের ধরণও বদলে গিয়েছে। প্রডাকশনের উপর বেশি জোর দেওয়া হয়। এই চাকচিক্য কি খুব জরুরী?

শান: শুরুর দিকে আমিও ভাবতাম, সেরা পারফরম্যান্স দিতে হবে। এত লোকে গান শুনতে এসেছে। তবে যা চলছে তার সঙ্গেই চলতে হবে। আগে অন্য শিল্পীদের দেখতাম ছয় বা আট জনের ব্যান্ড নিয়ে আসতেন, আমি চার পাঁচজনের সঙ্গে শো করতাম। ভাবতাম, অনেকে বলছে এতে পয়সা বেঁচে যায়। কিন্তু দেখলাম না, লোকে বরং বলছেন টিকিট কেটে চারজনকে কেন দেখব! আমি তো তিন ঘণ্টা ধরে গাইছি, নাচছি। কিন্তু দাবি ছিল এটা বদলাতে হবে। এখন আমি ডান্সার, ব্যাক ভোকাল, সাতজন মিউজ়িশিয়ানের সঙ্গে যাই।

বাবুল: মানুষ এখন গান দেখেন। শোনেন না।



■ স্টেজে শানের জলওয়া

তবে যাঁরা গাইতে পারেন, তাঁরা মাচায় গাইছেন কী বড় স্টেজে গাইছেন, ম্যাটার করে না। ব্যাঙ্কের চাকরি ছেড়ে মুম্বই চলে যাওয়ার আগে আমাকে সবাই এত বুলি করত! বলত, খেতে পাবি না গান গেয়ে। বাট উই হ্যাভ টু স্টে ইনভেস্টেড। আমার ১৪ বছরের বনবাস হয়েছে। ২০১৭-তে বিজেপি থেকে রিজ়াইন করেছিলাম কারণ গানকে বাদ দিয়ে রাজনীতি বেছে নিতে পারব না। এখন শান আমাকে এত ভাল গান দিয়েছে। আমার উপর এত টাকা বিনিয়োগ করেছে। আমি ওকে বিরিয়ানি খাওয়াব আজ। ইটস অ্যান ইনভেস্টমেন্ট অন ফ্রেন্ডশিপ। ওর ছেলের বিয়েতে বিনা পয়সায় গাইব। দুটো ছেলে আছে মানে দুটো ফ্রি শো।



ট্রোফি নিয়ে ভারতীয় দল

জয় হে

পরপর দু' বার টি টোয়েন্টি চ্যাম্পিয়ন হল **ভারত**! যে রেকর্ড নেই কোনও দেশের। সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বে তৈরি হল ইতিহাস। পাশাপাশি কিছু খেলোয়াড়ের শাপমোচন। লিখেছেন **সায়ক বসু**

২০২৪ সালে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতার পর পিচ থেকে খানিকটা মাটি তুলে খেয়ে ফেলেছিলেন রোহিত শর্মা। ২০২৬ সালের টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতার পর ফের মাটি তুললেন অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। তবে খেলেন না, মাথায় মেখে নিলেন। তবে রোহিত বা সূর্য খুব ভাল করেই জানেন, পিচ তাঁদের ট্রোফি জেতায়নি। বরং



জিতিয়েছে অদম্য সাহস, দলবদ্ধ সমীকরণ ও দুর্দান্ত পারফরম্যান্স। সত্যি বলতে কী, যে দাপট গত কয়েক বছরে ভারত সাদা বলের ক্রিকেটে দেখিয়েছে, তাতে এই জয় প্রত্যাশিতই ছিল। আর এই জয়ের সঙ্গে এল কিছু রেকর্ড এবং ব্যক্তিগত শাপমোচনও। ভারত বিশ্বে প্রথম দল হিসেবে পরপর দু'বার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতল। প্রথম আয়োজক দেশ হিসেবে বিশ্বকাপ নিজেদের কাছে



আইসিসি প্রেসিডেন্ট জয় শাহের সঙ্গে হার্দিক, বরুণ, সিরাজ, ইশান, অভিষেক ও শিবমরা

রেখে দিল। এবং সবচেয়ে বড় কথা, ২০২৪ সালের পর থেকে সাতটি আইসিসি ইভেন্টের সাতটিতেই চ্যাম্পিয়ন ‘টিম ইন্ডিয়া’র বিভিন্ন দল। বলা ভাল, বিশ্ব ক্রিকেটে এই মুহূর্তে রাজ করছে ‘ভারত’। অনেক সমালোচকেরই মত, দু’দশক আগের অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে এই ভারতীয় ক্রিকেটের শক্তি তুলনীয়। সত্যিই হয়তো তাই। তবে এই শক্তি তো বৃদ্ধি পেয়েছে, নির্বাচন কমিটি ও কোচ গৌতম গম্ভীরের সাহসিকতার জন্যও। নয়তো রোহিত-বিরাটহীন ভারতীয় দলে শুধু তারুণ্যে ভরসা রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্যও তো বুকের পাটা লাগে। সাহস লাগে, শুভমন গিলকে বসিয়ে সঞ্জু স্যামসন ও ইশান কিশনের মতো ‘অবাধ্য’, ‘হারিয়ে যাওয়া’ ক্রিকেটারদের ফিরিয়ে আনার জন্যও। আর এই খেলোয়াড়রাই উজাড় করে



খেলা দেখছেন মহেন্দ্র সিংহ ধোনি



জয়ের পরে

২০২৪ সাল থেকে সাদা বলের ক্রিকেটে সাতটি আইসিসি ট্রফি

জয়ী ভারত

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ (২০২৪)

শুরুটা হয়েছিল রোহিত শর্মার হাত ধরে। ২০০৭ সালে চ্যাম্পিয়ন্স হওয়ার পর থেকে কুড়ি-বিশের ক্রিকেট আর জিততে পারেনি ভারত। ২০২৪ সালে আমেরিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ়ে চ্যাম্পিয়ন।

মহিলাদের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ (২০২৪)

ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন শেফালি ভর্মার নেতৃত্বাধীন দল।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি (২০২৫)

অপরাজিত থেকে চ্যাম্পিয়ন ভারত। ফাইনালে নিউ জ়িল্যান্ডকে হারান রোহিতেরা।

মহিলাদের এক দিনের বিশ্বকাপ (২০২৫)

৪২ বছরের খরা কাটিয়ে প্রথম বার মহিলাদের এক দিনের বিশ্বকাপ জয়।

দৃষ্টিহীনদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ (২০২৫)

প্রথম বার দৃষ্টিহীন মহিলাদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়।

পুরুষদের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ (২০২৬)

ফাইনালে ইংল্যান্ডকে ১০০ রানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ (২০২৬)

নিউ জ়িল্যান্ডকে ৯৬ রানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন ভারত। প্রথম বার ঘরের মাঠে কুড়ি-বিশের বিশ্বকাপ জয়।





সূর্যর সঙ্গে সুনীল গাওস্করের নাচ



অক্ষর পটেল ও জয়ের কারিগর সঞ্জু স্যামসন



কোচ গৌতমের সঙ্গে সঞ্জু



জসপ্রীত বুমরাকে ভারতের সর্বকালের সেরা বললেন সূর্যকুমার

দিলেন নিজেদের। বুঝতেই দিলেন না, অধিনায়ক হিসেবে সূর্য এই টুর্নামেন্টে চরম ব্যর্থ। ওয়েস্ট ইন্ডিজ়ের বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনাল, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেমিফাইনাল ও নিউ জ়িল্যান্ডের বিরুদ্ধে ফাইনালে ভারত যে দাপট দেখিয়েছে, তাতে টি টোয়েন্টিসুলভ টেনশন নেই ঠিকই, কিন্তু ক্রিকেটীয় আমোদ আছে। জসপ্রীত বুমরার স্কিল, বরুণ চক্রবর্তীর স্পিন, হার্দিক পাণ্ড্য, শিবম দুবের অল রাউন্ড পারফরম্যান্স প্রমাণ করে দিয়েছে, ব্যক্তিগত মাইলস্টোন বলে ভারতীয় দলে আর কিছু নেই। যা আছে, তা শুধুই দল। তাই তো পিতার মৃত্যুর

কারণে দল থেকে একবেলার বেশি ছুটি নেননি রিঙ্কু সিংহ।

গৌতম গম্ভীরের সিদ্ধান্ত যতই আপাতদৃষ্টিতে রূঢ় বলে মনে হোক, দল হিসেবে যে তিনি ভারতকে সর্বকালের সেরা হিসেবে তৈরি করতে চাইছিলেন, তা



■ বুমরা, হার্দিক ও সঞ্জু



■ জয় পাওয়ার পর





■ গ্যালারির দিকে ফিরে নাচ ইশান ও অভিষেকের



■ মেডেলে কামড় কুলদীপ ও সিরাজের



■ পতাকা গায়ে হার্দিক



■ বিশ্বজয়ী

■ গার্লফ্রেন্ড মাহিকার সঙ্গে হার্দিক

সেরার সেরা
টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬

সর্বাধিক রান

শাহিবজাদা ফরহান (পাকিস্তান): ৩৮৩

সর্বাধিক উইকেট

জসপ্রীত বুমরা (ভারত): ১৪

বরুণ চক্রবর্তী (ভারত): ১৪

ফাইনালে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ: জসপ্রীত বুমরা

প্লেয়ার অফ দ্য সিরিজ়: সঞ্জু স্যামসন



■ ট্রোফিকে প্রণাম সূর্যর

আজ প্রমাণিত। শুনলে অবাস্তব বলে মনে হতে পারে, কিন্তু পরিসংখ্যান বলছে, শেষবার ভারত কোনও টি-টোয়েন্টি সিরিজ় বা প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে, কিন্তু জেতেনি... এমনটা হয়েছে ২০২৩ সালের অগস্ট মাসে। তারপর থেকে গত তিন বছরে দুটো টি-টিয়োন্টি বিশ্বকাপ, এশিয়া কাপ, দ্বিপাক্ষিক সিরিজ়... সব জিতেছে। বিশ্বকাপেও দু'টি বছরে হেরেছে একটি করে ম্যাচ। বলুন তো, সর্বকালের সেরা টিম হয়েও ভারত যদি এবার বিশ্বকাপ না জিতত, অবাক লাগত না?

অনেকেই সুযোগ নিয়ে আমাকে বোকা

প্র আপনার নতুন ছবি 'কর্পূর'-এর ট্রেলার দেখে যেটুকু বুঝেছি, শিক্ষা দুর্নীতি এখানে একটি আলোচ্য বিষয়। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এটি কতটা প্রাসঙ্গিক?

অভিনেতা হিসেবে আমি সব সময় চেষ্টা করি নতুন ভাবে দর্শকের কাছে নিজেকে মেলে ধরতে। এই ছবি শুধু দুর্নীতি নিয়ে নয়। দীপান্বিতা রায়ের একটি স্বতন্ত্র উপন্যাস থেকে ছবি। মনে হয়েছিল, অভিনেত্রী হিসেবে 'মৌসুমী সেন'-এর চরিত্রটি আমাকে অন্য ডাইমেনশন দেবে। আমি অভিনেতার লেন্স দিয়ে দেখেছি প্রথমে। সমাজের মধ্যে সে কীভাবে নিজেকে ফিট করাতে পেরেছিল, বা অধ্যাপক হিসেবে কী কী চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়েছিল... সব। তবে সিনেমাটি নানা মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে কথা বলে। অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা বলে। আমার মনে হয়েছিল, দর্শক একদম অন্য ভাবে পাবেন আমাকে।

প্র আপনি তো দর্শকের কাছে প্রাসঙ্গিক থাকা নিয়ে বললেন। কিন্তু প্রশ্ন ছিল, বর্তমানে সমাজে এত দুর্নীতির কথা শুনি, সেখানে শিক্ষা দুর্নীতিও রয়েছে। সেই সূত্রে এই ছবির গল্প কতটা প্রাসঙ্গিক?

হ্যাঁ, দুর্নীতি ছবির একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আমার চরিত্রটি সিস্টেমের অংশ হয়ে চ্যালেঞ্জড হয়েছে। আমরা সমাজে থাকলে, সিনেমার মাধ্যমে সমাজের প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলির কথা বলতেই হবে। সিনেমা তো শুধু লভ স্টোরি, লার্জার দ্যান লাইফ বা গান নয়। জীবন, সামাজিক কাঠামো, স্ট্রাগলের গল্পও বলে। সিনেমাকে শুধুই বিনোদনের জায়গা থেকে দেখলে হবে না।

প্র প্রথম প্রশ্নের উত্তর এখনও পেলাম না। আচ্ছা আপনি না হয় বর্তমান দুর্নীতির কথা নিয়ে কথা বলতে চান না, কিন্তু কোয়েল মল্লিক রাজনীতিতে এলেন, কীভাবে দেখছেন এটাকে?

আমি একটু অবাকই হয়েছিলাম। আসলে কোয়েলকে ওইভাবে ঠিক দেখিনি তো। হয়তো প্রত্যেকেরই জীবনে কোনও অ্যাম্বিশন বা স্বপ্ন থাকে, যা আমাদের অজানা। আমার মনে হয়, কোয়েলের নিশ্চয়ই কোনও স্বপ্ন বা অ্যাম্বিশন ছিল রাজনীতিতে আসার। ওর জন্য আমার তরফ থেকে অনেক শুভেচ্ছা রইল।

প্র আপনি নিজেকে সক্রিয় রাজনীতি থেকে কীভাবে দূরে সরিয়ে রাখেন?

দূরে সরিয়ে রাখি না তো! এই যে 'কর্পূর'-এর মতো রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের ছবি করছি (হাসি)। এরপর ইন্দ্রাশিস আচার্যর একটি ছবি করছি, 'গাজনের ধুলোবালি'। ওটা বাংলার গ্রামের রাজনীতি নিয়ে ছবি। রাজনীতির সঙ্গে অনেক ভাবে জড়িয়ে থাকা যায়, আমি যেরকম সিনেমার মাধ্যমে জড়িয়ে আছি।

প্র কিন্তু শাসক দল বা বিরোধীর তরফ থেকে সক্রিয় রাজনীতিতে যোগদান করার প্রস্তাব নিশ্চয়ই এসেছে?

তা এসেছে। তবে আমি খুব বোকা ও সরল। নিজের জীবনের রাজনীতিই হ্যান্ডল করতে পারি না, তো সমাজ-দেশের রাজনীতি কীভাবে সামলাব? এই যেরকম সিনেমার ইন্ডাস্ট্রির পলিটিক্স বুঝতে পারি না। অনেকেই তাই সুযোগ নিয়ে বোকা বানিয়ে চলে যায়। আমার স্বামী তো বলে, আমার কূটবুদ্ধি একটুও নেই। রাজনীতি করতে গেলে একটা আলাদা মস্তিষ্কের প্রয়োজন, যা আমার নেই। তবে শিল্পের মাধ্যমে যতটুকু কথা বলতে পারি, বলব।

প্র এই যে বললেন, আপনি বহুবার বোকা বনেছেন। আপনাকে দেখেছি বরাবর নিজের লড়াই নিজে লড়তে। কোনও সুপারস্টার বা বড় প্রযোজনা সংস্থার ব্যাকিং নিয়ে নয়, আপনি একার দমে ছবি করে গিয়েছেন।

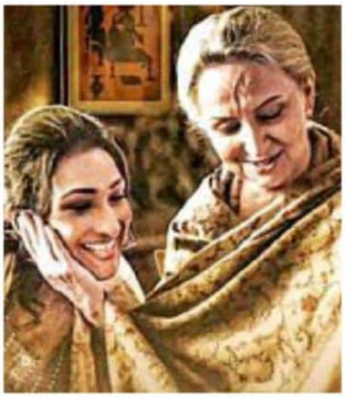
এখনও তো একাই এই লড়াই লড়ে যাচ্ছি। আসলে আমি কখনও কোনও আপসে যাই না। আত্মসম্মান খুইয়ে কোনও কাজ করতে পারব না। ইন্ডাস্ট্রিতে এমন অনেক প্রযোজক বা পরিচালক আছেন, যাঁদের আমি প্রথম সুযোগ দিয়েছি। তাঁরা আমাকে মই হিসেবে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এখন আমার দিকে তাকান না। কিন্তু আমি পজ়িটিভ মানুষ, দুঃখ নিয়ে বাঁচি না।

প্র আপনি একটা সময় সিনেমা হলে অর্গানিক হাউজ়ফুল কী হয়, সেটা দেখেছেন। এখন তো ইন্ডাস্ট্রিতে 'নিউ নরম্যাল' চলছে। সিনেমা হল, প্রযোজক নিজেই ব্লক বুকিং করে ভরিয়ে দেন, কিন্তু আদতে সব সিট ফাঁকা...

এখন অনেক কিছু বদলেছে। আগে সিনেমার প্রতি একটা আলাদা সেন্টিমেন্ট ছিল। মানুষ মুখিয়ে থাকতেন হলে গিয়ে সিনেমা দেখবেন



'প্রাক্তন'-এ প্রসেনজিতের সঙ্গে



'পুরাতন'-এ শর্মিলার সঙ্গে

রাজনীতি করেন, কিন্তু শুধু সিনেমায় অভিনীত চরিত্রের মাধ্যমে। উপলব্ধি করেছেন, ইন্ডাস্ট্রিতে অনেকেই তাঁর সারল্যের সুযোগ নিয়েছেন। নতুন ছবি 'কর্পূর' থেকে রাজ্য রাজনীতি, সব কিছু নিয়ে আনন্দলোকের মুখোমুখি

ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত

বানিয়ে চলে যায় : ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত



ফোটো: বাপ্পাদিত্য কুণ্ডু

বলে। তখন প্রযোজক নন, দর্শকই ব্লক বুকিং করতেন! এখন তো সব সহজলভ্য। আকর্ষণের জায়গাটা সীমিত হয়ে গিয়েছে। আগে মানুষ জানতেন, অমুক অভিনেতাকে প্রেক্ষাগৃহে গেলেই একমাত্র পর্দাতে দেখা যাবে। এখন তো তা নয়। দু'দিন আংশিক হল ভরলেই ছবির সাকসেস পার্টি হয়! আমি এই মানসিকতায় এখনও খাপ খাইয়ে উঠতে পারিনি।

প্র তার মানে বলতে চাইছে, 'পুরাতন'-এর ক্ষেত্রে প্রযোজক ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত ব্লক বুকিং করে হাউজ়ফুলের মিথ্যে মিথ তৈরির চেষ্টা করেননি?

না একেবারেই করিনি। 'পুরাতন' অনেকেই দেখেছেন, অনেকে আবার দেখেনওনি। যে অঞ্চলে ছবিটা কেউ দেখেননি, সেখানে হয়তো প্রচারে জোর দিয়েছি। কিন্তু নিজের সিনেমার টিকিট নিজেই কেটে হল ভরাব, এটা কোনওদিন আমার ভাবনাতেই ছিল না!



'কর্পূর' ছবির পোস্টার

প্র বর্তমানে স্ক্রিনিং কমিটি সিদ্ধান্ত নিচ্ছে উৎসবের সময় কোন-কোন ছবি আসবে। এবিষয়ে কী বলবেন?

উৎসবের সময় বাংলা ছবির রিলিজ় নিয়ে এত ঝামেলা হচ্ছিল বলে স্ক্রিনিং কমিটি তৈরি হয়েছে। আমাদের 'কর্পূর' ছবিটি যেমন স্ক্রিনিং কমিটির তালিকায় ছিল না। ওই সময়ে কোনও ছবি নেই বলে আমরা আসছি। ছবি ভাল হলে লোকে দেখবে। কমিটি নিশ্চয়ই ভাল কাজের চেষ্টা করছে।

প্র কিছু জুটিকে নিয়ে মানুষের প্রচুর আবেগ। আপনার আর প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের জুটি সেরকমই...

আমাদের জুটির ব্যাপারটা কেউ রিপ্লেস করতে পারবে না। ১৫ বছর পরেও 'প্রাক্তন' বা 'দৃষ্টিকোণ' সুপারহিট হয়েছে। আমরা আবারও জুটি বাঁধব।



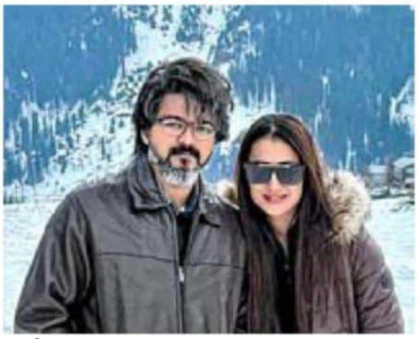
ফের অস্কারে

আরও একবার অস্কারের মঞ্চে প্রিয়ঙ্কা চোপড়া। ফের উপস্থাপনার দায়িত্বে তিনি। আগামি ১৬ মার্চ অনুষ্ঠিত হবে অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডস। ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে উপস্থাপকদের তালিকা। সেখানে রবার্ট ডাউনি জুনিয়র, অ্যান হ্যাথওয়ের মতো তাবড়-তাবড় হলিউড তারকাদের পাশাপাশি জায়গা করে নিয়েছেন প্রিয়ঙ্কাও। এর আগেও অস্কারের প্রেজ়েন্টার হিসেবে দেখা মিলেছিল তাঁর। হলিউডে এখন পাকাপাকিভাবে জায়গা করে নিয়েছেন তিনি। তাই অস্কারের মঞ্চে তাঁর উপস্থিতি যে আগ্রহ বাড়াবে, সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। ইতিমধ্যেই প্রিয়ঙ্কা তাঁর অস্কারের মঞ্চে উপস্থিতির কথা জানিয়েছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়।

■ প্রিয়ঙ্কা চোপড়া

বিচ্ছেদ থেকে সূচনা

দক্ষিণী সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির জনপ্রিয় অভিনেতা তিনি। তামিলনাড়ুর আগামি নির্বাচনে নিজের তৈরি দলের হয়ে লড়বেন। কিন্তু এখন সব অতীত। সম্প্রতি বিজয় থালাপতির বিচ্ছেদ ও প্রেম নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়েছেন বিজয়। এই অভিযোগে দীর্ঘ ২৭ বছরের সম্পর্কে ইতি টানেন বিজয়ের স্ত্রী সঙ্গীতা সোরনালিগম। নতুন করে প্রেমে পড়েছেন বিজয়। প্রেমিকা তাঁর অতি পরিচিত অভিনেত্রী তৃষা কৃষ্ণন। এক সময়ে একাধিক ছবিতে একসঙ্গে অভিনয় করেছেন তাঁরা। কিন্তু পারিবারিক আপত্তির জেরে একসঙ্গে কাজও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শেষ কয়েক বছরে ফের তাঁরা এক হন। এখন একসঙ্গেই আছেন।



বিজয় ও তৃষা

নতুন পদক্ষেপ

শিশুশিল্পী হিসেবে বলিউডে তাঁর যাত্রা শুরু। কিন্তু 'ধুরন্ধর'-এর পর সারা অর্জুনের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। আগামী দিনে ইমতিয়াজ় আলি ও একতা কপুরের 'হীরা রাঞ্ঝা' ছবিতে উল্লেখযোগ্য চরিত্রে দেখা যাবে তাঁকে। এই ছবিতে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করবেন রোহিত সরাফ। রোহিতের নায়িকা হবেন সারা। এখনও পর্যন্ত প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে ছবির কাজ। পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন সাজিদ আলি। এছাড়া তেলেগু ছবি 'ইউথোরিয়া'-তেও দেখা যাবে সারাকে। যদিও বলিউডের কাস্টিং ডিরেক্টর মুকেশ ছাবড়া জানিয়েছেন, ইমতিয়াজের ছবিতে অভিনয় করছেন না সারা। এ খবর নাকি সম্পূর্ণ ভুয়ো। তবুও নির্মাতাদের মুখ খোলার অপেক্ষায় রয়েছেন অনুরাগীরা।



'ধুরন্ধর'-এ রণবীর সিংহ। (নীচে) সারা অর্জুন

শুরুতেই এগিয়ে

ট্রেলর প্রকাশ্যে আসার পরেই 'ধুরন্ধর' ছবির পরবর্তী পর্ব নিয়ে উন্মাদনার শুরু। যদিও এই অপেক্ষা গত তিন মাস থেকে। 'ধুরন্ধর'-এর সাফল্যে ভীত দক্ষিণী ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিও। পিছিয়েছে বিগ বাজেটের ছবি 'টক্সিক'-এর মুক্তি। যদিও এই ছবির মুক্তি পিছিয়ে যাওয়ার কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিকে। কারণ যাই হোক, সব লড়াইয়ে এগিয়ে রণবীর এবং আদিত্য ধর। শুরু হয়েছে ছবির অগ্রিম বুকিং। প্রথম দিনে প্রায় ৮৮ হাজার টিকিট বিক্রি হয়েছে। এখনও পর্যন্ত মোট টিকিট বুকিংয়ের সংখ্যা প্রায় ১.৭৫ লক্ষ (এই লেখা প্রেসে যাওয়া পর্যন্ত।)। আয়ের পরিমাণ প্রায় আট কোটি। বোঝাই যাচ্ছে, আবার নতুন ইতিহাস তৈরি হবে।



সারা অর্জুন





সলমন (উপরে) এবং ঐশ্বর্যা রাই

ফের বন্ধুত্ব?

এখন নেটপাড়ায় চর্চার মূল বিষয়বস্তু সলমন খান এবং ঐশ্বর্যা রাই বচ্চন। তাঁরা একে অপরের প্রাক্তন। কিন্তু তাঁদের প্রেম নিয়ে মাঝেমধ্যেই এমন আলোচনা শুরু হয়। যদিও এবারেরটা একেবারে আলাদা বিষয়। সম্প্রতি টেনিস প্লেয়ার মুদিত দানির বিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন ঐশ্বর্যা রাই বচ্চন এবং অভিষেক বচ্চন। সেখানে বাজছিল সলমন খানের ছবির অতি জনপ্রিয় গান 'সলাম-এ-ইশক'। সব ভুলে সেই গানে নাচতে শুরু করেন ঐশ্বর্যা, যা দেখে অনুরাগীরা অবাক। এমনকি সলমনের নাচের স্টেপও নকল করতে দেখা যায় তাঁকে। খানিক পরে ঐশ্বর্যাকে সঙ্গ দেন অভিষেক। হয়তো গানের প্রতি ভালবাসা থেকেই এমনটা করেছেন তারকা দম্পতি! কিন্তু জল্পনা তো এতে থেমে থাকে না।

পরিচালকরা সিরিয়াস অভিনয়ের জন্য আমাকে

প্র ২৫০-টির উপর ছবিতে কাজ করেছেন। এই দীর্ঘ কেরিয়ারে 'শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ', 'বাবা কেন চাকর', 'গুরু শিষ্য', 'শত্রুর মোকাবিলা'-র মতো বাণিজ্যিক ছবি যেমন রয়েছে, তেমন 'হারবার্ট' বা 'মহালয়া'ও রয়েছে। কিন্তু আপনার নামের পাশে সবসময় কমেডি অভিনেতার তকমাই জুড়ে দেওয়া হয়েছে। সিরিয়াস অভিনেতা হিসেবে গণ্য করা হয়নি।

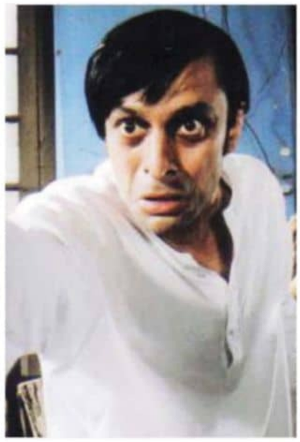
দেখুন, এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এই বাণিজ্যিক ছবির জন্যই আজ আমার জনপ্রিয়তা। তবে আপনি যেটা বললেন, সেটা একেবারে ঠিক। অধিকাংশ পরিচালক আমাকে সিরিয়াস অভিনয়ের যোগ্য মনে করেননি। তাই একটা 'মহালয়া' কিংবা 'হারবার্ট' বাদে কনটেন্ট ড্রিভেন ছবি হয়তো আমার কপালে নেই। আর একটা সিরিয়াস চরিত্রে আমাকে কাস্ট করেছিল পরিচালক বাপ্পাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবির নাম 'শিল্পান্তর'। এছাড়া আমার সব ছবিই হার্ডকোর কমার্শিয়াল। আসলে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে একটা প্রবণতা আছে, একজন অভিনেতাকে টাইপকাস্ট করে দেওয়া হয়। আমার ক্ষেত্রেও সেটাই হয়েছে।

প্র আপনি নিজে থেকে কখনও কোনও পরিচালককে বলেননি, আপনাকে সিরিয়াস চরিত্রে কাস্ট করার জন্য?

হ্যাঁ, আমি ঋতুকেই (ঋতুপর্ণ ঘোষ) বলেছিলাম। ওঁর সঙ্গে আমার খুব ভাল সম্পর্ক ছিল। 'হারবার্ট' দেখে আমাকে ফোন করে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কী খাবি বল'। এও বলেছিলেন যে, আমার সঙ্গে উনি কাজ করতে চান। কিন্তু ব্যস, ওই অবধিই। কাজটা আর করেননি! শুধু ঋতু নন, অন্য ধারার ছবি যে-সমস্ত পরিচালক করতেন, তাঁদের সকলের সঙ্গে দেখা হলেই বলতেন, আমাকে নিয়ে নাকি কাজ করতে চান। কিন্তু সেই করাটা কেন হয়নি, তা আমি ঠিক বলতে পারব না। শুধুই প্রশংসা করে গিয়েছেন, কাজ দেননি।

প্র আচ্ছা, একটা সময় প্রায় দেড় বছর আপনার নাকি কোনও কাজ ছিল না! সিনেমাতে সুযোগ পাচ্ছিলেন না বলে যাত্রা করা শুরু করেন...

সেই সময় সিনেমার অবস্থা খুব খারাপ ছিল। আর আমি একসঙ্গে সব কাজে মন দিতে পারি না। তাই যখন টিভিতে কাজ করেছি, তখন সিনেমা করিনি। যখন পুরোদস্তুর সিনেমা করা শুরু করলাম, তখন টিভির কাজ বন্ধ করে দিয়েছিলাম। তারপর একটা সময় এল, যখন কোনও সিনেমা চলছিল না। তখন নিজের কেরিয়ার নিয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়ি। কাজ না করলে সংসার চলবে কী করে! অগত্যা যাত্রায় শিফট করলাম। যাত্রায় ভাল টাকা ছিল। আর যেহেতু আমি থিয়েটারের লোক, তাই যাত্রা করে মঞ্চে অভিনয়ের আনন্দটাও পাচ্ছিলাম। দর্শকের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ হচ্ছিল। পুরোদমে যখন যাত্রা শুরু করলাম, তার কয়েক মাসের মধ্যে বেশ কয়েকটি সিনেমার অফার পেলাম। কিন্তু একসঙ্গে সব করতে পারি না বলে সিনেমার অফারগুলো ছেড়ে দিলাম। তখন লোকেরা ধরে নিলেন, আমি হয়তো আর সিনেমাতে ফিরব না। এর মধ্যে যাত্রার সংখ্যাও কমতে লাগল, আর যেহেতু সিনেমা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলাম, তাই ওখান থেকেও আর কাজের প্রস্তাব পেতাম না। সেই সময় প্রায় দেড় বছর বাড়িতে বসে গেলাম। কোনও কাজ নেই। ইন্ডাস্ট্রিতে রটে গেল আমি নাকি আর অভিনয় করতে চাই না। তারপর স্নেহাশিস চক্রবর্তী আমাকে 'জড়োয়ার ঝুমকো' সিরিয়ালে কাজ করার প্রস্তাব দেন। আমি লুফে নিই।



'হারবার্ট' ছবির দৃশ্য

এখনও অবধি ২৫০-টার উপর ছবিতে অভিনয় করেছেন তিনি। মুক্তি পেল তাঁর নতুন ছবি 'ফণীবাবু ভাইরাল'। দীর্ঘ কেরিয়ার থেকে শুরু করে ইন্ডাস্ট্রিতে টাইপকাস্ট হওয়া... মুখ খুললেন **শুভাশিস মুখোপাধ্যায়**। সামনে আসিফ সালাম

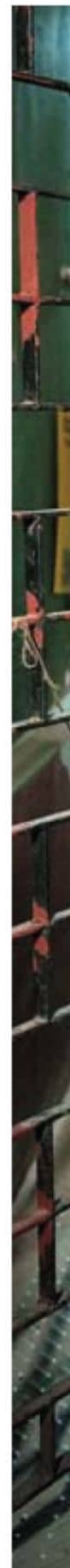
প্র নিজের ভুলেই ইন্ডাস্ট্রি থেকে হারিয়ে যেতে বসেছিলেন?

ওই দেড় বছরে আমি বুঝেছি, ইন্ডাস্ট্রি কারও জন্য বসে থাকে না। আমার জুনিয়ররা আমার জায়গায় কাজ করতে শুরু করল। ফাঁকা জায়গা খুব তাড়াতাড়ি ভরাট হয়ে যায় আর তারপর আপনি শুধু অতীত হয়ে থেকে যাবেন।

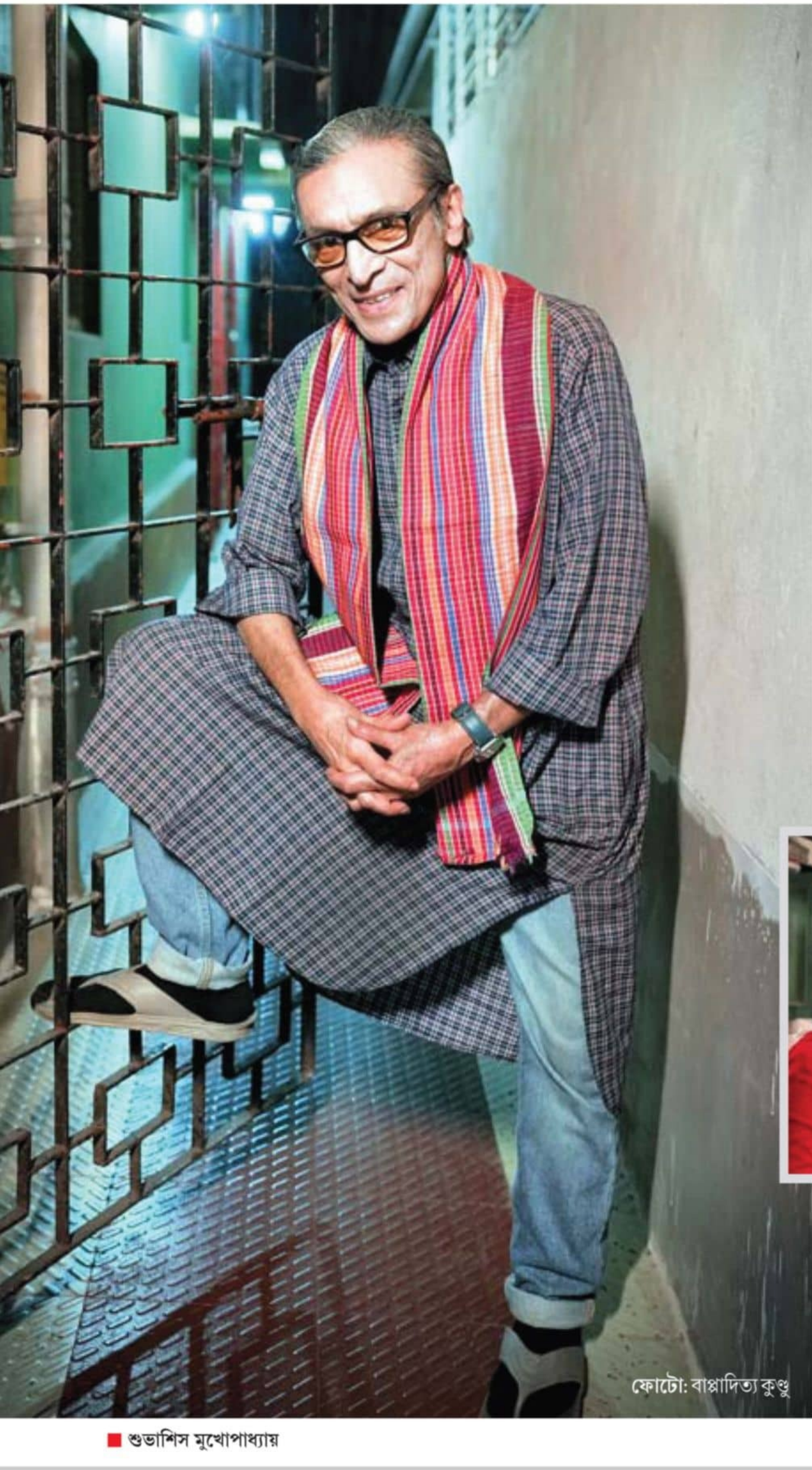
প্র এই মুহূর্তে বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির অবস্থা খুব ভাল নয়। সিনেমা হল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আবার নিরাপত্তাহীনতায় ভুগে সিনেমা ছেড়ে অন্য কিছু করার প্রবণতা মনে জাগছে না?

ওই যে দেড় বছরের শিক্ষাটা পেয়েছি, এখন আর কোনও কিছু থেকে পুরোপুরিভাবে বেরিয়ে আসব না। তবে যাত্রা করার ইচ্ছে আছে। আগের সিজনেও করেছি। তবে এই সিজনটা করা হয়নি। আপনি ঠিকই বলেছেন, বাংলা সিনেমার অবস্থা ভাল নয়। সিঙ্গল স্ক্রিন প্রায় সব বন্ধ। এর সঙ্গে বাকিগুলোও যদি বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে ইন্ডাস্ট্রি চলবে কী করে! মাল্টিপ্লেক্সে তো সবসময় দেখি হল প্রায় ফাঁকা।

প্র আপনার নতুন ছবি মুক্তি পেয়েছে



যোগ্য মনে করেননি : শুভাশিস মুখোপাধ্যায়



■ শুভাশিস মুখোপাধ্যায়

'ফণীবাবু ভাইরাল'...

আমি মনে করি দর্শক হলে গিয়ে সিনেমা দেখছেন না, কারণ ভাল গল্প নেই। শুধু বাইরের চাকচিক্য দিয়ে হবে না, গল্পটা স্ট্রং হতে হবে। এছাড়া টিভি বা মোবাইলে কয়েকদিন পরেই দর্শক সিনেমাটা দেখতে পাচ্ছেন, তাই আর হলে যাচ্ছেন না। অর্থাৎ প্রযুক্তি যত এগোচ্ছে, বাংলা ছবি তত পিছিয়ে যাচ্ছে! তবে আমি মনে করি, 'ফণীবাবু ভাইরাল'-এ একটা খুব সুন্দর, সরল গল্প রয়েছে। এখনকার অধিকাংশ বাংলা সিনেমার গল্প কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। 'ফণীবাবু...' পুরোপুরি বাঙালিয়ানায় মোড়া একটি পারিবারিক ছবি। এখন তো বাংলা ছবি ও থিয়েটারে গুচ্ছের অশ্লীল শব্দ ব্যবহার হয়। দর্শকের রুচিও সেরকম নিম্নগামী হয়েছে। অশ্লীল সংলাপ শুনে দর্শক হাততালি দিচ্ছেন, হাসছেন! শিল্প সংস্কৃতির রুচি উন্নত করার প্রয়োজন রয়েছে। আমরা মানুষকে কেন অশিক্ষিত ভেবে নেব? আর যদি শিক্ষার অভাব থেকেও থাকে, আমাদের কাজ তাঁদের শিক্ষিত করা। এখন তো বাঙালি গল্পই বলা হয় না। অদ্ভুত সব গল্প।

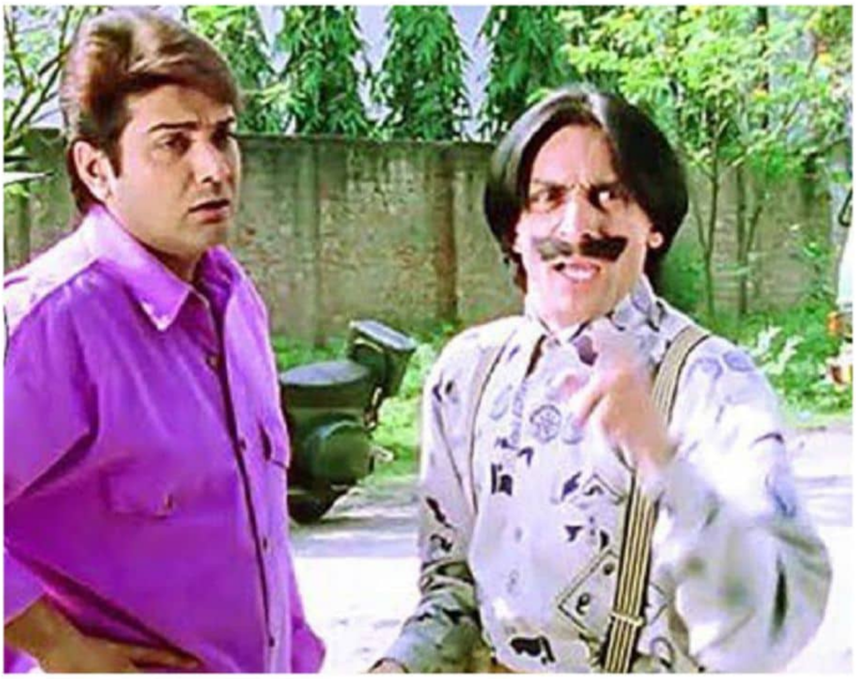
প্র মানিকতলার বাগমারি স্কুলের মাঠ, স্কটিশ চার্চে পড়াশোনা...ভলিবল-হকি খেলা। সেখান থেকে আপনার অভিনয়ে আসার গল্পটা কেমন?

অভিনয়ে এসেছি ক্লাস ফোরে। স্কটিশ চার্চ থেকেই



■ 'ফণীবাবু ভাইরাল'র একটি দৃশ্যে শুভাশিস

অভিনয় জীবন শুরু। আমার সহপাঠী কাঞ্চন ভট্টাচার্য আমাকে অভিনয়ে নিয়ে এসেছিল। ক্লাস সেভেনে উঠে গ্রুপ থিয়েটারে এলাম। বাংলার স্যর গৌরচন্দ্র সাহা আমাকে আর কাঞ্চনকে ডাকলেন ওঁর দলে অভিনয় করার জন্য। 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'-এর বাঘা হল কাঞ্চন আর আমি



'বাবা কেন চাকর'-এ প্রসেনজিতের সঙ্গে

জাদুকরের চরিত্র পেলাম। এইট-নাইনে পড়ার সময়ে নাট্য দল 'চার্বাক'-এ যোগ দিলাম। হাতিবাগানের মঞ্চে দেখতাম, তাবড়-তাবড় সব অভিনেতারা অভিনয় করছেন। দর্শক হাততালি দিচ্ছেন। সিনেমা দেখলে মনে হত, কবে পরদায় নিজেকে দেখব!

প্র অভিনয়ে আসা নিয়ে বাড়ি থেকে আপত্তি ছিল না?

বাবা বলেছিলেন আগে পড়াশোনা শেষ করতে। বাবা প্রেসিডেন্সির ছাত্র ছিলেন। তিনি আবৃত্তি করতেন খুব ভাল। বাবার দাদামশাই ছিলেন কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিন্সিপাল। শিশির ভাদুড়ির বন্ধু ছিলেন। ফলে, বাবা খুব একটা না বলেননি। কিন্তু আমি এত বাউন্ডুলে ছিলাম যে, খুব বেশি লেখাপড়া করতে পারলাম না।

প্র শোনা যায়, একটা সময়ে আপনার হাতে এত ছবি ছিল যে, আপনাকে রীতিমতো অপহরণ করে সেটে নিয়ে যাওয়া হত!

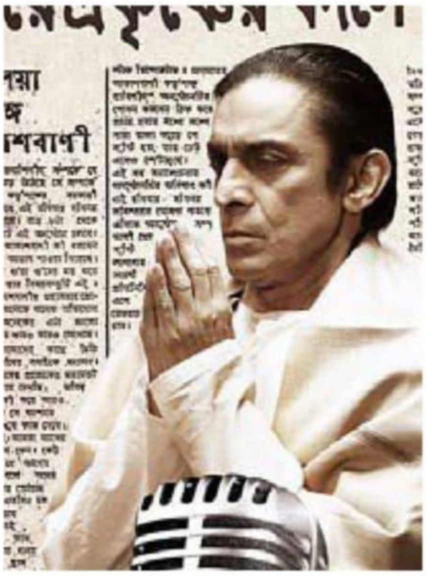
প্রত্যেক অভিনেতার জীবনেই বোধহয় এটা হয়। একটা ছবি করছিলাম, সেটায় প্রসেনজিৎ ছিল। তখন বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর চিফ অ্যাসিস্ট্যান্ট অরুণ গুহঠাকুরতার একটা সিরিয়ালও করছিলাম। ওটার শুটিং হচ্ছিল এনটি ওয়ানে। প্রসেনজিতের সঙ্গে শুটটা ছিল টেকনিশিয়ন্সে। আরও একটি ছবি ছিল, যেটার শুটিংও ওখানেই ছিল। প্রসেনজিতের সিনেমার সেট থেকে ছুটি নিয়ে এনটি ওয়ানে গিয়েছি। শুটিংয়ের মাঝে যেই ফ্লোর থেকে বাইরে বেরিয়েছি, পাঁচ ছ'টা ছেলে আমাকে খোলা জিপে তুলে নিল! চুপচাপ আমাকে নিয়ে টেকনিশিয়ন্সে ঢুকে গেল। ওখানে প্রসেনজিৎ দাঁড়িয়ে। ও বলল, ' ফ্লোরে চল, ছুটি নিয়ে কোথায় চলে গেলি?' ওর সঙ্গে যে ছবিটা করছিলাম সেটার শুটিং আটকে ছিল আমার জন্য। অরুণদা ওদিকে চুল ছিঁড়ছেন। ওঁর শুটিংও আটকে গিয়েছে। এরকম চলত। তবে কেউ কোনওদিন আমাকে ভুল বুঝে ছুড়ে ফেলে দেননি। দর্শক যে আমাকে বারবার গ্রহণ করেছেন, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

প্র প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কম করেও একশোটা ছবি করেছেন। কিন্তু কেউ কেউ অভিযোগ করেন, উনি নাকি লবি করতেন। আপনার তা মনে হয়েছে?

আমি কোনও দিন ওর সঙ্গে চামচাগিরি করার মতো মিশিনি। ও আমাকে বন্ধুর মতো ভালবেসেছে। আমি বিশ্বাস করি, ও আমার অভিনয় পছন্দ করত। একটা অদ্ভুত বোঝাপড়া তৈরি হয়েছিল আমাদের মধ্যে। অন্যেরা কে কী বলেছেন জানি না। তবে আপনি যেটা বললেন সেটা আমিও শুনেছি। কিন্তু ধরুন, কোনও নায়ক আর একজন নায়ককে বলল, ভাইয়ের চরিত্র করতে। এবার ভাইয়ের চরিত্রটা সেই নায়ক অ্যাক্সেপ্ট করল। পরে আপনি যদি বোঝেন যে দ্বিতীয় সারির চরিত্র করেছেন, তাহলে তো হবে না। তাহলে চরিত্রটা গ্রহণ করার দরকার ছিল না।

প্র এখনকার ছেলেমেয়েদের মধ্যে সিনিয়রদের প্রতি সম্মান বা কাজের প্রতি ডেডিকেশন দেখেন? নাকি চটজলদি সাফল্য চান তাঁরা?

ডেডিকেশনও নেই, সিনিয়রদের প্রতি সম্মানও নেই। ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের মধ্যে এই প্রবণতা বেশি দেখি। এখনও আমরা সিনিয়রদের জন্য চেয়ার ছেড়ে দিই। এখনকার প্রজন্মকে দেখি, মোবাইল হাতে নিয়ে ফ্লোরে সিন করছে! এমনও হয়েছে, সিন চলার মাঝে মোবাইল বেজে উঠল। সিনটা কেটে গেল। মোবাইলটা অফ করে আবার পকেটে ঢুকিয়ে নিল। কাজের প্রতি নিষ্ঠা নেই এঁদের। ধরুন, একটা শট শেষ হল। সঙ্গে সঙ্গে মোবাইল নিয়ে দেখতে শুরু করল। পরের শট বা সিন নিয়ে ভাবার সুযোগই নেই। আমি ফ্লোরে মোবাইল নিয়ে ঢুকি না। সহকারীদের কাছে ফোন রাখি। সিন শেষ হলে ফোন নিই। এখন তো আবার যাঁর রিলে যত ভিউ, তাঁর তত জনপ্রিয়তা! সেইভাবে কাস্টিংও হচ্ছে। তবে এই কাস্টিং সাময়িক। ফলোয়ারে ফল করলে,



'মহালয়া' ছবিতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র সেজেছিলেন

আপনাকেও কাস্টিং করবে না কেউ। একটা-দুটো সিরিয়াল করে ফ্ল্যাট, গাড়ি করে নিচ্ছে! বাচ্চা ছেলে মেয়েদের দেখি, মেকআপ টেবিলে পা তুলে বসে আছে! সিনিয়রদের সামনে সিগারেট খাচ্ছে, মুখে ধোঁয়া ছাড়ছে! প্রসেনজিৎ বা তাপস পাল কোনওদিন এগুলো করেছে? নাকি ভাবতে পেরেছে!



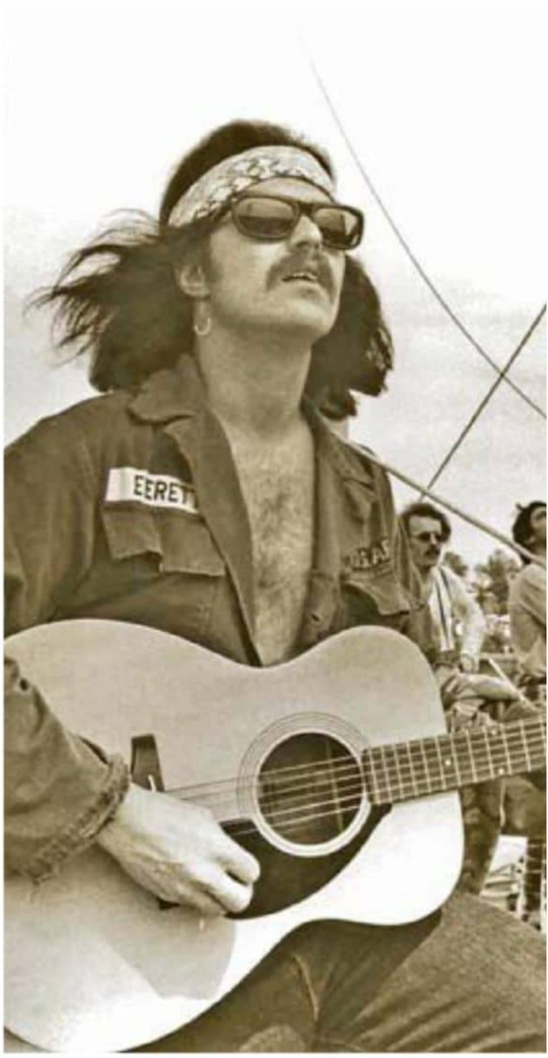
■ সস্ত্রীক বিবার

আবার ঝামেলা

পাপারাজ্জির সঙ্গে বোধ হয় একেবারেই ভাল সম্পর্ক নয় জাস্টিন বিবারের। এর আগেও তিনি ফোটোশিকারিদের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়েছিলেন। এবার যেন একটু বেশিই বাড়াবাড়ি করে ফেললেন। কিছুদিন আগে লস অ্যাঞ্জেলেসে স্ত্রী হেইলির সঙ্গে লেট নাইট ডেটে যাচ্ছিলেন জাস্টিন। সেখানে পার্কিং লটের কাছে ফোটোগ্রাফারদের সামনে পড়েন ৩২ বছর বয়সি এই পপ সুপারস্টার। ছবিশিকারিদের আচরণে মেজাজ হারিয়ে ফেলেন জাস্টিন। শুধুমাত্র চিৎকার চেঁচামেচি করেই ক্ষান্ত হননি, হাতে থাকা জল ভর্তি বোতল তাদের দিকে ছুড়ে মারেন। বোতলটিতে কেউ আঘাত পায়নি বটে, কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, গর্হিত কোনও কাজ তো করছিলেন না জাস্টিন। স্ত্রীকে নিয়েই যাচ্ছিলেন। সেই ছবি তোলায় হঠাৎ তিনি এত রেগে গেলেন কেন?

প্রয়াত ম্যাকডোনাল্ড

ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় তাঁর সঙ্গীত ‘আই ফিল লাইক আই অ্যাম’ ছয়ের দশকে প্রতিবাদের স্বর হয়ে উঠেছিল। তাঁর গানের রাজনীতি অনুপ্রাণিত করেছিল যুব সমাজকে। সেই কান্ট্রি জো ম্যাকডোনাল্ড চলে গেলেন ৮৪ বছর বয়সে। শেষ বয়সে পার্কিনসন্স রোগে ভুগছিলেন শিল্পী। ম্যাকডোনাল্ডের জন্ম ১ জানুয়ারি, ১৯৪২ সালে ওয়াশিংটনে। ছয়ের দশকের মাঝামাঝি সাইকেডেলিক রক ব্যান্ড কান্ট্রি জো অ্যান্ড দ্য ফিশের ফ্রন্টম্যান হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন তিনি। তবে রক সঙ্গীত ও সমসাময়িক রাজনীতিকে এত সুন্দর করে মিশিয়েছিলেন তিনি যে, তা সিংহভাগ সময়ে যুব সমাজের গান হয়ে উঠত।



■ কান্ট্রি জো ম্যাকডোনাল্ড



■ জিৎ

জিতের স্ট্র্যাটেজি

তাঁর নতুন ছবি 'কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত'-এর জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে রয়েছেন তাঁর অনুরাগীরা। তবে সংশয় দানা বেঁধেছে এই ছবির মুক্তির তারিখ নিয়ে। প্রথমে ঠিক ছিল ছবিটি এ বছর পুজোতে মুক্তি পাবে। কিন্তু স্ক্রিনিং কমিটির নির্দেশ অনুসারে ইতিমধ্যেই তিনটি ছবি রয়েছে পুজোর তালিকায়। তার উপর দেব-শুভশ্রীর 'দেশু ৭'ও ঢুকে পড়েছে। এরপর শোনা যায় জিতের ছবি স্বাধীনতা দিবসে মুক্তি পাবে। কিন্তু সেখানেও ঢুকে পড়েন দেব, তাঁর ছবি 'বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা' নিয়ে। আপাতত ঠিক হয়েছে জিৎ আসবেন ২৯-শে মে। এই প্রসঙ্গে জিৎ জানান, "অনেকদিন পর বড়পর্দায় ফিরছি। আমি চাই যথাযথ শো-কেসিং। তাই কারও সঙ্গে রেষারেষি করে শোয়ের সংখ্যা কমিয়ে, আমার ছবি রিলিজ় করতে চাই না। আর আমার ছবি যেরকম বড় মাপের এবং এই ছবি নিয়ে দর্শকের যা আগ্রহ, যে-কোনও সময় এলেই ছবিটি ভাল রেজ়াল্ট করবে। তাই আমার চাই বেশি সংখ্যক শো। ছবিটা কখন মুক্তি পেল, তা নিয়ে খুব একটা কিছু এসে যাবে না।"

প্রভাত রায়ের ছবি

৭ মার্চ ছিল প্রভাত রায়ের জন্মদিন। আর এই বিশেষ দিনেই পরিচালক জানালেন, এগারো বছর বাদে শুরু করতে চলেছেন তাঁর নতুন ছবি 'বলাই'-এর শুটিং। অবশ্য প্রভাত রায় যে ফ্লোরে প্রত্যাবর্তন করতে চলেছেন তাঁর 'কন্যা' একতা ভট্টাচার্য আগেই জানিয়েছিলেন। এবার সেই সিনেমার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হল। রবি ঠাকুরের ছোটগল্প 'বলাই' অবলম্বনে স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি পরিচালনা করতে চলেছেন বর্ষীয়াণ পরিচালক। মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করবেন কৌশিক সেন, বাসবদত্তা চট্টোপাধ্যায়, অনুজয় চট্টোপাধ্যায় ও ফাল্গুনী চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গীতের দায়িত্বে কবীর সুমন। প্রভাত রায়ের 'বলাই' ছবির চিত্রনাট্য এবং সংলাপ লিখেছেন একতা। অভিনেতা নির্বাচনের নেপথ্যেও তিনিই। প্রভাত রায় বলছেন, "৮২ বছর বয়সে এসে আমি এমন একটি গল্প নিয়ে ছবি করতে চাইছিলাম, যার সঙ্গে মানুষ সহজেই আত্মীকরণ করতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বলাই' এমনই একটি গল্প, যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বাঙালি পাঠকের মনের মণিকোঠায় রয়েছে।"



■ প্রভাত রায়



■ তমাল রায়চৌধুরী

প্রয়াত তমাল

প্রয়াত মঞ্চ-পর্দার সফল অভিনেতা, নাট্য নির্দেশক তমাল রায়চৌধুরী। বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। ঘুমের মধ্যেই হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় তাঁর। খবর, হৃদ্‌রোগজনিত সমস্যা ছিল তাঁর। পেসমেকার বসানো হয়েছিল। অসুস্থতা এবং বয়সজনিত কারণে দীর্ঘ দিন অভিনয় থেকে দূরে ছিলেন তিনি। পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষের 'মেন্টর' বা গুরু ছিলেন তিনি। অভিনয়ের পাশাপাশি সাহিত্য নিয়ে প্রচুর পড়াশোনা করেছেন। রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্পর্কে অগাধ জ্ঞান ছিল তমালবাবুর। 'ক্যালকাটা পারফর্মার্স' নাট্যদলের হয়ে যেমন কাজ করেছেন, কাজ করেছেন ঋতুপর্ণ ঘোষ থেকে শুরু করে অঞ্জন দত্ত, অতনু ঘোষ, কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের ছবিতেও। প্রয়াত অভিনেতার ঝুলিতে থেকে গেল 'নোবেল চোর', 'বড়া দিন', 'চাঁদের পাহাড়', 'জাতিস্মর', 'দ্য নেমসেক'-এর মতো অসংখ্য জনপ্রিয় ছবি।



■ কোয়েল মল্লিক

এবার রাজ্যসভায় কোয়েল

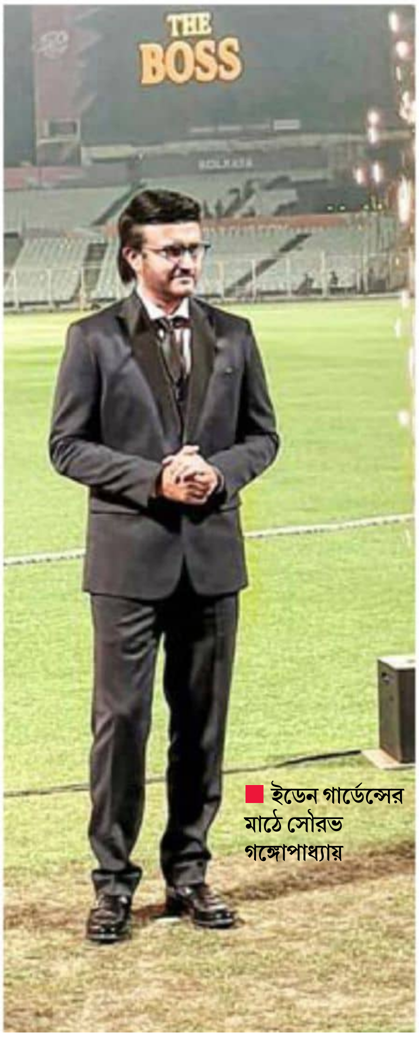
প্রকাশিত হয়েছে রাজ্যের শাসক দল অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার প্রার্থী তালিকা। চারটি আলাদা ক্ষেত্র থেকে চারজন জায়গা করে নিয়েছেন এই তালিকায়। উল্লেখযোগ্যভাবে এই তালিকায় রয়েছেন কোয়েল মল্লিক। রাজনীতির সঙ্গে কোয়েল এবং তাঁর পরিবারের কোনও যোগ নেই। তবে কিছু দিন আগে মল্লিক বাড়িতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতি বিশেষ ভাবে নজর কেড়েছিল। রাজনীতি এখন তারকা-কেন্দ্রিক। অবশেষে রাজনীতিতে পা রাখলেন কোয়েল। এছাড়া এই তালিকায় নাম রয়েছে বাবুল সুপ্রিয়র। বাবুল সুপ্রিয় এর আগে কেন্দ্রের মন্ত্রী পদে ছিলেন। পরবর্তীতে বিজেপি ছেড়ে রাজ্যের শাসক দলে যোগ দেন। এছাড়া রয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন ডিজিপি রাজীব কুমার এবং সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবি মেনকা গুরুস্বামী। কোয়েল মল্লিক জানিয়েছেন, তারকা হিসেবে শুধু প্রচারের মুখ না হয়ে, সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করতে চান তিনি।



■ দুই সঞ্চালক তৃণা সাহা এবং অনিন্দ্য সেনগুপ্তর সঙ্গে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

‘বিগ বস বাংলা’র সূচনা

ইডেন গার্ডেন্সের ময়দানে হয়ে গেল ‘বিগ বস বাংলা’র সূচনাপর্বের অনুষ্ঠান। ইডেন গার্ডেন্সে কোনও রিয়েলিটি শোয়ের ঘোষণা স্থান! এটা শুনলে একটু অবাকই লাগবে। তবে ক্রিকেটের ময়দানে এমন একটি টেলিভিশন শোয়ের মূল ঘোষণা পর্ব রাখার অন্যতম কারণ শোয়ের হোস্ট। তিনি, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ‘দাদাগিরি’র মঞ্চ ছেড়ে আপাতত ‘বিগ বস বাংলা’ সঞ্চালনার দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি। চলতি বছরের সেপ্টেম্বর থেকে পরবর্তী ছ’মাস পর্যন্ত সম্প্রচারিত হবে এই অনুষ্ঠান। আপাতত নিজেকে প্রস্তুত করছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। এই অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে কিছুটা চমক রাখার চেষ্টা করা হলেও তারকাদের উপস্থিতি সেরকম নজরে পড়েনি। বিশেষ ‘লাইট অ্যান্ড সাউন্ড’ প্রদর্শনীর পরে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এন্ট্রি নেন। এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে ভারতীয় ক্রিকেটে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের অবদানকে বিশেষ ভাবে তুলে ধরা হয়। এরপর হয় শোয়ের লোগো লঞ্চ। এবং তারকাদের নিয়ে



■ ইডেন গার্ডেন্সের মাঠে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়



■ মাঠে নেমেছেন ‘দাদা’ (উপরে), বনি, সৌরভদের ক্রিকেট টিম (নিচে)



পাঁচ ওভারের একটি ম্যাচ। ব্যাট হাতে ওই ম্যাচের শুরুটা করেন সকলের প্রিয় দাদা। তবে মূল অনুষ্ঠানে ভাটা পড়ে ওই সময়েই। কারণ দর্শকরা চেয়েছিলেন শো নিয়ে আরও বিস্তারিত তথ্য। সেরকম কোনও তথ্য এ-দিনের অনুষ্ঠান থেকে মেলেনি। অংশগ্রহণকারীদের নামও জানা যায়নি! এ ব্যাপারে বিশদে জানতে চাইলে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় জানান, পুরোটাই সাসপেন্স। বিশদে পরে জানা যাবে। অনুষ্ঠানের শেষ লগ্নে বোঝা যায়, এই মেগা অনুষ্ঠানটি শুধুমাত্র লোগো লঞ্চের জন্যই রাখা হয়েছে। তাও সেই লোগো এবং মিউজ়িকে কোনও বিশেষ চমক ছিল না। কারণ ওই একইরকম লোগো ও মিউজ়িক তো সব ভাষার ‘বিগ বস’-এই ব্যবহার হয়! তবে চমকে যাওয়ার মতো তথ্য, এই শো হোস্ট করার জন্য সৌরভ নাকি নিচ্ছেন ১৬৮ কোটি টাকা!



■ সোনামণি ও প্রতীক

বিয়ের গুঞ্জন

টেলিপাড়ায় কাজের চেয়ে সম্পর্কের গুঞ্জন বেশি। কাজের সূত্রেই অবশ্য সম্পর্কের শুরু। তবে এই জুটির সম্পর্ক অনেক দিনের। সম্পর্কে সিলমোহর দিয়েছেন তাঁরাই। কথা হচ্ছে প্রতীক সেন এবং সোনামণি সাহাকে নিয়ে। এই অনস্ক্রিন জুটির রসায়ন অফস্ক্রিনেও সমান। তা এতদিনে বুঝে গিয়েছেন তারকা জুটি। প্রতীকের পরিবারের পছন্দের পাত্রী সোনামণি। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রায়ই একান্তে কাটানো একাধিক মুহূর্ত শেয়ার করেন তাঁরা। এবার শোনা যাচ্ছে, বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন তাঁরা। চলছে প্রস্তুতিপর্ব। যদিও এ ব্যাপারে বিশেষ মন্তব্য করেননি প্রতীক বা সোনামণি। তাঁদের বক্তব্য, বিয়ে হলে সবাই জানতে পারবে। লুকিয়ে রাখার বিষয় তো এটা নয়।



টেলিপাড়ার প্রেমের গুঞ্জন

প্রেম করছেন সৌরভ চক্রবর্তী এবং শুভস্মিতা মুখোপাধ্যায়... টেলিপাড়ায় চর্চা তেমনটাই। বর্তমানে 'লক্ষ্মী ঝাঁপি' ধারাবাহিকে একসঙ্গে অভিনয় করছেন দু'জনে। তার আগে কোনওভাবেই একে অপরকে চিনতেন না। ধারাবাহিকের সেট থেকেই বন্ধুত্ব ও প্রেমের শুরু। যদিও এ ব্যাপারে এখনও কোনও কথা বলেননি তাঁরা। গত মাসেই বিয়ে করেছেন সৌরভের প্রাক্তন স্ত্রী মধুমিতা সরকার। অনুরাগীদের অনুমান, এবার সাত পাকে বাঁধা পড়বেন সৌরভও। কারণ সর্বত্র তাঁদের জোড়ায় উপস্থিতি, নিত্যনতুন ফোটোশুট, সম্পর্ক নিয়ে অন্য বার্তা দেয়। সৌরভ এ ব্যাপারে খুবই সচেতন। বললেন, সম্পর্কে জড়ালে সে খবর নাকি তিনিই প্রকাশ্যে আনবেন। কিন্তু নারী দিবসের দিন সব জল্পনার অবসান ঘটেছে। সৌরভের মা এবং নিজের মা-কে বাহুডোরে আগলে রেখেছেন শুভস্মিতা, দু'জনকেই 'মা' বলে সম্বোধন করেছেন। হবু শাশুড়ির সঙ্গে শুভস্মিতার রসায়নই প্রমাণ করেছে, খুব শীঘ্রই টেলিপাড়ায় বিয়ের সানাই বাজতে চলেছে।



■ সৌরভ ও শুভস্মিতা (উপরে), সৌরভের মা এবং নিজের মায়ের সঙ্গে শুভস্মিতা



অস্‌সি

আবেগ ও যুক্তি ঘেঁটে দেয়

পরিচালনা: অনুভব সিনহা
অভিনয়: তাপসী পন্নু, কানি কুসরুতি, রেবতী, কুমুদ মিশ্র, জ়িশাল আইয়ুব

6/10

'অস্‌সি' শীর্ষকের সার্থকতা কী? এদেশে প্রতিদিন আশিটি ধর্ষণের কেস 'রিপোর্টেড' হয়। স্কুল শিক্ষিকা পরিমা (কানি) গণধর্ষণের শিকার এবং তাকে রক্তাক্ত, প্রায় অনাবৃত অবস্থায় পাওয়া যায় রেললাইনে। ছবির শুরুতেই গণধর্ষণের পাশবিক ঘটনা বেশ সময় নিয়ে দেখিয়েছেন পরিচালক। ফলে শুরু থেকে তীব্র রাগ এবং অস্বস্তি দর্শককে ঘিরে রাখে। গণধর্ষণ যতটা পাশবিক, তা কোনও দিনই পর্দায় দেখানো সম্ভব নয়। কিন্তু ওই বীভৎসতার কাছে পৌঁছতে চেয়েছেন পরিচালক। অস্বস্তি বাড়িয়ে প্রতি ২০ মিনিটে পর্দায় লেখা আসে, ইতিমধ্যে একটি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে গিয়েছে। অভিযুক্ত বা ভিকটিমের পদবি এখানে বলা হয় না। বিচারপতির তো নামই উচ্চারিত হয় না গোটা ছবিতে। বোঝানো হয়, 'রেপ সংস্কৃতি'-তে যে-কারও বিশ্বাস থাকতে পারে। সেখানে জাত-ধর্ম-ভাষার ভেদাভেদ নেই।

বাস্তব থেকে ছবিটি অনেকটাই আলাদা পথে হাঁটে, যখন যথেষ্ট তথ্য-প্রমাণের অভাবেও বিচার পায় ধর্ষিতা পরিমা। উকিল রাভির লম্বা আবেগপ্রবণ মোনোলগ, মাত্র একজন পুলিশকর্মীর স্বীকারোক্তি এবং একটিমাত্র ভিডিয়ো ফুটেজেই কাজ হয়ে যায়। কিন্তু বাস্তবে কি তা হয়? প্রমাণ লোপাট হয়ে যাওয়ায় তো প্রচুর পরিমা বিচায় পায় না! তাপসী পন্নুর অভিনয় ভাল লাগে না। অতিরিক্ত আবেগে ভেসেছেন তিনি। বিচারকের ভূমিকায় রেবতী দারুণ। ভাল লাগে কানি কুসরুতি এবং জ়িশান আইয়ুবকে। গল্পে একটি সাবপ্লটে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় কুমুদ মিশ্র। কিন্তু তিনি সেভাবে ছাপ ফেলতে পারেননি। নাসিরুদ্দিন শাহ ক্যামিয়ো চরিত্রে, সীমা পাওয়াও তাই। ছবির 'গেজ়'-এ সমস্যা রয়েছে। ফলে ধর্ষণের বদলা নিতে যখন 'ছত্রী ম্যান' হত্যা করতে শুরু করে, দর্শকের সাময়িক সুখানুভূতি হয়। না, 'অ্যানিম্যাল' বা 'ধুরন্ধর'-এর হত্যালীলা দেখে উল্লসিত হওয়ার সঙ্গে এই সুখানুভূতির মিল নেই। কিন্তু এই সাবপ্লটের কোনও দরকার ছিল না। 'আর্টিকল ১৫' বা 'ভিড়'-এর পরিচালকের কাছে এমন একপেশে গল্পকথন আশা করা যায় না।

তবে একটি কথা সত্যি, ছবির শুরু থেকে শেষ অবধি একটা অদ্ভুত অস্বস্তি এবং রাগ হলের আসন ছেড়ে নড়তে দেয় না। সেখানে 'অস্‌সি' সার্থক।

কেরালা স্টোরি টু

অর্থহীন সিকোয়েল

পরিচালনা: কামাক্ষা নারায়ণ সিংহ
অভিনয়: উল্কা গুপ্তা, ঐশ্বর্যা ওঝা, অদিতি ভাটিয়া

4/10

পরিচালক পরিবর্তনে ছবির উন্নতি কখনওই সম্ভব নয়। যদি না চিত্রনাট্য ভাল করে লেখা হয়। প্রথম পর্বের মতো দ্বিতীয় পর্বের লেখকও বিপুল অম্রুতলাল শাহ। বিপুল এর আগে অক্ষয়কুমারের মতো তারকাদের নিয়ে কাজ করেছেন। বিদ্যুৎ জামওয়ালের মতো তারকাদের প্রকাশ্যে এনেছেন। কিন্তু 'কেরালা স্টোরি'র মতো প্রোপাগান্ডা ছবি করার পর তাঁর দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। 'কেরালা স্টোরি' অবশ্যই প্রোপাগান্ডা ছবি। কারণ ওই ছবির জন্য লম্বা রিসার্চের পর জানানো হয়েছিল, নির্যাতিতার সংখ্যা প্রায় ৩০০০ কিন্তু কোর্টে কেস ওঠার পর সেই সংখ্যাটা তিন হয়ে যায় অবলীলায়। ছবির সিকোয়েল বিনা রিসার্চে বানানো,

এতে কোনও সন্দেহ নেই। নাম কেরালা স্টোরি হলেও, ছবিতে কেরালা বাদে রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ সব জায়গার ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে। এবং একটি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে শুধুই খারাপ বার্তা প্রদান করা হয়েছে। কোনও কারণ ছাড়া শুধুই প্রহসনের মুহূর্তগুলিতে জোর দেওয়া হয়েছে। যে তিনটি মেয়ের গল্প দেখানো হয়েছে, তারা প্রায় নতুন। তাদের অভিনয় তেমন প্রতিষ্ঠিত নয়। এবং ছবিতে দেখানো হয়েছে, তাদের বাঁচার রাস্তা নেই, মুক্তি নেই, তা একেবারে অযৌক্তিক। কারণ প্রত্যেকের হাতেই ফোন ছিল। প্রোপাগান্ডা ছবি বানালেও, তাতে যুক্তির ঘাটতি থাকা একেবারেই কাম্য নয়। এরকম ছবি সমাজের উপর খারাপ প্রভাব ফেলে তা-ই নয়, সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বকেও প্রশ্রয় দেয়।





ফণীবাবু ভাইরাল

4.5/10

হাসি আছে, গল্প নেই

পরিচালনা: রাজু মজুমদার
অভিনয়: শুভাশিস মুখোপাধ্যায়, রোশনি ভট্টাচার্য, খরাজ মুখোপাধ্যায়

বর্তমানে নির্ভেজাল হাসির ছবি সেরকম আর দেখা যায় না। কমেডি মানেই ভাঁড়ামো এবং অশ্লীল শব্দের প্রয়োগ। সেদিক থেকে এই ছবি একটা ফ্রেশ ব্রেক। পুরনো বাংলা কমেডি ছবির জঁরকেই ফলো করার চেষ্টা করেছেন নবাগত পরিচালক রাজু মজুমদার, যিনি নিজেও একজন তুখোড় অভিনেতা। তবে কমেডি ট্রিটমেন্ট ভাল হলেও ছবিতে সেরকম স্ট্রং গল্প নেই, যার অভাবে একটা সময়ের পর দর্শকের ক্লান্তি আসতে বাধ্য। গল্পে ফণীবাবু (শুভাশিস) এক ৮০ বছরের বৃদ্ধ, যে জীবনে অনেক ওঠাপড়া দেখেছে। তার স্ত্রী (রোশনি)অনেকদিন আগেই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেছে এবং সে ফণীর সঙ্গে ছবি হয়ে কথা বলে। ফণীর বয়স হয়ে যাওয়ায় সে এখন পরিবারের বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার দুই ছেলে ও ছেলের বউ এবং এক মেয়ে ও জামাই। নাতি-নাতনিও রয়েছে। রোগ-ব্যাধির ফলে প্রায়ই সকলে ধরে নেয়, এই বুঝি ফণীর প্রাণ গেল। কিন্তু সে ঠিক বেঁচে থাকে। একবার তো এমনও হয় যে শ্মশানের চিতা থেকেও সে ফিরে আসে! হাসির মোড়কে কঠিন বাস্তব ছবি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন রাজু। শেষে দেখা যায় ফণী ভাইরাল হয়ে গিয়েছে এবং তখন পরিবারের সকলে তাকে মাথায় তুলে নাচতে থাকে। এই ছবির পাওনা শুভাশিস মুখোপাধ্যায়ের অনবদ্য অভিনয়। সঙ্গে যোগ্য সঙ্গত দেন খরাজ ও অন্যান্যরা। তবে রোশনির অভিনয়ে জড়তা রয়েছে বিশেষ করে তাঁর ডায়ালগ ডেলিভারিতে। সমিধ মুখোপাধ্যায় ও দেবদীপ মুখোপাধ্যায়ের মিউজ়িক বেশ দুর্বল। ছবির এডিটিংও আরও ভাল হতে পারত।

OTTগ্রাফ

কেনেডি

7.5/10

অনবদ্য অনুরাগ

পরিচালনা: অনুরাগ কশ্যপ
অভিনয়: রাহুল ভট্ট, সানি লিওন, মোহিত তাকলকার

বেশ কিছু বছর পরে ফিরলেন তিনি। স্বমহিমায়। অনুরাগের ছবি যে কারণে দেখতে পছন্দ করত মানুষ, যে হিউমর, ভায়োলেন্স, সাসপেন্স, টেনশনের চমক পর্দাজুড়ে অপেক্ষা করত, সেই বুদ্ধিদীপ্ত ধারটাই যেন ফিরল 'কেনেডি'র হাত ধরে। এক পুলিশ অফিসারকে 'মৃত' বলে ঘোষণা করে দেওয়া হয়, যাতে রাজনৈতিক সংস্রবে থেকে বৈআইনি কাজ করতে পারে সে। সেই পরিস্থিতি কীভাবে বুমেরাং হয়ে যায়, তাই নিয়েই এই নিও নয়্যার ড্রামা বানিয়েছেন অনুরাগ। এই ছবিতে ক্যামেরার কাজ অতুলনীয়। সঙ্গে যোগ্য সঙ্গ দিয়েছে অভিনয়। রাহুল হোক বা সানি... সকলে দুর্দান্ত অভিনয়

করেছেন অনুরাগের পরিচালনায়। তবে সব ছাপিয়ে গিয়েছেন পরিচালক নিজে। যে ভঙ্গিতে গল্প বলেছেন তিনি। মুম্বইয়ের অন্ধকার জগৎ দেখিয়েছেন। রাজনীতির সঙ্গে পুলিশ প্রশাসনকে মিলিয়েছেন, তাতে তাঁর পুরনো অকুতোভয় ভঙ্গিই প্রকাশ পায়। ছবির আখ্যানভঙ্গি সব সময়ে এক লয়ে চলে না। অনেক সময় ঢিমে হয়ে যায়। কিন্তু সুর কাটে না কখনওই। ভারতীয় ছবিতে অনুরাগ সবসময় নতুনত্ব নিয়ে আসার চেষ্টা করেছেন। ‘কেনেডি’ও ব্যতিক্রম কিছু হয়নি। ছবির শুরুতেই ওয়ার্ডওয়ার্থের রেজোলিউশন অ্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্সের একটা লাইন ভেসে ওঠে। ‘আমরা কবিরা আমাদের যৌবনে আনন্দের সাথে শুরু করি; কিন্তু শেষ পর্যন্ত হতাশা এবং উন্মাদনা আসে’। হতাশা আর উন্মাদনা কীভাবে অপরাধের নেশাকে গ্রাস করে, তা অনুরাগের ছবিতে বারবার অনুষঙ্গ হয়ে ফিরে আসে। কেনেডি-তেও এল, তবে অনুরাগের পুরনো সত্তাকে সঙ্গে নিয়ে এল। শুধু এবার সেটা সঙ্গে থেকে যাওয়ার পালা।





সুবেদার

অনিল কপূর ও টানটান উত্তেজনা

পরিচালক: সুরেশ ত্রিবেণী
অভিনয়ে: অনিল কপূর, রাধিকা মদন, মোনা সিংহ, সৌরভ শুক্লা

৬৯ বছর বয়সে চুটিয়ে অ্যাকশন করছেন অনিল কপূর! ছবির সেরা প্রাপ্তি বোধহয় এটাই। একদিকে যেমন ‘অ্যানিমাল’ বা ‘দ্য নাইট ম্যানেজার’-এর মতো ছবির চেয়ে অনিল এই ছবিতে সম্পূর্ণ আলাদা, তেমনই পরিচালক সুরেশ ত্রিবেণী, যিনি এর আগে ‘তুমহারি সুলু’ বা ‘জলসা’র মতো ভিন্ন জঁরের ছবি দিয়েছেন, তিনিও খানিক নিজেকে ভাঙলেন এবার। ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সেনা অর্জুন মৌর্য (অনিল কপূর) নাগরিক জীবনে ফিরছে। কিন্তু তার ফেরা এত সহজ নয়। অতীত যুদ্ধের ট্রমা তাকে তাড়িয়ে বেড়ায়। কিন্তু নতুন নাগরিক জীবনে অর্জুন দেখে চারিদিকে অসম্ভব দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার। একদিকে মেয়ে শ্যামার (রাধিকা মদন) সঙ্গে তার সমস্যাদীর্ণ সম্পর্ক, মৃত স্ত্রীর স্মৃতিযাপন, অন্যদিকে তার বর্তমান চাকরি... সব মিলিয়ে বহুস্তরীয় চরিত্র বুনেছেন পরিচালক। অর্জুন আপাতত তার বাড়ির কাছে আদিত্য রাওয়াল নামে বালি মাফিয়াকে সুরক্ষা দেওয়ার দায়িত্বে। তার স্ত্রীর দেওয়া লাল জিপসিটি ভেঙে দেয় স্থানীয় গুন্ডা প্রিন্স, তার পরই খেপে ওঠে অর্জুন। গল্প এগোতে থাকে এখান থেকেই। অনিল কপূর এককথায় ‘এজিং লাইক ফাইন ওয়াইন’। রাধিকা মদনের ভালনারেবিলিটি সুন্দরভাবে দৃশ্যমান ছবিতে। পরিচালকের কাছে এমন অ্যাকশন জঁর নতুন। কিন্তু তিনি বেশ ভালই উতরে গিয়েছেন। প্রথমার্ধে টেনশন বিল্ড আপ করা থেকে শুরু করে শেষ অবধি উত্তেজনা ধরে রাখতে সফল পরিচালক সুরেশ।

অ্যাকিউসড

অভিনব বিষয়, কিন্তু...

পরিচালনা: অনুভূতি কশ্যপ
অভিনয়: কঙ্কনা সেনশর্মা, প্রতিভা রণ্টা, মসুর অমরোহী

6/10

‘মিটু’ মুভমেন্টে নতুন আলো ফেললেন পরিচালক। সত্যি বলতে কী, ‘অ্যাকিউসড’ অনেক দিক থেকেই অভিনব। সমকামের সঙ্গে যৌন হেনস্থাকে অতীব বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে মেশানো হয়েছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মনস্তাত্ত্বিক থ্রিলার। ছবিতে গীতিকা (কঙ্কনা) এক নারীরোগ বিশেষজ্ঞ। তিনি এবং তাঁর পার্টনার মীরা (প্রতিভা) একটা সময় এসে সন্তান দত্তক নেওয়ার কথা ভাবেন। কিন্তু অদ্ভুতভাবে জড়িয়ে পড়ে সেক্সুয়াল মিসকন্ডাক্টের ঝামেলায়। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে আশেপাশের মানুষদের মুখোশ। পরিচালক এমন একটি বিষয়কে মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন। ভেঙে দিয়েছেন বেশ কিছু মিথ। হতে পারে, চরিত্রগুলির আর একটু গভীরতা দরকার ছিল, কিন্তু কঙ্কনা, প্রতিভা স্ব-স্ব চরিত্রে খুব ভাল অভিনয় করেছেন। পরিচালক ছবিটিকে আর একটু বড় করতে

পারতেন। কারণ ছোট ছবি হওয়ার দরুন, শুধু সমস্যার দিকেই আলোকপাত করা হয়। বেশ বিস্তার সম্ভব হয় না। শুধু অভিনয় দিয়ে তো কোনও ছবি উতরোতে পারে না। বোঝাই গিয়েছে, পরিচালক প্রাথমিক ভাবনাটা ভেবেছিলেন। তার সঙ্গে ছিল কিছু চমক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওই ওয়াও ফ্যাক্টরটি থাকে না। ছবির আখ্যানশৈলী ক্লান্ত করে। মনে থাকে, ছবিটি শেষ হবে কখন। কিন্তু যেহেতু বিষয়ভাবনাটি ভাল, তাই শেষ পর্যন্ত দেখার একটা ইচ্ছে থেকেই যায়। তাও বলতে হয় 'অ্যাকিউসড' অন্যান্য সাধারণ কন্টেন্টের ভিড়ে পজ়িটিভ বার্তা নিয়ে আসে। কঙ্কনাকে অনবদ্য লেগেছে। তাঁর কাজের সঙ্গে অন্যধারার ভাবনা জুড়ে থাকে। এবারও তার ব্যতিক্রম হল না। শুধু ফাঁক রয়ে গেল প্রয়োগে।





আদালত ও একটি মেয়ে

চেনা ছকে গল্প বাঁধা

পরিচালনা: কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়
অভিনয়: কৌশানী মুখোপাধ্যায়, বাসবদত্তা চট্টোপাধ্যায়, সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতীক দত্ত, কৌশিক সেন, রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়

4/10

অফিস পলিটিক্স, মহিলাদের নিরাপত্তা, চেনা পরিসরে বিপত্তি... সব শেষে কোর্টে কেস নিয়ে কাঁটাছেঁড়া। এযাবৎ অনেক সিনেমা এবং সিরিজ় হয়েছে এরকম গল্পের উপর ভিত্তি করে। কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায় চেনা ছকে বাঁধা একটি চিত্রনাট্যে নতুন স্বাদ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। জয়িতা একটি বড় কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মী। একটু বদমেজাজি কিন্তু সৎ ও সাহসি। অফিসের বসের কাছে তাকে খারাপ কথা শুনতে হয় নিত্য। তাতে থাকে কুপ্রস্তাব। এরপর একটি অফিস পার্টিতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও যায় জয়িতা। সেখানে ধর্ষিতা হয় সে। এরপর সেই কেস নিয়ে চলে কোর্টরুম ড্রামা। কে দোষী, কেন সে এ কাজ করেছে, সিরিজ়ের মাঝপথে স্পষ্ট হয়ে যায় সবটাই। তবুও আপন গতিতে এগিয়ে চলে সিরিজ়টি। থাকে না কোনও চমক, না থাকে গল্পের জোর বা অভিনয়ের জোর। জয়িতার চরিত্রে কৌশানীর অভিনয় একঘেয়ে এবং অতিরঞ্জিত। বরং বাসবদত্তার অভিনয় স্পষ্ট ও যথাযথ। সৌম্যও নিজ চরিত্রে ঠিকঠাক। এ সিরিজ়ে রাহুলের কিছুই করার নেই। কিছু সময়ের জন্য তাঁর উপস্থিতি খুবই অস্বাভাবিক। কিছু জায়গায় সিরিজ়টি একেবারে অর্থহীন লাগে। তার মধ্যে অন্যতম হল, জয়িতার পরিবারের দৃশ্যগুলি। তাদের আসল উদ্দেশ্য কী কেউ জানে না। আর সবশেষে দোষী ধর্ষণের জন্য যে কারণটি আদালতে জানান, তা হাস্যকর ছাড়া কিছুই নয়। সবটা না দেখেও এরকম সিরিজ়ের চিত্রনাট্য অনুমেয়।



মন্টু পাইলট ৩

গতে বাঁধা

পরিচালনা: দেবালয় ভট্টাচার্য
অভিনয়: সৌরভ দাস, শোলাঙ্কি রায়, কিউ, চান্দ্রেয়ী ঘোষ

5/10

প্রায় চার বছর পরে ওটিটির পর্দায় ফিরল 'মন্টু পাইলট' (সৌরভ)। সে পতিতালয়ের পরিবেশ ছেড়ে এখন ডেলিভারি বয়ের কাজ করে। কিন্তু পরিস্থিতি তাকে আবার সেই পুরনো জায়গায় ফিরে আসে। এবার 'মন্টু পাইলট' অনেক বেশি স্ত্রী ভ্রমরকে (শোলাঙ্কি) নিয়ে আবর্তিত। সঙ্গে আসে জাহাঙ্গীর (কিউ), বিবিজান (চান্দ্রেয়ী)। ছবির গল্প ভালই ছিল। কিন্তু প্রয়োগের অভাব এটিতে সাধারণ করেই রেখে দিল। সৌরভ, কিউসহ বাকিরা ভালই অভিনয় করেছেন। যেহেতু মন্টুর আলাদা করে জনপ্রিয়তা আছে, তাই এই সিরিজ়ও হয়তো অনেকে দেখে নেবেন। কিন্তু কোথাও গিয়ে ম্যাজিকটা যেন নেই।



আবার প্রলয় ২

জমেও জমে না

5/10

পরিচালনা: রাজ চক্রবর্তী

অভিনয়: শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়, রোহন ভট্টাচার্য, সৌরসেনী মৈত্র, দেবাশিস মণ্ডল, ওম, লোকনাথ দে

যে কোনও ছবি বা সিরিজ়ের সিকোয়েলের ক্ষেত্রে তার কাছ থেকে প্রত্যাশা বেড়ে যায় বহুগুণ। 'প্রলয়'-এর ক্ষেত্রেও তাই হওয়াটা স্বাভাবিক। তবে গল্পের ক্রিমিনাল ন্যারেটিভ একই থাকলেও, সুন্দরবন থেকে বেরিয়ে এবার গল্প এসে পড়েছে খোদ কলকাতায়। সিজ়ন ওয়ান যেখানে শেষ হয়েছে, সেখান থেকেই দ্বিতীয় সিজ়নের গল্প শুরু হয়। যদিও সিজ়ন ওয়ানের মতো গল্পের জোর এটায় নেই। ইন্সপেক্টর অনিমেষ দত্ত (শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়) এবারও কেন্দ্রীয় চরিত্রে গল্পের। গল্পের শুরুতে সুন্দরবনের প্রেক্ষাপট, তার পর ধীরে-ধীরে গল্প এগোয় কলকাতার দিকে। গল্পের শুরুতেই দর্শক বুঁদ হয়ে যায় অনিমেষ দত্তর ঠিক কী হয়েছিল, তা জানতে। সে বেঁচে আছে না মারা গিয়েছে...সেই তদন্ত দিয়ে গল্পের শুরু। এবং এই তদন্তের মূল এলিমেন্টই হল নেতাজি স্যালুট। এ ব্যাপারে বিশদে বলা সম্ভব নয়, তাহলে থ্রিলারের আমেজ নষ্ট হয়ে যাবে। তবে আগের সিজ়নের মূল ইউএসপি ছিল সুন্দরবনের গ্রাম্য পরিবেশে হিউম্যান ট্র্যাফিকিং কেন্দ্রিক ক্রাইম থ্রিলার। থ্রিলারের গতি এবারেও আছে কিন্তু তার ঝাঁঝ অনেকটা কম। কিছু-কিছু জায়গা অতিরঞ্জিত লাগে। থ্রিলার যদি বাস্তবের মাটি থেকে সরে গিয়ে অতিনাটকীয় হয়ে ওঠে, তা চোখে লাগে। এই ক্ষেত্রেও তাই হয়। এছাড়া আগের মতো গ্রাম্য এলিমেন্টের বদলে শহুরে প্রেক্ষাপট কিছুটা দুর্বল লাগে। তবে অভিনয়ে প্রত্যেকেই নিজেকে মেলে ধরার চেষ্টা করেছেন। শাশ্বত অনবদ্য। ওম বেশ ভাল। তবে সৌরসেনী ও রোহনের অভিনয়ে মাঝেমধ্যে কিছুটা জড়তা চোখে পড়ে। সিনেমাটোগ্রাফি বেশ ভাল লাগে। আর ক্লাইম্যাক্সে একজনের গেস্ট অ্যাপিয়ারেন্স মনে থেকে যায়।



কাটাকুটি টু

জমাটি নয়

4/10

পরিচালনা: রাজা চন্দ

অভিনয়: অমৃতা চট্টোপাধ্যায়, শাওন চক্রবর্তী, পূষণ দাশগুপ্ত, সুব্রত দত্ত

থ্রিলারকে সামনে রেখে এই সময়ে একাধিক সিরিজ় তৈরি হচ্ছে। বলা ভাল, প্রেম কিংবা অন্য কোনও বিষয়ের চেয়ে থ্রিলার বা রহস্যই বেশি প্রাধান্য পায়। কিন্তু যে কোনও গল্পকে থ্রিলার বলে চালিয়ে দেওয়া খুব খারাপ। বাংলা ছবি এবং সিরিজ়ে এখন সেটাই হচ্ছে। সাধারণ মানের গল্পে একটু চমক জুড়ে তা থ্রিলারধর্মী বলে দেওয়া হচ্ছে। এরকমই একটি সিরিজ় 'কাটাকুটি টু'। এর সিরিজ়ের প্রথম পর্ব দেখার পর সিকোয়েল নিয়ে দর্শকদের আগ্রহ থাকবে না, তা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু পুরনোদের সরিয়ে নতুন তারকাদের নিয়ে আবারও এসেছে রহস্যে মোড়া 'কাটাকুটি'। চমক কম, বরং সমাজের কিছু বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে সিরিজ়ে। অপরাধীদের ক্ষমা করে না সমাজ, তা থেকে জন্ম নেয় আরও বিদ্বেষ। এমনটাই দেখানে হয়েছে। অভিনয়ের ক্ষেত্রে অমৃতা, শাওন, পূষণ সকলেই ভাল। তবে চিত্রনাট্য ভাল না হলে, তারকাদের অভিনয় তেমন প্রভাব ফেলে না। এই সিরিজ় তারই প্রমাণ।

আনন্দবাজার পত্রিকা

আনন্দবাজার পত্রিকা
শাবাশ বাংলা
abpshabashbangla

আমার ভাষা কেন আমার গর্ব?

প্রশ্ন ছিল 'বাংলা ভাষা আপনার কাছে কেন গর্বের?'
উত্তর এল কয়েক হাজার। তার মধ্যে থেকেই নজরকাড়া পাঁচ।

১

বাংলা ভাষায় প্রতিবাদ করি
শাণিত বাক্যবাণে,
সমবেত স্বরে দেশ-বন্দনা করি
'জনগণমন' গানে।

-অদিতি দে চট্টোপাধ্যায়

আপনি ডাকলে ৩০ কোটি
মানুষের সাড়া পাবেন।

-অগ্নিশুদ্ধা ভট্টাচার্য

যে ভাষায় মিশেছে শহিদের রক্ত,
সত্যনারায়ণের সাথে সত্যপির,
যে ভাষায় ভাওয়াইয়া, টুসু,
ফকিরির মেঠো সুরে ভেসে
যায় বেহুলার মান্দাস — সেই বাংলা,
আমার অস্তিত্ব, আমার গর্ব!

-স্বপ্রভ চট্টোপাধ্যায়

বাংলা ভাষায় 'শেষের কবিতা'
দিয়ে শুরু করা যায়।

-কাঞ্চন সিংহ

বোগেনভিলিয়ার উদাসী উচ্চারণ যখন
'বাগানবিলাস' হয়ে যায়, হৃদয় বলে ওঠে, আমি
গর্বিত। আমি বাঙালি, আমার ভাষা বাংলা।

-শিউলী জানা

আমার ভাষা
আমার গর্ব

sosideas



ANANDALOK 12 MARCH 2026 RNI NO.27039/74 INR 35.00